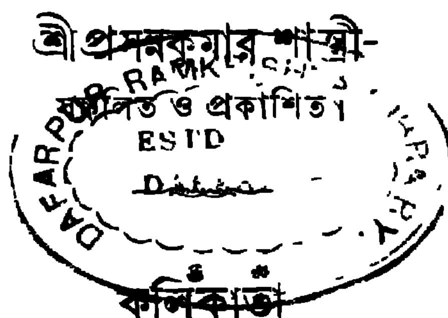
আর্য্যজীবন।

শ্রীপ্রসন্নকুমার শাস্ত্রী-

সঙ্কলিত ও প্রকাশিত।



কলিকাতা

২০ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট।

কালিকাযন্ত্রে

শ্রীশরচ্চন্দ্রচক্রবর্ত্তি দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০১ সাল।

মূল্য ।।০ আনা।　　ডাক মাশুলাদি /০ আনা।

সোনালি বাঁধাই ।।৵০ আনা।

প্রবেদনং।

বহুদিন যাবৎ আর্য্যগণের দৈনন্দিন কর্ত্তব্য ক্রিয়ার এক খানি পদ্ধতি লিখিতে সংকল্প ছিল, কিন্তু নানা প্রকার প্রতিবন্ধক বশতঃ তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। আজ ভগবানের কৃপায় আমার সেই ইচ্ছা ফলবতী হইল, আমার বহুযত্নের "আর্য্য-জীবন" সমাপ্ত হইল। ইহার সঙ্কলন বিষয়ে আমি বহুযত্ন ও চেষ্টা করিয়াছি, এখন পাঠকগণ ইহা পাঠ করিয়া নিজ কর্ত্তব্যানুষ্ঠানের কিঞ্চিন্মাত্র শিক্ষা করিতে পারিলেও আমার সমস্ত যত্ন ও সমস্ত পরিশ্রম সার্থক মনে করিব।

এই পুস্তকে প্রাতঃকৃত্য হইতে আরম্ভ করিয়া শয়ন পর্য্যন্ত যাবতীয় অনুষ্ঠেয় বিষয়েরই অনুষ্ঠান প্রণালী যথাক্রমে লিখিত হইয়াছে, কিন্তু কতিপয় গোপ্য তান্ত্রিক বিষয় পরিত্যক্ত হইয়াছে। কারণ উহা উপাসক ভেদে ভিন্ন, সুতরাং সাধারণ পদ্ধতিতে সন্নিবিষ্ট হইতে পারে না। দ্বিতীয় কথা এই যে, এই পুস্তক খানি শাস্ত্র-বিশ্বাসী হিন্দুর কর্ত্তব্যানুষ্ঠান শিক্ষার জন্যই লিখিত হইয়াছে, সুতরাং শাস্ত্রে যে যে বিষয় সাধারণ ভাবে বলিতে নিষেধ আছে, তাহা বলিলে অবশ্যই আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটিবে, কারণ হিন্দু পাঠক কদাচ গোপ্য বিষয় সাধারণভাবে শুনিয়া প্রীতিমান্ হইতে পারিবেন না। পরন্তু যদি কেহ গোপ্য বিষয়েব গুরুত্ব না বুঝিয়া সাধারণ ভাবেই উহা শুনিয়া সন্তুষ্ট ও প্রীতিমান হয়েন, তথাপি আমি তত্তৎবিষয় বলিতে সাহসী হইতে পারি না, কারণ তাহা করিতে হইলে আমাকে গুরু ও শাস্ত্রের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতে হয়, তাহা করিতে এ ক্ষুদ্র অন্তঃকরণ সাহসী হইতে পারে না।

হিন্দুর অনুষ্ঠের বিষয় এত দুরধিগম্য, ও রহস্যময় যে, তাহা সদ্‌গুরুর নিকট শিক্ষা ব্যতীত কদাচ সুসম্পন্ন হইতে পারে না। যাহারা কেবলমাত্র গ্রন্থ পড়িয়াই অনুষ্ঠান তত্ত্ব জানিতে চাহেন, তাঁহারা প্রকৃত রহস্য বুঝিতে না পারিয়া বিকৃতভাব সংগ্রহ করতঃ পরম কল্যাণকর দ্রব্য হইতে বঞ্চিত হয়েন এবং যাঁহারা তাদৃশ বিষয় সাধারণ ভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করেন, তাঁহারাও সমাজের হিতাকাঙ্ক্ষায় প্রকৃত পক্ষে অহিতই আচরণ করেন। এই গ্রন্থেও প্রসঙ্গ সঙ্গতির অনুরোধে যদি তাদৃশ কোন বিষয় প্রকটিত হইয়া থাকে, তবে পাঠকগণ নিজ অধিকারিতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পাঠ করিবেন, তাহা হইলেই শাস্ত্র মর্য্যাদা রক্ষা ও কল্যাণ হইবে।

আর একটী কথা এই যে, আমি এই পুস্তকের সংগ্রহ কার্য্যে কোন্ কোন্ মূল গ্রন্থের অবলম্বন করিয়াছি, তাহা অনাবশ্যক বোধে যথাস্থানে প্রায়ই নির্দ্দেশ করি নাই, পাঠকগণের অবগতির নিমিত্ত তাহা জ্ঞাপন করিতেছি।—আহ্নিকতত্ত্ব, কৃত্যতত্ত্ব, প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব, ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব, ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, তন্ত্রসার, প্রাণতোষিণী, শাক্তানন্দতরঙ্গিনী, হরিভক্তিবিলাস, মনুসংহিতা, লিঙ্গার্চ্চনতন্ত্র, সূতসংহিতা, রুদ্রযামলতন্ত্র, ব্রহ্মপুরাণ, যোগসার, বিশ্বেশ্বরতন্ত্র, মাতৃকাভেদতন্ত্র ইত্যাদি আরো বহুতর গ্রন্থ হইতে এই গ্রন্থ খানি সঙ্কলিত হইয়াছে।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, মানব মাত্রেই ভ্রম প্রমাদ সম্পন্ন, সুতরাং আমার এই পুস্তকে ও অবশ্যই ভ্রম প্রমাদ থাকা অসম্ভব নহে। অতএব যদি কোন বিষয়ে ভ্রম প্রমাদ পরিলক্ষিত হয় তাহা উপেক্ষা না করিয়া আমায় জানাইলে বারান্তরে সংশোধিত করার চেষ্টা করিব। অলমতিবিস্তরেণ।

শ্রীপ্রসন্নকুমার শর্ম্মণঃ।

সূচীপত্র

সূচীপত্র।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র।

বিষয়।			পৃষ্ঠা।
শিবষড়ক্ষরা কবচ	—	—	১৪৭।
শিবস্তোত্র	—	—	১৪৮।
প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গে শিবপূজা	—	—	১৫০।
বাণলিঙ্গে শিবপূজা	—	—	১৫১।
বাণলিঙ্গের কবচ	—	—	১৫১।
বাণলিঙ্গ স্তব	—	—	১৫২
গুরু পূজা	—	—	১৫৩
গুরুগীতা	—	—	১৫৪
স্ত্রীগুরুগীতা	—	—	১৬২
আপদুদ্ধার স্তব	—	—	১৬৩
ভবাষ্টক	—	—	১৬৪।
বিষ্ণুস্তোত্র	—	—	১৬৫।
নারায়ণ পূজা	—	—	১৬৬।
তুলসীমালার সংস্কার	—	—	১৬৭।
নারায়ণ স্তব	—	—	১৬৮
বিষ্ণুর নামাষ্টক	—	—	১৬৮
পঞ্চম যামার্দ্ধকৃত্য	—	—	১৬৯
দেবযজ্ঞ	—	—	১৬৯
ভূতযজ্ঞ বা ভূতবলি	—	—	১৬৯
কাম্যবলি	—	—	১৭০
নৃ যজ্ঞ বা অতিথিপূজা	—	—	১৭১।
গোগ্রাস	—	—	১৭২।
ভোজননিয়ম	—	—	১৭৩।
জলপান নিয়ম	—	—	১৭৫।
ভোজন	—	—	১৭৫।
মৎস্য শোধন মন্ত্র	—	—	১৭৬।
মাংসশোধন মন্ত্র	—	—	১৭৬।
মুদ্রাশোধন মন্ত্র	—	—	১৭৬।
অন্নাদিনিবেদন ও ভোজন প্রণালী		—	১৭৬।

বিষয়।		পৃষ্ঠা।

আর্য্যজীবন

—পাতা মুড়িবেন না।

প্রাতঃকৃত্য।

রাত্রিমানকে আটভাগে বিভক্ত করিয়া সর্ব্বশেষভাগকে দুইটী সংজ্ঞায় নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। ১ম ভাগ ব্রাহ্ম্য, ২য় রৌদ্র। এই ভাগ অনুসারে অরুণোদয়ের পূর্ব্ব এক মুহূর্ত্ত রৌদ্র, তাহার পূর্ব্ব, এক মুহূর্ত্ত ব্রাহ্ম্য বলিয়া ধরা হয়, সুতরাং প্রায় রাত্রির চারিদণ্ড থাকিতেই ব্রাহ্ম্য মুহূর্ত্ত প্রবৃত্ত হয়। চারিবর্ণই এই ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে নিদ্রা ত্যাগ (১) করিয়া শয্যার উপরে পূর্ব্ব বা উত্তর মুখ হইয়া উপবেশন করিয়া নিম্নস্থ শ্লোক কএকটী পাঠ করিবেন।

ব্রহ্মা মুরারিস্ত্রিপুরান্তকারী ভানুঃ শশী ভূমিসুতোবুধশ্চ।
গুরুশ্চ শুক্রঃ শনীরাহুকেতু কুর্ব্বন্তু সর্ব্বে মম সুপ্রভাতং॥

কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী। ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা। বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা। এতা দশ মহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ প্রভাতে যঃ স্মরেন্নিত্যং দুর্গা দুর্গাক্ষরদ্বয়ং। আপদস্তস্য নশ্যন্তি তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা॥ অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা।

(১) রাত্রেশ্চ পশ্চিমে যামে মুহূর্ত্তো য স্তৃতীয়কঃ।
স ব্রাহ্ম ইতি বিখ্যাতো বিহিতঃ সংপ্রবোধনে। পিতামহঃ।

পঞ্চ কন্যাঃ স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনং॥ পুণ্যশ্লোকোনলো-রাজা পুণ্যশ্লোকো যুধিষ্ঠিরঃ। পুণ্যশ্লোকা চ বৈদেহী পুণ্যশ্লোকো জনার্দ্দনঃ॥ কর্কোটস্য চ নাগস্য দময়ন্ত্যা নলস্য চ। ঋতুপর্ণস্য রাজর্ষেঃ কীর্ত্তনং কলিনাশনং॥ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনোনাম রাজা বাহুসহস্রভৃৎ। যোঽস্য সংকীর্ত্তয়েন্নাম কল্যমুত্থায় মানবঃ। ন তস্য বিত্তনাশঃ স্যান্নষ্টঞ্চ লভতে পুনঃ॥ (১)

(১) "ব্রহ্মা মুরারি" হইতে এই পর্য্যন্ত যে সমস্ত শ্লোক-গুলি লিখিত হইল, ইহার অর্থ সরল। ইহাদ্বারা প্রাতঃকালে কতিপয় দেবতা ও রাজর্ষি প্রভৃতির নাম কীর্ত্তন আদিষ্ট হই-য়াছে। কেন হইল, ইহাঁদের নাম কীর্ত্তনে ফল কি, এ জিজ্ঞাসা সহৃদয় মাত্রেরই মনে আসিতে পারে, তাই ইহার সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য লিখিতেছি।—

কোন একটী বাক্য উচ্চারণ কালে আমাদের মনে তদীয় প্রতিপাদ্য অর্থের সহিত ভাবও বিকাশিত হয়, ইহা স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম। যেমন, "শঙ্করাচার্য্য" নামটী উচ্চারণ করিলে, শঙ্করা-চার্য্য কথাটীর প্রতিপাদ্য সেই জ্ঞানমূর্ত্তি বিবেকবান ধীর প্রশান্ত পুরুষ আমাদের হৃদয়ক্ষেত্রে বিরাজিত হন, তেমন তদীয় জ্ঞান বিবেকাদির ভাব ও বিকাশিত হয়, তাই আমরা আনন্দ উপভোগ করি। যদি তাহা না হইত, তবে আনন্দ উচ্ছ্বা-সের কোন সম্ভাবনা ছিল না। শঙ্করাচার্য্য কথাটির যোজক বর্ণাবলী (শ, ঙ্ক, রা, চা, র্য্য,) পৃথক্ রূপে সর্ব্বদাই উচ্চারণ করিয়া থাকি, কিন্তু তাহা হইতে সেই ভাব আসে না। সুতরাং বর্ণাবলীর অভ্যন্তরে কোন ভাব নাই, সহজেই উপলব্ধ হওয়া

এই শ্লোক কএকটী পাঠ করিয়া দীক্ষিত সকলবর্ণই তান্ত্রিক প্রাতঃকৃত্য করিবেন। যাঁহারা দীক্ষিত হন নাই, তাঁহারা তান্ত্রিক প্রাতঃকৃত্য ব্যতীত পূর্ব্ব লিখিত শ্লোকগুলি পাঠ করিবেন, স্ত্রীলোকের পক্ষেও এই নিয়ম।

যায়। আবার প্রতিপাদ্য বস্তুর ভাব যে আমাদের মনে উদয় হয় না, ইহাও বলা যাইতে পারে না। কারণ সে ভাব উদিত না হইলে আনন্দোচ্ছ্বাস কোথা হইতে আসিবে। আবার কোন "কুলটা" রমণীর নাম শুনিলে মন অশান্ত হইয়া উঠে। এখানে ও "কু" "ল" "টা" এই বর্ণের কোন দোষ নাই, কিন্তু এই বর্ণাবলী প্রতিপাদ্য যে ভীষণ পাপমূর্ত্তি, তাহাই আমাদের মনে উদ্ভাসিত হয়, তাহারই ভাবে চিত্ত অনুরঞ্জিত হয়, তাই চিত্ত তদীয় ভাব মনে করিয়া আপনাকেও পাপময় জ্ঞান করে। এই দৃষ্টান্তানুসারে বুঝিতে পারি, শব্দ উচ্চারণ-কালে শব্দপ্রতিপাদ্য বস্তুর ভাব আসিয়া আমাদের তত্তৎ আন্তর প্রবৃত্তির বিজৃম্ভণ করিয়া দেয়। তাই পাপ কথা বা পাপীর নাম উচ্চারণেও পাপ হয়। তাই মহাকবি মাঘ বলিয়াছেন, "কথাপি খলু পাপানামলমশ্রেয়সে যতঃ"। আবার পুণ্য-কথা বা পুণ্যবানের নাম উচ্চারণেও হৃদয়ে পুণ্য ও সৎ প্রবৃত্তির উদয় হয়, এই নিমিত্ত প্রাতঃকালে উঠিয়াই প্রথমে দেবতা ও সাধু মহাত্মগণের নাম স্মরণ করিতে হয়, তাঁহাদের সদ্‌ভাবে আপনার হৃদয় অধিবাসিত করিতে হয়। এই বিষয়টি বুঝাইতে হইলে অনেক বিষয় বুঝাইতে হয়, তাহা এস্থলে অসম্ভব বলিয়া একটু আভাস মাত্র দেওয়া হইল, সহৃদয় পাঠক চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

তান্ত্রিক প্রাতঃকৃত্য।

রাত্রিবাস পরিত্যাগ করিয়া শয্যার উপরে পূর্ব্ব বা উত্তর মুখে উপবেশনানন্তর "ওঁ কুলবৃক্ষেভ্যো নমঃ" বলিয়া প্রণাম করিবে। তৎপর পদ্মাসনে (১) বসিয়া শিরঃস্থসহস্রদলপদ্ম-স্থিত গুরুকে ধ্যান করিবে।

গুরুর ধ্যান।

শিরসি সহস্রদলকমলাবস্থিতং শ্বেতবর্ণং দ্বিভুজং
বরাভয়করং শ্বেতমাল্যানুলেপনং স্বপ্রকাশরূপং
স্ববামস্থিতস্বরক্তশক্ত্যা স্বপ্রকাশস্বরূপয়া সহিতং গুরুং। (২)

এই ধ্যানোক্ত (৩) আকৃতিটি মনে মনে চিন্তা করিবে। যদি দীক্ষাদাতা গুরু স্ত্রীলোক হন, তবে তাঁহাকে নিম্নলিখিত রূপে ধ্যান করিবে।

(১) পদ্মাসন,—বামপাদ দক্ষিণ উরুর উপরে এবং দক্ষিণপাদ বাম উরুর উপরে সংস্থাপন পূর্ব্বক উপবেশনের নাম পদ্মাসন।

(২) শিরঃস্থ-সহস্রদলপদ্ম-বিরাজমান গুরুদেবকে শ্বেতবর্ণ, দ্বিভুজ, বরাভয়প্রদ, শুভ্র-মাল্য চন্দন-চর্চ্চিত, স্বয়ং প্রকাশমান, এবং স্বপ্রকাশমানা বামভাগাবস্থিতা রক্তশক্তি-সমাশ্লিষ্ট মনে করিয়া চিন্তা করিবে।

(৩) ধ্যান বলিতে কোন মন্ত্র বিশেষকে বুঝায় না। ধ্যান অর্থে চিন্তা। যে আকার চিন্তা করিতে হইবে, তাহা এক একটী গদ্যপদ্যময় বাক্যের দ্বারা রচনা করিয়াছেন। কালক্রমে ধ্যানের প্রকৃত অর্থ বিলুপ্ত হইয়া সংস্কৃত বাক্য-টীই ধ্যান নামে ব্যবহৃত হইয়াছে। বস্তুতঃ যত স্থানে ধ্যান করিবে, এই রূপ আদেশ আছে, সে স্থলে সংস্কৃত বাক্যটী উচ্চারণ না করিয়া মনে মনে সংস্কৃত-বাক্যের প্রতিপাদ্য আকৃতিটী চিন্তা করিবেন। তাহা হইলেই প্রকৃত ধ্যান করা হইবে।

স্ত্রীগুরুর ধ্যান।

সহস্রারে মহাপদ্মে কিঞ্জল্কগণশোভিতে। প্রফুল্লপদ্মপত্রাক্ষীং ঘনপীনপয়োধরাং। প্রসন্নবদনাং ক্ষীণমধ্যাং ধ্যায়েৎ তাং গুরুং। পদ্মরাগসমাভাসাং রক্তবস্ত্রসুশোভনাং। রক্তকুঙ্কুমপাণিঞ্চ রক্তনূপুরশোভিতাং। স্থলপদ্মপ্রতীকাশপাদপদ্মবিশোভিতাং। শরদিন্দুপ্রতীকাশাং রক্তোদভাসিতকুণ্ডলাং। স্বনাথবামভাগস্থাং বরাভয়করাম্বুজাং। (২)

এইরূপে গুরুদেবকে সদাশিব মূর্ত্তি (স্ত্রীগুরু হইলে শক্তি মূর্ত্তি) চিন্তা করিয়া মানস (৩) পঞ্চোপচারে পূজা করিবে। যথা,—"ঐং শ্রীঅমুকানন্দনাথ (৪) গুরবে লং ভূম্যাত্মকং গন্ধং সমর্পয়ামি" এই বলিয়া নিজের দেহস্থ পার্থিবাংশ গন্ধরূপে কল্পনা

(২) শিরস্থ, [illegible]কেশররাজিবিরাজিত-সহস্রদলকমলবাসিনী [illegible]ক নিম্নলিখিত রূপে চিন্তা করিবে,—তিনি প্রফুল্ল-সরোজদল-লোচনী, ঘনপীনস্তনা, প্রসন্নমুখী, [illegible], এবং মঙ্গলময়ী, তাঁহার কান্তি প্রবালসদৃশ, বস্ত্র রক্তবর্ণ, হস্ততল কুঙ্কুমের ন্যায় রক্তবর্ণ, তিনি রক্ত নূপুরের দ্বারা সুশোভিতা হইতেছেন, তাঁহার [illegible]-পদ্ম স্থলপদ্মের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে, এবং তিনি শরচ্চন্দ্রের ন্যায় [illegible] নাহরা, তাঁহার কর্ণযুগলে রক্তবর্ণ কুণ্ডল উদ্ভাসিত হইতেছে, কর-পদ্ম সাধকের প্রতি বর ও অভয় দান করিতেছে, তিনি নিজ কান্তের বামভাগে অবস্থিতি করিতেছেন।

মানস পূজা।

(৩) যে যে উপহারের দ্বারা বাহ্যপূজা করিতে হয়, তত্তৎ উপহারের দ্বারা মনে মনে পূজা করার নাম, মানস পূজা। এই পূজায় মনে মনে দেবতার আকৃতি চিন্তা করিয়া সমস্ত উপহার অর্পণ করিতে হয়।

(৪) প্রত্যেক "শ্রীঅমুকানন্দনাথ' স্থলে নিজ গুরুর নাম করিতে হইবে। যেমন (তারানন্দনাথ" ইত্যাদি।

করিয়া গন্ধমুদ্রা প্রদর্শন করাইবে। "ঐং অমুকানন্দনাথগুরবে হং আকাশাত্মকং পুষ্পং সমর্পয়ামি" বলিয়া দেহস্থ আকাশ পুষ্প-রূপে কল্পনা করিয়া পুষ্পমুদ্রা প্রদর্শন করাইবে।" "ঐং অমুকা-নন্দনাথ গুরবে যং বায়ুাত্মকং ধূপং সমর্পয়ামি" বলিয়া দেহস্থ বায়ু ধূপরূপে কল্পনা করিয়া ধূপমুদ্রা প্রদর্শন করাইবে। "ঐং অমুকা-নন্দনাথগুরবে রং বহ্ন্যাত্মকং দীপং সমর্পয়ামি" বলিয়া দেহস্থ অগ্নি দীপরূপে কল্পনা করিয়া দীপমুদ্রা প্রদর্শন কবাইবে। "ঐং অমুকানন্দনাথগুরবে বং জলাত্মকং নৈবেদ্যং সমর্পয়ামি" বলিয়া দেহস্থ জলীয় অংশ নৈবেদ্যরূপে কল্পনা করিয়া নৈবেদ্যমুদ্রা (৫) প্রদর্শন করাইয়া করন্যাস ও অঙ্গন্যাস (৬) করিবে।

করন্যাস।

"গাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ" বলিয়া দুই হস্তেরই তর্জ্জনী অঙ্গুলি বৃদ্ধ অঙ্গুলির উপর দিবে, "গীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা", গূং মধ্যমাভ্যাং বষট্, গৈং অনামিকাভ্যাং হুং, গৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্" বলিয়া ক্রমে অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলি তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলির উপর দিবে। পরে "গঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্" বলিয়া দক্ষিণ

গন্ধাদি মুদ্রা।

(৫) বৃদ্ধাঙ্গুলি হইতে যথাক্রমে পাঁচ অঙ্গুলিকে অঙ্গুষ্ঠ, তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামা ও কনিষ্ঠা বলে। কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলিযোগের নাম গন্ধমুদ্রা, অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীযোগের নাম পুষ্পমুদ্রা, ধূপমুদ্রা ও দীপমুদ্রা, এবং অঙ্গুষ্ঠ ও অনামা যোগের নাম নৈবেদ্যমুদ্রা।

(৬) এই স্থলে যে করন্যাস ও অঙ্গন্যাস কথিত হইতেছে, এই প্রণালী অনুসারেই সর্ব্বত্র করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিতে হইবে। অন্য পূজায় যে বিশেষমন্ত্রে করিতে হইবে, তাহা সেই স্থলেই বলিব।

হস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমা যোগ করিয়া বামহস্তের পৃষ্ঠ ও তল-স্পর্শ করিয়া তালি দিবে। এইরূপে করন্যাস করিয়া অঙ্গ-ন্যাস করিবে।

অঙ্গন্যাস।

"গাং হৃদয়ায় নমঃ" বলিয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামার অগ্রভাগ দ্বারা বক্ষঃস্থল স্পর্শ করিবে, "গীং শিরসে স্বাহা" বলিয়া তর্জ্জনী ও মধ্যমার অগ্রভাগদ্বারা মস্তক, "গূং শিখায়ৈ বষট্" বলিয়া বৃদ্ধ অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা শিখা, "গৈং কবচায় হুং" বলিয়া পঞ্চ অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা বাম বাহু ও বাম হস্তের পঞ্চ অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা দক্ষিণবাহু, "গৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্" বলিয়া দক্ষিণহস্তের তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামার অগ্রভাগ দ্বারা যথাক্রমে দুই চক্ষু ও নাসিকার মূলভাগ স্পর্শ করিবে। "গঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্" বলিয়া দক্ষিণহস্তের তর্জ্জনী, ও মধ্যমা অঙ্গুলি যোগ করিয়া বামহস্তের পৃষ্ঠ ও তল স্পর্শ করতঃ তালি দিবে। এই রূপে অঙ্গন্যাস করিয়া গুরুপঙ্ক্তি নমস্কার করিবে।

গুরুপঙ্ক্তি নমস্কার।

কৃতাঞ্জলি হইয়া মস্তকের বামভাগে "ওঁ গুরুভ্যোনমঃ, ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরাপরগুরুভ্যোনমঃ, ওঁ পরমেষ্ঠিগুরু-ভ্যোনমঃ" দক্ষিণভাগে "ওঁ গণপতয়ে নমঃ" মধ্যে "ঐঁ শ্রীগুরবে নমঃ (১) বলিয়া নমস্কার করিয়া গুরুর মূলমন্ত্র (ঐঁ) ১০৮ বার জপ (জপ প্রণালী দেখ) করিয়া জপ বিসর্জ্জন করিবে।

---

(১) অন্যদেবতার পূজাকালে সেই দেবতার মূলমন্ত্রযুক্ত নাম বলিবে।

জপবিসর্জ্জন মন্ত্র।

গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপং।
সিদ্ধির্ভবতু তং সর্ব্বং ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বর! ॥ (২)

এই বলিয়া জপ বিসর্জ্জন করিয়া গুরুকে নমস্কার করিবে।

গুরুনমস্কারমন্ত্র।

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং। তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া। চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ নমোঽস্তু গুরবে তস্মৈ ইষ্টদেবস্বরূপিণে। যস্য বাক্যামৃতং হন্তি বিষং সংসারসঞ্জিতং॥

এই মন্ত্রে গুরু নমস্কার করিয়া—"প্রহ্লাদানন্দনাথায় গুরবে নমঃ, সনকানন্দনাথায়, কুমারানন্দনাথায়, বশিষ্ঠানন্দনাথায়, ক্রোধানন্দনাথায়, সুখানন্দনাথায়, বোধানন্দনাথায়" বলিয়া প্রত্যেক বার নমস্কার করিবে এবং প্রত্যেক বার "নাথায়" এই শব্দের পরে "গুরবে নমঃ" বলিবে। অনন্তর গুরুর স্তব কবচ পাঠ করিবে। স্ত্রীগুরু হইলে স্ত্রীগুরুর ধ্যান অনুসারে পূর্ব্ববৎ পূজা করিয়া স্ত্রীগুরুর স্তব কবচ পাঠ করিবে। ধ্যান ব্যতীত অন্যান্য পূজা প্রণালী পুরুষ ও স্ত্রীগুরুর সমান।

(২) শক্তিমন্ত্রের জপবিসর্জ্জন কালে "গোপ্তা" স্থলে "গোপ্ত্রী" "মহেশ্বর" স্থলে "মহেশ্বরি" আর বিষ্ণুমন্ত্র জপে "মহেশ্বর' স্থলে "জনার্দ্দন" বলিবে। শিবসম্বন্ধে মূলের লেখা অনুসারে বলিবে। জপবিসর্জ্জন কালে, জপফল তোমাকে সমর্পণ করিলাম, এই ভাবিয়া, পূজ্য যদি দেব হন তবে তাঁহার দক্ষিণহস্তে এবং পূজ্য দেবী হইলে বামহস্তে জপফল সমর্পণ করিবে।

গুরুস্তব।

নমস্তুভ্যং মহামন্ত্রদায়িনে শিবরূপিণে। ব্রহ্মজ্ঞানপ্রকাশায় সংসারদুঃখতারিণে॥ অতিসৌম্যায় দিব্যায় বীরায়াজ্ঞানহারিণে। নমস্তে কুলনাথায় কুলকৌলিন্যদায়িনে॥ শিবতত্ত্বপ্রবোধায় ব্রহ্মতত্ত্বপ্রকাশিনে। নমোঽস্তু গুরবে তুভ্যং সাধকাভয়দায়িনে॥ অনাচারাচারভাববোধায় ভাবহেতবে। ভাবাভাববিনির্ম্মুক্ত-মুক্তিদাত্রে নমোনমঃ॥ নমোঽস্তু শম্ভবে তুভ্যং দিব্যভাব-প্রকাশিনে। জ্ঞানানন্দস্বরূপায় বিভবায় নমোনমঃ॥ শিবায় শক্তিনাথায় সচ্চিদানন্দরূপিণে। কামরূপায় কামায় কামকেলি-কলাত্মনে॥ কুলপূজোপদেশায় কুলাচারস্বরূপিণে। আরক্ত-নিজতচ্ছক্তিসমভাগবিভূতয়ে। নমস্তেঽস্তু মহেশায় নমস্তেঽস্তু নমোনমঃ॥ ইদং স্তোত্রং পঠেন্নিত্যং সাধকোগুরুদিঙ্মুখঃ। প্রাতরুত্থায় দেবেশি! ততোবিদ্যা প্রসীদতি॥ ইতি কুব্জি-কাতন্ত্রোক্তং গুরু-স্তোত্রং সমাপ্তং।

গুরুকবচ।

দেব্যুবাচ, ভূতনাথ মহাদেব কবচং তস্য মে বদ। গুরুদেবস্য দেবেশ সাক্ষাদ্ব্রহ্মস্বরূপিণঃ॥ অথাতঃ কথয়ামীশে কবচং মোক্ষ-দায়কং। যস্য জ্ঞানং বিনা দেবি ন সিদ্ধির্ন চ সদ্‌গতিঃ॥ ব্রহ্মাদয়োঽপি গিরিজে সর্ব্বত্র যাজিনঃ স্মৃতাঃ। অস্য প্রসাদাৎ সকলা বেদাগমপুরঃসরাঃ॥ কবচস্যাস্য দেবেশি ঋষির্বিষ্ণুরুদা-হৃতঃ। ছন্দোবিরাড়্ দেবতা চ গুরুদেবঃ স্বয়ং শিবঃ॥ চতুর্ব্বর্গ-জ্ঞানমার্গবিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। সহস্রারে মহাপদ্মে কর্পূর-ধবলোগুরুঃ॥ বামোরুস্থিতশক্তির্যঃ সর্ব্বত্র পরিরক্ষতু। পরমা-

খ্যোগুরুঃ পাতু শিরসং মম বল্লভে॥ পরাপবাখ্যো নাসাং মে পরমেষ্ঠী মুখং সদা। কণ্ঠং মম সদা পাতু প্রহ্লাদানন্দ-নাথকঃ॥ বাহূ দ্বৌ শনকানন্দঃ কুমারানন্দনাথকঃ। বশিষ্ঠানন্দ-নাথশ্চ হৃদয়ং পাতু সর্ব্বদা॥ ক্রোধানন্দঃ কটীং পাতু সুখানন্দঃ পদং মম। ধ্যানানন্দশ্চ সর্ব্বাঙ্গং বোধানন্দশ্চ কাননে॥ সর্ব্বত্র গুরবঃ পান্তু সর্ব্বঈশ্বররূপিণঃ। ইতি তে কথিতং ভদ্রে কবচং পরমং শিবে॥ ভক্তিহীনে দুরাচারে দদ্যেতন্মৃত্যুমাপ্নুয়াৎ। অস্যৈব পঠনাদ্দেবি ধারণাৎ শ্রবণাৎ প্রিয়ে। জায়তে মন্ত্রসিদ্ধিশ্চ কিম-ন্যৎ কথয়ামি তে॥ কণ্ঠে বা দক্ষিণে বাহৌ শিখায়াং বীর-বন্দিতে। ধারণান্নাশয়েৎ পাপং গঙ্গায়াং কল্মষং যথা॥ ইদং কবচমজ্ঞাত্বা যদি মন্ত্রং জপেৎ প্রিয়ে। তৎ সর্ব্বং নিষ্ফলং কৃত্বা গুরুর্যাতি সুনিশ্চিতং। শিবে রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন॥

ইতি কঙ্কালমালিনীতন্ত্রে গুরুকবচং সমাপ্তং।

শ্রীগুরু-স্তোত্র।

শ্রীদেব্যুবাচ, স্তুতিঞ্চ কবচং নাথ শ্রোতুমিচ্ছামি সাম্প্রতং। শ্রীগুরোঃ কবচং স্তোত্রং পুরা প্রোক্তং ত্বয়া প্রভো॥ ইদানীং শ্রীগুরোঃ স্তোত্রং কবচং ময়ি কথ্যতাং। সর্ব্ববিজ্ঞানমাত্রেণ পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে। শ্রীশিব উবাচ, শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি স্তোত্রং পরমগোপনং। যস্য শ্রবণমাত্রেণ সংসারান্মুচ্যতে নরঃ॥ নমস্তে দেবদেবেশি নমস্তে হরপূজিতে। ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপায়ৈ তস্যৈ নিত্যং নমোনমঃ। অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া। চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ ভববন্ধনপাশস্য

তারিণী জননী পরা। জ্ঞানদা মোক্ষদা নিত্যা তস্যৈ নিত্যং নমোনমঃ॥ শ্রীনাথবামভাগস্থা সদয়া সুরপূজিতা। সদা বিজ্ঞান-দাত্রী চ তস্যৈ নিত্যং নমোনমঃ॥ সহস্রারে মহাপদ্মে সদানন্দ-স্বরূপিণী। ত্রিগুণাত্মস্বরূপা চ তস্যৈ নিত্যং নমোনমঃ॥ চন্দ্র-সূর্য্যাগ্নিরূপা চ মদাঘূর্ণিতলোচনা। স্বনাথঞ্চ সমালিঙ্গ্য তস্যৈ নিত্যং নমোনমঃ॥ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবত্বাদিজীবমুক্তিপ্রদায়িনী। জ্ঞান-বিজ্ঞানদাত্রী চ তস্যৈ নিত্যং নমো নমঃ॥ ইদং স্তোত্রং মহেশানি যঃ পঠেৎ ভক্তিসংযুতঃ। স সিদ্ধিং লভতে নিত্যং সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥ প্রাতঃকালে পঠেদ্যস্তু গুরুপূজাপুরঃসরং। স এব ধন্যো লোকেষু দেবীপুত্র ইব ক্ষিতৌ॥

ইতি মাতৃকাভেদতন্ত্রে স্ত্রীগুরোঃ স্তোত্রং সমাপ্তং।

স্ত্রীগুরু-কবচ।

স্তোত্রং সমাপ্তং দেবেশি কবচং শৃণু সাদরং। যস্য স্মরণ-মাত্রেণ বাগীশসমতাং ব্রজেৎ॥ স্ত্রীগুরুকবচস্যাস্য সদাশিবঋষিঃ স্মৃতঃ। তবাখ্যা দেবতা খ্যাতা চতুর্ব্বর্গফল প্রদা॥ ক্লীং বীজং চক্ষুষোর্ম্মধ্যে সর্ব্বাঙ্গং মে সদাবতু। ঐং বীজং মে মুখং পাতু হ্রীং জিহ্বাং পরিরক্ষতু॥ শ্রীং বীজং স্কন্ধদেশং মে হ স খ ফ্রেং ভুজদ্বয়ং॥ হকারঃ কণ্ঠদেশং মে সকারঃ ষোড়শং দলং। ক্ষবর্ণ-স্তদধঃ পাতু লকারো হৃদয়ং মম। বকারঃ পৃষ্ঠদেশঞ্চ রকারো দক্ষপার্শ্বকং। যুঙ্কারোবামপার্শ্বঞ্চ সকারোমেরুমেব চ॥ হকা-রোমে দক্ষভুজং ক্ষকারো বামহস্তকং। মকারশ্চাঙ্গুলিং পাতু লকারো মে নখং বতু॥ বকারোমে নিতম্বঞ্চ রকারোজঠরং বতু। যীঙ্কারঃ পাদযুগলং হ্সৌঃ সর্ব্বাঙ্গমেবচ॥ হ্সৌ-

র্লিঙ্গঞ্চ লোমানি কেশঞ্চ পরিরক্ষতু॥ ঐং বীজং পাতু পূর্ব্বে মে হ্রীং বীজং দক্ষিণে বতু॥ শ্রীং বীজং পশ্চিমে পাতু উত্তরে ভূত-সম্ভবং॥ ত্রীং পাতু অগ্নিকোণে চ বেদাখ্যা নৈঋতে বতু॥ দেব্যম্বা পাতু বায়ব্যাং শম্ভৌ শ্রীপাদুকা তথা। পূজয়ামি তথা চোর্দ্ধং নমশ্চাধঃ সদাবতু॥ ইতি তে কথিতং কান্তে কবচং পরমাদ্ভুতং। গুরুমন্ত্রং জপিত্বা তু কবচং প্রপঠেদ্যদি॥ স সিদ্ধঃ সগণঃ সোঽপি শিব এব ন সংশয়ঃ। পূজাকালে পঠেদ্যস্তু কবচং মন্ত্রবিগ্রহং। পূজা ফলং ভবেত্তস্য সত্যং সত্যং সুরেশ্বরি। ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেদ্দেবি স সিদ্ধোনাত্র সংশয়ঃ॥ ভূর্জ্জে বিলিখিতঞ্চৈব স্বর্ণস্থং ধারয়েদ্যদি। তস্য দর্শনমাত্রেণ বাদিনো নিষ্প্রভাং গতাঃ॥ বিবাদে জয়মাপ্নোতি রণে চ নির্ভতেঃ সমঃ। সভায়াং জয় মাপ্নোতি মম তুল্যো ন সংশয়ঃ॥ সহস্রারে ভাবয়ন্ তাং ত্রিসন্ধ্যং প্রপঠেদ্ যদি। স এব সিদ্ধোলোকেষু নির্ব্বাণপদমীয়তে॥ সমস্ত-মঙ্গলং নাম করচং পরমাদ্ভুতং। যস্মৈ কস্মৈ ন দাতব্যং ন প্রকাশ্যং কদাচন। দেয়ং শিষ্যায় শান্তায় চান্যথা পতনং ভবেৎ। অভক্তে-ভ্যশ্চ দেবেশি পুত্রেভ্যোঽপি ন দর্শয়েৎ॥ ইদং কবচমজ্ঞাত্বা দশ-বিদ্যাঞ্চ যোজপেৎ। স নাপ্নোতি ফলং তস্য চান্তে চ নরকং ব্রজেৎ॥ সমাপ্তং কবচং দেবি কি মন্তৎ শ্রোতুমিচ্ছসি। তব স্নেহানুবন্ধেন কিং ময়া ন প্রকাশিতং॥ (১)

ইতি মাতৃকাভেদতন্ত্রে শ্রীগুরুকবচং সমাপ্তং।

এইরূপে স্তব কবচ পাঠ করিয়া কুলকুণ্ডলিনীর পূজা করিবে।

(১) যদি প্রাতঃকালে এই স্তব কবচাদি পাঠ করিতে না পারে, তবে মধ্যাহ্নপূজার পরে পাঠ করিবে।

কুলকুণ্ডলিনী-পূজা।

মূলাধার পদ্মের (১) কর্ণিকার (বীজকোষ) মধ্যস্থিত ত্রিকোণচক্র, তন্মধ্যে অধোমুখ স্বয়ম্ভুলিঙ্গ আছেন। সার্দ্ধ ত্রিবলয়বেষ্টিনী, প্রসুপ্ত সর্পাকৃতি অতিসূক্ষ্মা, দ্বাদশাঙ্গুলি-পরিমিতা, শতকোটি-বিদ্যুতের ন্যায় প্রভাশালিনী, নিজ ইষ্টদেবতা রূপিণী কুলকুণ্ডলিনীশক্তি তাঁহাকে (স্বয়ম্ভুলিঙ্গকে) বেষ্টন করিয়া বিরাজিতা আছেন, (২) "হুঁ" বা "হংসঃ" (৩) এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক মূলাধারের ত্রিকোণস্থ অগ্নি প্রজ্বালন করিয়া

সংক্ষিপ্তষট্‌চক্রাদিবর্ণনা।

(১) মেরুদণ্ডের বামভাগে ঈড়া, দক্ষিণে পিঙ্গলা ও মধ্যে সুষুম্নানাড়ী আছে। এই সুষুম্নানাড়ীর গ্রন্থিবিশেষে যথাক্রমে ষট্‌চক্র বা ষট্‌পদ্ম অবস্থিত,—মূলাধারপদ্ম চতুর্দ্দল রক্তবর্ণ, ইহা মলদ্বারের চারিঅঙ্গুলি উপরে অবস্থিত, স্বাধিষ্ঠানপদ্ম ষড়্‌দল, বিদ্যুতের ন্যায় বর্ণ, ইহা লিঙ্গমূলে অবস্থিত, মণিপুরক পদ্ম দশদল, নীলবর্ণ, ইহা নাভিদেশে অবস্থিত, অনাহতপদ্ম দ্বাদশদল, প্রবালবর্ণ, ইহা হৃদয়দেশে সংস্থিত, বিশুদ্ধপদ্ম ষোড়শদল, ধূম্রবর্ণ ইহা কণ্ঠদেশে অবস্থিত, ভ্রূমধ্যে আজ্ঞাপদ্ম, ইহা দ্বিদল, শ্বেতবর্ণ। এই ষট্‌পদ্মের উপরে ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত আর একটী শুক্লবর্ণ সহস্রদল পদ্ম আছে।

(২) এই স্থানে যে কুলকুণ্ডলিনীর ব্যাখ্যা করা হইল, ইহা সাধারণ চক্ষুর দৃশ্য নহে। ইহা ধ্যানগম্য। ধ্যানযোগে সাধকগণই দেখিতে পান। তাঁহারা অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া যেরূপ উপলব্ধি করেন, তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা বহির্ব্বিচরণশীল প্রাণী, সুতরাং আন্তররাজ্যের কিছুই দেখিতে পারি না, তাই বলিয়া অবিশ্বাস করার কোন কারণ নাই। ভিতরে ডুব দিলেই এই সমস্ত তত্ত্বের উপলব্ধি হইতে পারে, নতুবা যুক্তি তর্কে ইহা বুঝান যায় না।

(৩) এই স্থানে বিষ্ণুপাসকদিগের কিছু বিশেষ আছে,—তাঁহারা "হংসঃ" স্থলে "সোঽহং" এবং পরের 'সোঽহং" স্থলে "হংসঃ" বলিবেন।

কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রৎ করতঃ সুষুম্না নাড়ীর মধ্য দিয়া সহস্র-দল পদ্মবাসী পরমশিবে সংযুক্ত করিবে। পরে তত্রত্য সুধায় আপ্লুত করিয়া সেই সুধা পান করাইয়া "সোঽহং" মন্ত্রে পুনর্ব্বার সুষুম্নাপথে মূলাধারে স্থাপিত করিয়া মনে মনে পূজা করিবে।

কুলকুণ্ডলিনী-ধ্যান।

ধ্যায়েৎ কুণ্ডলিনীং সূক্ষ্মাং মূলাধারনিবাসিনীং।
তামিষ্টদেবতারূপাং সার্দ্ধত্রিবলয়ান্বিতাং।
কোটিসৌদামিনীভাসাং স্বয়ম্ভুলিঙ্গবেষ্টিতাং॥

মনে মনে এই ধ্যানোক্ত আকৃতি (ধ্যানের অর্থ উপরে বর্ণিত হইয়াছে) চিন্তা করিয়া "ঐঁ" মন্ত্রে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও পানার্থ জল অর্পণ করিয়া "ঐঁ" মন্ত্র ১০৮ বার জপ (জপ প্রণালী দেখ) করতঃ ইষ্টদেবতার প্রণাম মন্ত্রে (১) প্রণাম

(১) শক্তিনমস্কার মন্ত্র,—সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে।

বিষ্ণুনমস্কারমন্ত্র,—নমঃ ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ।

কৃষ্ণনমস্কারমন্ত্র—কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে। প্রণতক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমোনমঃ।

শিবনমস্কারমন্ত্র,—বাণেশ্বরায় নরকার্ণবতারণায় জ্ঞানপ্রদায় করুণাময়-সাগরায়। কর্পূরকুন্দধবলেন্দুজটাধরায় দারিদ্র্যদুঃখদহনায় নমঃ শিবায়। নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে। নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর।

গণেশপ্রণামমন্ত্র,—একদন্তং মহাকায়ং লম্বোদরগজাননং। বিঘ্ননাশকরং দেবং হেরম্বং প্রণমাম্যহং॥

করিবে। পরে ঐরূপ গন্ধাদি দ্বারা ইষ্টদেবতার মানস পূজা করিয়া ১০৮ বার মূলমন্ত্র জপ করিবে (জপপ্রণালী দেখ)। অনন্তর জপ বিসর্জ্জন করিয়া (৮ পৃঃ দেখ) নমস্কারমন্ত্রে প্রণাম করিবে। অতঃপর চৌরগণেশের মন্ত্র জপ করিবে।

চৌরগণেশ-মন্ত্র।

হৃদয়দেশে হস্ত রাখিয়া "ক্রৌঁ" মন্ত্র দশবার জপ করিবে, ঐরূপ দক্ষিণচক্ষু, বামচক্ষু, দক্ষিণকর্ণ ও বামকর্ণে "ক্রীঁ ক্রীঁ" মন্ত্র, দক্ষিণনাসিকা ও বামনাসিকায় "হূঁ হূঁ" মন্ত্র, মুখে "ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ" মন্ত্র, নাভিদেশে "ঐঁ হ্লীঁ" মন্ত্র, লিঙ্গদেশে "হ্সৌঃ" মন্ত্র, গুহ্যে "স্ত্রূঁ" মন্ত্র, এবং ভ্রূমধ্যদেশে "হূঁ" মন্ত্র দশ বার করিয়া জপ করিবে। অনন্তর কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রার্থনা করিবে।

প্রার্থনা।

অহং দেবোন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্। সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্তঃ স্বভাববান্। লোকেশ চৈতন্যময়াদিদেব শ্রীকান্ত বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব। প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং সংসারযাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে॥ জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তির্জ্জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ। ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥ প্রাতঃ প্রভৃতি সায়ান্তং সায়াদি প্রাতরন্ততঃ। যৎ করোমি জগন্মাতস্তদস্তু তব পূজনং॥ ত্রৈলোক্যরক্ষাধিময়ে সুরেশি শ্রীপার্ব্বতি ত্বচ্চরণাজ্ঞয়ৈব। প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং সংসারযাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে॥

এই শ্লোক কএকটী পাঠ কবিতে করিতে সকলেই চিন্তা করিবেন যে, "আমি নিত্য সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরমব্রহ্ম, আমার কোন প্রকাব চিত্ত ধর্ম্ম-শোক তাপাদি নাই, আমি সর্ব্বদাই মুক্ত পদার্থ"। এইটি অতি উচ্চভাব, সুতরাং এইরূপ ধারণা হওয়া নিতান্ত দুষ্কর। কিন্তু ভগবানের প্রতি কর্ত্তৃত্ব নির্ভর করা এতদপেক্ষায় সহজ উপায়, সুতরাং সেই ভাবই হৃদয়ে ধারণা করার চেষ্টা করিবে। তাহা এই,—"এ সংসারে আমার কোনই কর্ত্তৃত্ব নাই, তোমার প্রেরণায় সমস্ত কার্য্য করিতেছি, সুতরাং ইহার ফলাফলের নিমিত্ত আমি দায়ী নহি। এইটি (দেহটি) তোমারই ক্রিয়ার যন্ত্র মাত্র, অতএব ইহা দ্বারা ক্রিয়মাণ পদার্থের ফলাফল ভাগীও তুমি"। এইরূপ ভাবিয়া সমস্ত কর্ত্তৃত্ব নিজ ইষ্টদেবের প্রতি সন্ন্যস্ত করিয়া ভৃত্যবৎ সংসারে বিচরণ করিবে। সর্ব্ব শেষোক্ত শ্লোকটি কেবল শাক্তগণই পাঠ করিবেন। এই রূপে প্রার্থনা করিয়া গুরু-পাদুকা পূজা করিবে।

গুরু-পাদুকা-পূজা।

"ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হ স খ ফ্রেঁ হ স ক্ষ ম ল বর যুঁ হ স ক্ষ মলবরয়ীং হে্সৌঃ শ্রীঅমুকানন্দনাথ গুরো শ্রীঅমুকি দেব্যম্ব (১) শ্রীগুরুপাদুকাং পূজয়ামি" এই মন্ত্র স্মরণ করিয়া গুরুকে প্রণাম (৮ পৃঃ মন্ত্র দেখ) করিবে। পরে গুরুপাদুকাস্তোত্র পাঠ করিবে।

---

(১) "অমুকস্থানে" নিজগুরুর নাম, "অমুকি দেবি স্থানে" নিজ ইষ্ট দেবতার নাম করিবে।

গুরু-পাদুকা-স্তোত্র।

ব্রহ্মরন্ধ্রসরসীরুহোদরে নিত্যলগ্নমবদাতমদ্ভুতং। কুণ্ডলীবিবরকাণ্ডমণ্ডিতং দ্বাদশার্ণসরসীরুহং ভজে॥ তস্য কন্দলিতকর্ণিকাপুটে কৢপ্তরেখমকথাদিরেখয়া। কোণলক্ষিতহলক্ষমণ্ডলী ভাবলক্ষমমলালয়ং ভজে॥ তৎ পুটে পটুতড়িৎকড়ারিমস্পর্দ্ধমানমণিপাটলপ্রভং। চিন্তয়ামি হৃদি চিন্ময়ং বপুর্ব্বিন্দুনাদমণিপীঠমণ্ডলং॥ উর্দ্ধমস্য হুতভুক্শিখাসখং তদ্বিলাসপরিবৃংহণাস্পদং। বিশ্বঘস্মরমহোৎসবোৎকটং ব্যামৃষামি যুগমাদিহংসয়োঃ॥ তত্র নাথ চরণারবিন্দয়োঃ কুঙ্কুমাসবঝরীমরন্দয়োঃ। দ্বন্দ্বমিন্দুমকরন্দশীতলং মানসং স্মরতি মঙ্গলাস্পদং॥ নিষক্তমণিপাদুকানিয়মিতাঘকোলাহলং স্ফুরৎকিশলয়ারুণং নখসমুল্লসচ্চন্দ্রকং। পরামৃতসরোবরোদিতসরোজসদ্রোচিষং ভজামি শিরসি স্থিতং গুরুপদারবিন্দদ্বয়ং॥ পাদুকাপঞ্চকস্তোত্রং পঞ্চবক্ত্রাদ্বিনির্গতং। ষড়াম্নায়ফলোপেতং প্রপঞ্চে চাতি দুর্লভং॥ ইতি মাতৃকাভেদতন্ত্রে গুরু-পাদুকা স্তোত্রং সমাপ্তং।

অনন্তর কৃতাঞ্জলি হইয়া "অমুকানন্দনাথং গুরো আজ্ঞাপয় নিত্যকর্ম্মার্থং" এই বলিয়া গুরুর আজ্ঞা প্রার্থনা করতঃ পৃথিবীকে নমস্কার করিবে।

পৃথিবী-নমস্কার।

"সমুদ্রমেখলে দেবি পর্ব্বতস্তনমণ্ডলে। বিষ্ণুপত্নি নমস্তভ্যং পাদস্পর্শং ক্ষমস্ব মে॥" এই মন্ত্রটি পাঠ পূর্ব্বক "প্রিয়দত্তায়ৈ ভুবে নমঃ" এই বলিয়া পৃথিবীকে নমস্কার করতঃ পুরুষ প্রথমে

দক্ষিণপাদ এবং স্ত্রীলোক প্রথমে বামপাদ ভূমিতে নিক্ষেপ পূর্ব্বক গৃহ হইতে বহির্গত হইবেন। অনন্তর যথা সম্ভব, বেদবিৎ ব্রাহ্মণ, সুভগা স্ত্রী, অগ্নি, গো, যজ্ঞকার্য্যব্রতী, ইহাদিগকে দর্শন করিবেন। পাপিষ্ঠ, দুর্ভগা স্ত্রী, মদ্য, উলঙ্গ, ছিন্ন-নাসিক, ইহাদিগকে দর্শন করিতে নাই। প্রাতঃকালে ইহা-দিগের দর্শনে পাপ হয়। এইরূপে গৃহ ত্যাগ করিয়া আচমন করিতে হইবে। কিন্তু কাঁসা, লৌহ, রাঙ্গ, সীসা, এবং পিত্ত-লের পাত্রস্থ জলের দ্বারা আচমন করিতে নাই। তাম্রপাত্রস্থ জলের দ্বারা আচমন করিবে। ফেণ বুদ্বুদাদি রহিত পরিষ্কার জলের দ্বারা আচমন করিতে হইবে। ব্রাহ্মণ, হৃদয়-স্থান পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে পারে আচমনার্থ এই পরিমাণে জল পান করিবেন; ক্ষত্রিয়, কণ্ঠ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে পারে এই পরিমাণ, বৈশ্য, মুখ প্রবেশ পর্য্যন্ত হইতে পারে, এই পরিমাণ এবং স্ত্রীও শূদ্র, মুখ স্পর্শ হইতে পারে এত টুকু জল মুখে দিবেন।

আচমন।

হস্ত পাদ প্রক্ষালন পূর্ব্বক জানুর মধ্যে দক্ষিণহস্ত রাখিয়া উহাকে গোকর্ণের ন্যায় করতঃ একটী মাষকলাই ডুবিতে পারে এইরূপ পরিমাণ জল লইবে। পরে ব্রাহ্মতীর্থ (১) দ্বারা ঐ

করতীর্থ।

(১) অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলির মূলদেশের নাম "ব্রাহ্মতীর্থ," অঙ্গুলীর অগ্রভাগের নাম "দৈবতীর্থ," অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মধ্যভাগের নাম "পিতৃতীর্থ," এবং কনিষ্ঠা ও অনামার মূলদেশের নাম "কায়তীর্থ" বা "প্রাজাপত্য" তীর্থ।

জল পান করিবে (১) এইরূপে তিনবার জল পান করিয়া "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্ ॥১॥ ওঁ অপবিত্রঃ পবিত্রোবা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা। যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং সবাহ্যাভ্যন্তরং শুচিঃ॥ ২॥" ইহা পাঠ করিয়া বিষ্ণু স্মরণ (২) পূর্ব্বক দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠমূলের দ্বারা দক্ষিণ দিক হইতে বাম দিকে দুইবার ওষ্ঠ মার্জ্জন করিয়া, তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামা একত্র করিয়া উহার অগ্রভাগ দ্বারা ওষ্ঠের উপরি ভাগ, ও অধরের অধোভাগ দুইবার স্পর্শ করিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর শিরোভাগ একত্র করিয়া যথাক্রমে নাসিকার দক্ষিণ ও বামরন্ধ্র এক এক বার স্পর্শ করিয়া, দক্ষিণচক্ষু ও বামচক্ষু এক এক বার করিয়া দুইবার স্পর্শ করিয়া ঐরূপ কর্ণদ্বয় দুই বার স্পর্শ করিবে। পরে অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠার অগ্রভাগ সংযুক্ত করিয়া একবার নাভিদেশ ও হস্ততল দ্বারা এক বার বক্ষঃস্থল স্পর্শ করিবে, পরে সমস্ত অঙ্গুলির অগ্রভাগ একত্র করিয়া তদ্দ্বারা মস্তক এবং দক্ষিণ ও বামবাহুর মূলভাগ স্পর্শ করিবে। এই পর্য্যন্ত করিলে একবার আচমন করা হইল। এই প্রকার দুইবার আচমন করিবে। স্ত্রী ও শূদ্র একবার মাত্র করিবেন। এই প্রকারে আচমন করিয়া মল মূত্র পরিত্যাগ করিতে হইবে। যতকাল মল মূত্র পরিত্যক্ত না হয়, তত কাল কোন ক্রিয়ায় অধিকার হয় না, সুতরাং কদাচ বেগ রোধ করিয়া থাকিবে না। বেগরোধ করিলে অত্যুৎকট ব্যাধিও হইতে পারে।

---

(১) স্ত্রী ও শূদ্র অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা জল পান করিবেন।

(২) স্ত্রী, শূদ্র দ্বিতীয় মন্ত্র পাঠ করিয়া মনে মনে বিষ্ণু স্মরণ করিবেন।

মল মূত্র পরিত্যাগের ব্যবস্থা।

বাসস্থানের দেড়শত হস্ত ব্যবহিত নৈঋতকোণে (দক্ষিণ পশ্চিম কোণে) মল মূত্র পরিত্যাগের স্থান নিরূপণ করিবে। মল মূত্র পরিত্যাগের স্থানে অধিককাল বসিয়া থাকিবে না। দিবসে উত্তরমুখ, রাত্রিতে দক্ষিণমুখ এবং দিবা রাত্রির সন্ধিকালে উত্তরমুখ হইয়া বামহস্ত দ্বারা অণ্ডদ্বয় দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া মল মূত্র পরিত্যাগ করিবে। অতিশয় বেগ না হইলে সন্ধিসময়ে মল মূত্র পরিত্যাগ করিতে নাই। যাঁহাদের যজ্ঞোপবীত আছে, তাঁহারা উহা মালার ন্যায় পৃষ্ঠদেশে রাখিয়া, মল মূত্র ত্যাগ করিবেন, আর যদি উত্তরীয়বস্ত্র না থাকে, তবে যজ্ঞোপ-বীত দক্ষিণকর্ণে ধারণ করিয়া করিবেন। মল মূত্র পরিত্যাগ করিয়া বস্ত্র ধৌত কবিবে। ঐ বস্ত্র পরিয়া কোন কার্য্য করিবে না। রাত্রিতে বৃক্ষাদির ছায়াবৃত স্থান, অন্ধকারময় স্থান, এবং চৌর ব্যাঘ্রাদির ভীতিযুক্ত স্থানে পূর্ব্বোক্ত দিক্ নিরূপণের প্রতি লক্ষ্য করিবে না। চন্দ্র, সূর্য্য, জল, বায়ু, গো এবং ব্রাহ্মণের অভিমুখী হইয়া এবং পন্থা, ভস্ম, গোস্থান, চষাভূমি, জল, চিতা, পর্ব্বত, জীর্ণদেবমন্দির, উইভূমি, প্রাণিযুক্তগর্ত্ত এবং নদীতীরে বসিয়া মলাদি ত্যাগ নিষিদ্ধ। গমন কারতে করিতে অথবা দাঁড়াইয়া মল মূত্র পরিত্যাগ করিবে না। জুতা খড়ম ধারণ করিয়া এবং জলশৌচপাত্র হস্ত দ্বারা ধরিয়া রাখিয়া মল মূত্রাদি ত্যাগ নিষিদ্ধ। মলাদি ত্যাগ কালে কথা বলা, হাঁই দেওয়া ও হাঁচি দেওয়া নিষিদ্ধ।

এই প্রণালী অনুসারে মল মূত্র ত্যাগ করিয়া মলদেশে

যদি কিছু মল থাকে, কাষ্ঠ লোষ্ট, অথবা তৃণাদি দ্বারা তাহা আকৃষ্ট করিয়া কটিদেশ হইতে কিছু ঊর্দ্ধে বস্ত্র উৎক্ষিপ্ত করতঃ অণ্ডদ্বয়কে দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া মল ত্যাগের স্থান হইতে উঠিয়া শৌচাদি ক্রিয়া করিবে। দক্ষিণহস্ত দ্বারা শৌচাদি ক্রিয়া করিবে না।

শৌচক্রিয়া।

শাস্ত্রে দুই প্রকার শৌচবিধি নির্দ্দিষ্ট আছে। বাহ্য এবং আভ্যন্তর শৌচ। মৃত্তিকা জলাদি দ্বারা দেহাদি শুদ্ধির নাম বাহ্যশৌচ এবং মানসশুদ্ধির নাম আভ্যন্তর শৌচ। আন্তরশৌচ বাহ্যশৌচ সাপেক্ষ, অতএব যে পর্য্যন্ত মানসশৌচ শিক্ষিত না হয়, তাবৎ যত্ন পূর্ব্বক বাহ্যশৌচ কর্ত্তব্য, তাই এস্থলে বাহ্য-শৌচই উপদিষ্ট হইতেছে।

বাহ্যশৌচ।

মলাদি ত্যাগ করিয়া জল ও মৃত্তিকাদ্বারা শৌচ করিতে হয়। দিবাতে উত্তরমুখ, রাত্রিতে দক্ষিণমুখ, এবং সন্ধিসময়ে উত্তরমুখ হইয়া বাক্যসংযম পূর্ব্বক উহা করিতে হয়।

শৌচ-প্রণালী।

বামহস্তে মৃত্তিকা গ্রহণ পূর্ব্বক লিঙ্গে একবার, মলস্থানে ৩ বার, বামহস্তের মধ্যে ১০ বার, হস্তপৃষ্ঠে ৬ বার এবং তৎপর উভয়হস্তেই ৭ বার করিয়া মৃত্তিকা লেপন করিবে। যদি ইহাতেও দুর্গন্ধি নষ্ট না হয়, তবে যতবার মৃত্তিকা লেপন

করিলে দুর্গন্ধি দূরীভূত হয়, তত বারই মৃত্তিকা লেপন করিতে হইবে। এই প্রকারে মৃত্তিকা লেপন করিয়া জলের দ্বারা উহা নিঃশেষে ধৌত করিয়া ফেলিবে। যদি কখনও জলপাত্রের অভাব বশতঃ জলাশয়ের জলদ্বারা শৌচ করিতে হয়, তবে জলাশয়ের নিতান্ত তীরে না বসিয়া, প্রায় একহস্ত পরিমিত স্থান পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ একটু জলে নামিয়া তত্রত্য জল গ্রহণ পূর্ব্বক জলশৌচ করিবে। এই নিয়মে জল শৌচ করিয়া তৃণাদি দ্বারা নখাভ্যন্তরপ্রবিষ্ট মৃত্তিকাদি আস্তে আস্তে তুলিয়া ফেলিবে। অনন্তর দুই পদেই যথাক্রমে তিনবার করিয়া মৃত্তিকা লেপন পূর্ব্বক ধৌত করিয়া ফেলিবে।

কেবল মূত্র পরিত্যাগ করিলে, লিঙ্গে একবার, বামহস্তে তিনবার, তৎপর হস্তদ্বয়ে দুইবার করিয়া এবং পদদ্বয়ে একবার করিয়া মৃত্তিকা লেপন করতঃ জল দ্বারা উত্তমরূপে উহা বিধৌত করিয়া ফেলিবে।

মৃত্তিকাশৌচের নিমিত্ত উই বা ইন্দুর কর্ত্তৃক উৎখাত, জলমধ্যস্থ, শৌচাবশিষ্ট, গৃহভিত্তির কোন ক্ষুদ্রপ্রাণিযুক্ত, হলদ্বারা উৎখাত, এবং কর্দ্দমযুক্ত মৃত্তিকা গ্রহণ করিবে না।

রাত্রিতে কোন বাধা [illegible] সম্পূর্ণ শৌচক্রিয়ানুষ্ঠানে অশক্ত হইলে এবং পীড়িত ও পথি[illegible] ব্যক্তি যথা নিয়মে শৌচক্রিয়া করিতে অসমর্থ হইলে, যথা সম্ভব শৌচক্রিয়া করিবে। যদি সামর্থ্য থাকে, তবে কদাচ পূর্ব্বোক্ত নিয়ম ভঙ্গ করিবে না। অনুপনীত দ্বিজাতি, স্ত্রী ও শূদ্র দুর্গন্ধি অপনয়ন পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত নিয়মে শৌচ করিবে, ইহাদের পক্ষে শৌচের কোন সংখ্যা

নির্দ্দিষ্ট নাই। এই নিয়ম অনুসারে শৌচক্রিয়া সমাপ্ত করিয়া পাদ ধৌত করিবে।

পাদপ্রক্ষালন-প্রণালী।

প্রথমতঃ পূর্ব্বমুখ হইয়া বসিবে; তৎপর দৈবকার্য্যের জন্য উত্তরমুখ, পৈত্রিক কার্য্যের নিমিত্ত দক্ষিণমুখ, এবং সাধারণ কোন কার্য্যে পশ্চিমমুখ হইয়া পাদ প্রক্ষালন করিবে। কাঁসার পাত্রস্থ জল দ্বারা পাদ প্রক্ষালন এবং কুশের দ্বারা পাদ মার্জ্জন করিবে না। যথোক্ত মুখে বসিয়া "সব্যং পাদমবনেনিজে" এই বলিয়া প্রথম বামপদ এবং "দক্ষিণং পাদমবনেনিজে" বলিয়া দক্ষিণপদ প্রক্ষালন করিবে। যজুর্ব্বেদীয় লোক প্রথম দক্ষিণ এবং পরে বামপদ ঐরূপে ধৌত করিবে। অনন্তর দ্বিজগণ পৃষ্ঠ বা কর্ণলম্বিত যজ্ঞসূত্র যথা স্থানে সংস্থাপিত করিবেন। এই নিয়মে শৌচ সমাপ্তি করিয়া সমস্তবর্ণেরই শিখা বন্ধন করা আবশ্যক।

শিখাবন্ধন।

দ্বিজাতিগণ একবার গায়ত্রী পড়িয়া এবং শূদ্র ও স্ত্রী নিম্নস্থ মন্ত্রটী পড়িয়া আড়াই পাক দিয়া শিখা ও জুটিকা (১) বন্ধন

(১) নাসিকা হইতে প্রাদেশপ্রমাণ মস্তকভাগ পরিত্যাগ করিয়া কেশ ধারণ কর্ত্তব্য অর্থাৎ নাসিকার মূলদেশে বৃদ্ধাঙ্গুলির অগ্রভাগ স্থাপন পূর্ব্বক তর্জ্জনী বিস্তৃত করতঃ তদীয় অগ্রভাগ দ্বারা মস্তকের যতদূর পর্য্যন্ত স্পর্শ করা যায়, ততদূর পর্য্যন্ত ক্ষৌর করিয়া অবশিষ্ট ভাগে কেশ ধারণ করিবে, ঐ কেশের দক্ষিণভাগ শিখা ও বাম ভাগ জুটিকা।

করিবেন। মন্ত্র যথা,—"ব্রহ্মবাণী সহস্রাণি শিববাণী শতানি চ। বিষ্ণোর্নাম সহস্রেণ শিখাবন্ধং করোম্যহং॥

যখন শিখা মোচন করা আবশুক হইবে, তখন সকলেই নিম্নলিখিত মন্ত্রে করিবেন।

শিখামোচন মন্ত্র,—"ওঁ গচ্ছন্তু সকলা দেবা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ। তিষ্ঠত্বত্রাচলা লক্ষ্মীঃ শিখামুক্তং করোম্যহং॥

এই প্রকারে শিখা বন্ধন করিয়া নেত্রদ্বয় প্রক্ষালন পূর্ব্বক দুইবার আচমন (১৮ পৃঃ দেখ) করিয়া পবিত্রভাবে দন্তধাবন করিতে হইবে।

দন্তধাবন।

কতগুলি শাস্ত্রবিহিত কাষ্ঠের দ্বারা দন্ত পরিষ্কার করার নাম দন্তধাবন। দন্তধাবন না করিয়া কোন ক্রিয়াতেই অধিকার হয় না; অতএব সকলেরই ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে দন্তধাবন অবশ্য কর্ত্তব্য। পূর্ব্ব বা উত্তরমুখ হইয়া খাদির, কদম্ব, করঞ্জ,বট, তেঁতুল, বংশ ত্বক্, আম্র, নিম্ব, আপামার্গ, বিল্ব, আকন, এবং ঔডুম্বর, এই সকল কাষ্ঠের অন্যতম কাষ্ঠের দ্বারা দন্তধাবন করিবে। দন্ত-কাষ্ঠ কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগের ন্যায় মোটা ও ত্বক্‌যুক্ত হওয়া চাই। দন্তকাষ্ঠের অগ্রভাগ দলিত করিয়া লইবে। সামবেদীয় লোক আটঅঙ্গুলি, অন্যবেদীয়লোক দ্বাদশঅঙ্গুলি পরিমিত দন্তকাষ্ঠ গ্রহণ করিবে। শ্রাদ্ধ, জন্ম, বিবাহ, ব্রত ও উপবাস দিনে এবং প্রতিপদ্, ষষ্ঠী, নবমী ও পর্ব্বদিনে (১) দন্তধাবন করিবে না।

(১) চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, এবং সংক্রান্তির নাম পর্ব্ব।

এই প্রকার নিয়মে সংযতবাক্ হইয়া দন্তকাষ্ঠ প্রক্ষালন পূর্ব্বক তদ্দ্বারা আস্তে আস্তে দন্তমার্জ্জন করিয়া দন্তকাষ্ঠ প্রক্ষালন পূর্ব্বক পবিত্রস্থানে নিক্ষেপ করিবে। পূর্ব্বোক্ত দন্তকাষ্ঠের অভাব হইলে এবং নিষিদ্ধদিনে দ্বাদশগণ্ডূষ জলের দ্বারা মুখ প্রক্ষালন করিবে। যদি ভক্ষিত কোন দ্রব্য অতিসুশ্লিষ্টরূপে দন্তে লাগিয়া থাকে, অর্থাৎ যাহার কোন আস্বাদ করিতে পাওয়া যায় না, তাদৃশ স্থলে উহা তুলিবার নিমিত্ত, অত্যন্ত প্রয়াস করিবে না। জিহ্বা মার্জ্জন সকল দিনেই করিতে হইবে।

দন্তধাবন-প্রণালী।

অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা দন্তকাষ্ঠ ধরিয়া পূর্ব্ব বা উত্তর মুখ হইয়া নিম্ন লিখিত মন্ত্রদ্বয় পাঠ পূর্ব্বক দন্ত ধাবন করিবে, কিন্তু শূদ্রাদি প্রথম মন্ত্রটী পাঠ না করিয়া দ্বিতীয় মন্ত্রটী পড়িবেন।

ওঁ অন্নাদ্যায় ব্যূহদ্ধং সোমোরাজায় মাগমৎ।
স মে মুখং প্রমার্ক্ষ্যতে যশসা চ ভগেন চ॥ ১॥
আয়ুর্ব্বলং যশোবর্চ্চঃ প্রজাঃ পশুবসূনি চ।
ব্রহ্ম প্রজ্ঞাঞ্চ মেধাঞ্চ ত্বন্নো ধেহি বনস্পতে॥ ২॥

দন্তকাষ্ঠের অভাবে যখন কেবল দ্বাদশগণ্ডূষ জলের দ্বারা মুখ প্রক্ষালন করিবে, তখনও পূর্ব্ব নিয়মে মন্ত্র পাঠ করিবে, কিন্তু নিষিদ্ধদিনে মন্ত্র পাঠ করিবে না। কেবল দ্বাদশগণ্ডূষ জলের দ্বারা মুখ প্রক্ষালন করিবে। এই নিয়মে দন্তধাবন করিয়া স্নান করিতে হইবে।

প্রাতঃস্নান।

অরুণোদয়-কালে অর্থাৎ যখন পূর্ব্বদিক রক্তাভ হইয়া উঠে, তখনই প্রাতঃস্নানের মুখ্যকাল। শাস্ত্রে সাত প্রকার স্নান নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা,—মান্ত্র, ভৌম, আগ্নেয়, বায়ব্য, দিব্য, মানস, এবং বারুণ। "শন্ন আপ" ইত্যাদি মন্ত্র (বৈদিকসন্ধ্যা দেখ) পাঠ পূর্ব্বক মার্জ্জনের নাম মন্ত্রস্নান, ইহা বেদাধিকারীর পক্ষে নির্দ্দিষ্ট। গঙ্গামৃত্তিকা দ্বারা তিলক ধারণ করার নাম ভৌমস্নান, গাত্রে ভস্ম লেপনের নাম আগ্নেয়, গো ক্ষুরসমুত্থিত ধূলি স্পর্শের নাম বায়ব্য, রৌদ্র থাকিতে থাকিতে যে বৃষ্টিপাত হয়, সেই বৃষ্টিজল গাত্রে ধারণ করার নাম দিব্য, বিষ্ণুস্মরণ অর্থাৎ বিষ্ণুর চরণনিঃসৃত-গঙ্গাজলে স্নান করিতেছি, এইরূপ চিন্তা করার নাম মানস, এবং জলে অবগাহন পূর্ব্বক স্নান করার নাম বারুণ স্নান। এই বারুণই মুখ্যস্নান। যদি সম্পূর্ণ-রূপে অবগাহন-করিয়া স্নান করিতে অশক্ত হয়, তবে গলদেশ পর্য্যন্ত ধৌত অথবা আর্দ্রবস্ত্রের দ্বারা গাত্র মার্জ্জন করিবে। অবগাহন-স্নানের বিস্তৃতপ্রণালী নিম্নে লিখিতেছি।—

অবগাহন-স্নানবিধি।

স্রোতোজলে স্রোতোঽভিমুখে এবং স্রোতোহীন জলে সূর্য্যা-ভিমুখে নাভিজলে দাঁড়াইয়া মুখ, নাসিকা, চক্ষু, ও কর্ণ হস্তদ্বয় দ্বারা আবৃত করিয়া একবার ডুব দিবে, পরে নিম্ন লিখিত মন্ত্রাদি পাঠ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার ডুব দিবে। জলাশয় অন্যের কৃত হইলে, "উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ পঙ্ক ত্বং ত্যজ পুণ্যং পরস্য চ। পাপানি বিলয়ং যান্তু শান্তিং দেহি সদা মম॥" এই মন্ত্রটি একবার পাঠ করিয়া জলা-

শয় হইতে তিন বা পাঁচ দলা মৃত্তিকা তীরে ফেলিয়া দিয়া স্নান করিবে।

স্নানের মন্ত্রাদি যথা,—প্রথমে আচমন করতঃ কৃতাঞ্জলি হইয়া "ওঁ কুরুক্ষেত্রং গয়াগঙ্গাপ্রভাসপুষ্করাণি চ। তীর্থান্যেতানি পুণ্যানি স্নানকালে ভবন্ত্বিহ॥" এই মন্ত্রটি পাঠ করিয়া দক্ষিণ-হস্তে একটু জল লইয়া "বিষ্ণুরোম্ তৎ সদদ্য (স্ত্রী ও শূদ্র "বিষ্ণুর্নমোঽদ্য" বলিবে) অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক-তিথৌ অমুকগোত্রঃ (স্ত্রী "অমুকগোত্রা" বলিবে) শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা (শূদ্র "অমুক দাসঃ" শূদ্রা "অমুকী দাসী" ব্রাহ্মণ-স্ত্রী "অমুকী দেবী" বলিবে) বিষ্ণুপ্রীতিকামঃ (স্ত্রীলোক "কামা" বলিবে) অস্মিন্ জলে (১) স্নানমহং করিষ্যে" এইরূপ সংকল্প করিয়া (২) সম্মুখে চতুর্দ্দিকে এক এক হস্ত করিয়া চার হস্ত মাপিয়া একটি চতুষ্কোণ স্থান করিবে। পরে অঙ্কুশ মুদ্রা (৩) করিয়া তর্জ্জনীর অগ্রভাগ দ্বারা ঐ চতুষ্কোণ স্থানের জল আলোড়ন করতঃ নিম্ন লিখিত মন্ত্রে সমস্ত তীর্থের আবাহন করিয়া ঐ স্থানে আগমন চিন্তা করিবে।

---

(১) দীক্ষিত লোক বিষ্ণু প্রীতিকামনা করিয়া স্নান করতঃ পুনর্ব্বার নিজ ইষ্টদেবের প্রীতিকামনা করিয়া স্নান করিবে। যেমন "কালীপ্রীতি-কামঃ" ইত্যাদি। যদি গঙ্গায় স্নান করে, তবে "অস্মিন্ জলে" এই স্থানে "অস্যাং গঙ্গায়াং" বলিবে। অন্যতীর্থ হইলে তত্তৎ নাম উল্লেখ করিবে।

(২) স্ত্রী ও শূদ্র স্নানের সংকল্পব্যতীত অন্য কোন মন্ত্র স্বয়ং পাঠ করিবে না। স্নানাঙ্গ মন্ত্র ব্রাহ্মণের দ্বারা পাঠ করাইয়া মন্ত্র পাঠ সমাপ্তি পর্য্যন্ত নিজে "নমো নমঃ" বলিবে।

(৩) অঙ্কুশ মুদ্রা,—দক্ষিণ হস্ত উবুড় করিয়া উহার মধ্যমা অঙ্গুলিকে

তীর্থাবাহন মন্ত্র,—"ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥" এই বলিয়া তীর্থাবাহন করিয়া কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক নিম্ন মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা,—

"ওঁ বিষ্ণুপাদপ্রসূতাসি বৈষ্ণবী বিষ্ণুপূজিতা। পাহি নস্তেনসস্তস্মাদাজন্মমরণান্তিকাৎ। তিস্রঃ কোট্যর্দ্ধকোটী চ তীর্থানাং বায়ুরব্রবীৎ। দিবি ভুব্যন্তরীক্ষে চ তানি তে সন্তু জাহ্নবি। নন্দিনীত্যেব তে নাম দেবেষু নলিনীতি চ। বৃন্দা পৃথ্বী চ সুভগা বিশ্বকায়া শিবামৃতা। বিদ্যাধরী সুপ্রসন্না তথা লোকপ্রসাধিনী। ক্ষমা চ জাহ্নবী চৈব শান্তা শান্তিপ্রদায়িনী। এতানি পুণ্যনামানি স্নানকালে চ যঃ পঠেৎ। ভবেৎ সন্নিহিতা তত্র গঙ্গা ত্রিপথগামিনী। ভাগীরথী ভোগবতী জাহ্নবী ত্রিদশেশ্বরী। ত্বয়ি স্নানং করোম্যদ্য পাপং মে হর জাহ্নবি॥"

এইরূপে প্রার্থনা করিয়া "ওঁ নমোনারায়ণায় নমঃ" এই বলিয়া দুই হস্তের অগ্রভাগ সংযুক্ত করতঃ তদ্দ্বারা মস্তকে তিন বার জল সিঞ্চন করিয়া নিম্নস্থ মন্ত্রে সমস্ত গাত্রে মৃত্তিকা (১) লেপন কবিবে।

মন্ত্র যথা,—"ওঁ অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরে। মৃত্তিকে হর মে পাপং যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতং। উদ্ধৃতাসি-বরাহেণ

সিধা করতঃ তর্জ্জনীঅঙ্গুলির মধ্যপর্ব্ব পর্য্যন্ত উহাতে সংলগ্ন করিয়া তর্জ্জনীর অগ্রভাগ কিঞ্চিৎ বাঁকা করিবে, ইহার নাম অঙ্কুশমুদ্রা।

(১) বল্মীক বা ইন্দুর কর্ত্তৃক উৎপাত, জলমধ্যস্থ, শ্মশানস্থ, বৃক্ষমূলস্থ, মন্দাগৃহ-স্থিত এবং অন্যের স্নানাবশিষ্ট মৃত্তিকা লেপন করিবে না।

কৃষ্ণেণ শতবাহুনা। আরুহ্ মম গাত্রাণি সর্ব্বং পাপং প্রমোচয়" ॥ এই মন্ত্র পাঠ সমাপ্ত করিয়া স্নান করিবে।

গঙ্গাপ্রভৃতি তীর্থ এবং কোন যোগ বিশেষে যে প্রণালী অনুসারে স্নান করিতে হয়, তাহা ক্রমশঃ লিখিত হইতেছে। ইহা যদিও নিত্য কর্ম্মের অন্তর্গত নহে, তথাপি অত্যাবশ্যকীয় বলিয়া এখানে লিখিত হইল। গঙ্গাদি তীর্থ এবং কোন যোগ বিশেষে স্নান করিলে, প্রথমে পূর্ব্ব লিখিত অবগাহন-স্নানবিধি সমস্ত টুকু অনুষ্ঠান করিয়া নিম্ন লিখিত বিশেষ বিশেষ মন্ত্র ও প্রণালীর অনুসরণ করিতে হইবে, ইহা যেন সর্ব্বত্রই মনে থাকে।

গঙ্গাস্নান। (১)

গঙ্গাতীরে গমন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া "গঙ্গে দেবি জগন্মাতঃ পাদাভ্যাং সলিলং তব। স্পৃশামীত্যপরাধং মে প্রসন্না ক্ষন্তুমর্হসি ॥ স্বর্গারোহণসোপানং ত্বদীয়মুদকং শুভে। অতঃ স্পৃশামি পাদাভ্যাং গঙ্গে দেবি নমোঽস্তু তে ॥" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া (স্ত্রী ও শূদ্র এই মন্ত্র পাঠ করিতে পারিবে) নিজের পাদস্পর্শ জনিত অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া স্নানবিধি অনুসারে স্নানাঙ্গ অন্য সমস্ত মন্ত্রাদি পাঠ করতঃ নিম্ন লিখিত বিশেষ বিশেষ মন্ত্র পাঠ করিয়া স্নান করিবে। "ওঁ বিষ্ণুপাদার্ঘ্যসম্ভূতে-

(১) শৌচ, আহারান্তে মুখ প্রক্ষালন, নির্ম্মাল্য ক্ষেপণ, কেশাদি দৈহিক মলত্যাগ, জলক্রীড়া, প্রতিগ্রহ, অন্যতীর্থ প্রশংসা, বস্ত্রত্যাগ, বস্ত্রের দ্বারা জলোপরি আঘাত, এবং ইতস্ততঃ অনর্থকমর্দ্দন, এই সকল কার্য্য গঙ্গাদি তীর্থে করিতে নাই।

গঙ্গে ত্রিপথগামিনি। ধর্ম্মদ্রবীতি বিখ্যাতে পাপং মে হর জাহ্নবি॥ শ্রদ্ধয়া ভক্তিসম্পন্নে শ্রীমাতর্দ্দেবি জাহ্নবি। অমৃতেনাম্বুনা দেবি ভাগীরথি পুনীহি মাং॥” এই বলিয়া স্নান করতঃ “ওঁ সদ্যঃ পাতকসংহন্ত্রী সদ্যোদুঃখবিনাশিনী। সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গৈব পরমা গতিঃ”॥ এইমন্ত্র পড়িয়া গঙ্গাকে প্রণাম করিবে। (এই প্রণাম মন্ত্র স্ত্রী ও শূদ্র পাঠ করিতে পারিবেন)। এইরূপে স্নান করিয়া নিম্ন লিখিত স্তব পাঠ করিবে।

গঙ্গা-স্তব।

দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে ত্রিভুবনতারিণি তরলতরঙ্গে। শঙ্করমৌলিনিবাসিনি বিমলে মম মতিরাস্তাং তব পদকমলে॥ ভাগীরথি সুখদায়িনি মাতস্তব জল মহিমা নিগমে খ্যাতঃ। নাহং জানে তব মহিমানং ত্রাহি কৃপাময়ি মামজ্ঞানং॥ হরিপদপদ্ম-তরঙ্গিণি গঙ্গে হিমবিধুমুক্তা-ধবলতরঙ্গে। দূরীকুরু মম দুষ্কৃতিভারং কুরু কৃপয়া ভবসাগরপারং॥ তব জল মমলং যেন নিপীতং পরমপদং খলু তেন গৃহীতং। মাতর্গঙ্গে ত্বয়ি যোভক্তঃ কিল তং দ্রষ্টুং ন যমঃ শক্তঃ॥ পতিতোদ্ধারিণি জাহ্নবি গঙ্গে খণ্ডিতগিরিবরমণ্ডিতভঙ্গে। ভীষ্মজননি মুনিবরকন্যে পতিত-নিবারিণি ত্রিভুবনধন্যে॥ কল্পলতামিব ফলদাং লোকে প্রণমতি যস্ত্বাং ন পততি শোকে। পারাবারবিহারিণি মাতর্গঙ্গে বিমুখ-বনিতাকৃততরলাপাঙ্গে॥ তব কৃপয়া চেৎ স্রোতঃস্নাতঃ পুনরপি জঠরে সোঽপি ন জাতঃ। নরকনিবারিণি জাহ্নবি গঙ্গে কলুষ-বিনাশিনি মহিমোত্তুঙ্গে॥ পুনরসদঙ্গে পুণ্যতরঙ্গে জয় জয় জাহ্নবি করুণাপাঙ্গে। ইন্দ্রমুকুটমণি-রাজিতচরণে সুখদে শুভদে সেবক-

শরণে॥ রোগং শোকং পাপং তাপং হর মে ভগবতি কুমতি-কলাপং। ত্রিভুবনসারে বসুধাহারে ত্বমসি গতির্ম্মম খলু সংসারে॥ অলকানন্দে পরমানন্দে কুরু ময়ি করুণাং কাতরবন্দ্যে। তব তট নিকটে যস্ত নিবাসঃ খলু বৈকুণ্ঠে তস্য নিবাসঃ॥ বরমিহ নীরে কমঠোমীনঃ কিম্বা তীরে শরটঃ ক্ষীণঃ। অথবা গব্যূতি-শ্বপচোদীনস্তব দূরে ন নৃপতিঃ কুলীনঃ॥ ভো ভুবনেশ্বরি পুণ্যে ধন্যে দেবি দ্রবময়ি মুনিবরকন্যে। গঙ্গাস্তবমিদমমলং নিত্যং পঠতি নরোযঃ স জয়তি সত্যং॥ যেষাং হৃদয়ে সদা গঙ্গাভক্তি-স্তেষাং ভবতি সদা সুখমুক্তিঃ। মধুরকান্তাপজ্ঝটিকাভিঃ পরমানন্দকলিতললিতাভিঃ॥ গঙ্গাস্তবমিদমিহ ভবসারং বাঞ্ছিত-ফলদং বিহিতামলসারং। শঙ্করসেবকশঙ্কররচিতং পঠতি বিষয়ী স্তব ইতি চ সমাপ্তং॥

ইতি শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যকৃতগঙ্গাস্তবঃ সমাপ্তঃ।

এই স্তব স্ত্রী, শূদ্রাদি সকলেই পাঠ করিতে পারিবেন)।

মাঘমাসীয়-প্রাতঃস্নান।

স্নানবিধি অনুসারে যাবতীয় মন্ত্রাদি পাঠ করিয়া পরে,—"ওঁ মাঘমাসমিমং পুণ্যং স্নাম্যহং দেব মাধব। তীর্থস্যাস্য জলে নিত্যং প্রসীদ ভগবন্ হরে॥ দুঃখদারিদ্রনাশায় শ্রীবিষ্ণোস্তোষণায় চ। প্রাতঃস্নানং করোম্যদ্য মাঘে পাপবিনাশনং॥ মকরস্থে রবৌ মাঘে গোবিন্দাচ্যুত মাধব। স্নানেনানেন মে দেব যথোক্ত-ফলদোভব॥ ওঁ দিবাকর জগন্নাথ প্রভাকর নমোঽস্তু তে। পরিপূর্ণং কুরুষেদং মাঘস্নানং মহাব্রতং॥" এই সমস্ত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক স্নান করিবে।

কার্ত্তিকমাসীয়-প্রাতঃস্নান-মন্ত্র।

স্নানবিধি অনুসারে যাবতীয় মন্ত্রাদি পাঠ পূর্ব্বক নিম্ন লিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া স্নান করিবে।

মন্ত্র যথা,—"ওঁ কার্ত্তিকেঽহং করিষ্যামি প্রাতঃস্নানং জনার্দ্দন। প্রীত্যর্থং তব দেবেশ দামোদর ময়া সহ॥

মাকরী-সপ্তমী-স্নান।

সংকল্প যথা,—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য মাঘে মাসি শুক্লে পক্ষে মাকরীসপ্তম্যাং তিথৌ অরুণোদয়বেলায়াং অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা বহুশতসূর্য্যগ্রহণকালীন-গঙ্গাস্নানজন্যফলসমফলপ্রাপ্তিকামঃ অস্মিন্ জলে স্নানমহং করিষ্যে" এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া সাতটী আকনপাতা ও সাতটী কুলপাতা মস্তকে রাখিয়া নিম্ন লিখিত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক স্নান করিবে।

মন্ত্র যথা,—"ওঁ যদ্‌যৎ জন্মকৃতং পাপং ময়া সপ্তসু জন্মসু। তন্মে রোকঞ্চ শোকঞ্চ মাকরী হন্তু সপ্তমী॥"

অনন্তর সাতটী, আকনপাতা, কুলপাতা, সাতটী কুল, দূর্ব্বা, রক্তজবা এবং আতপ তণ্ডুল একত্র করিয়া তাম্রপাত্রে একটী অর্ঘ্য সাজাইয়া,—

"ওঁ নমোবিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে। জগৎসবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে ইদমর্ঘ্যং (সামবেদীয়েরা এইরূপ বলিলেন। যজুর্ব্বেদীয় প্রভৃতির এষোঽর্ঘঃ বলিতে হইবে।) শ্রীসূর্য্যায় নমঃ"॥ এই মন্ত্র পাঠ করিয়া সূর্য্যোদ্দেশে ঐ অর্ঘ্য প্রদান করিবে এবং "ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং। ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরং"॥ এই মন্ত্র পাঠ

পূর্ব্বক সূর্য্যদেবকে নমস্কার পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া নিম্নস্থ মন্ত্রদ্বয় পাঠ করিবে।

মন্ত্র যথা,—"ওঁ জননী সর্ব্বভূতানাং সপ্তমি সপ্তসপ্তিকে। সপ্তব্যাহৃতিকে দেবি নমস্তে রবিমণ্ডলে॥ ওঁ সপ্তসপ্তিবহ প্রীত সপ্তলোকপ্রদীপন। সপ্তম্যাং হি নমস্তুভ্যং নমোঽনন্তায় বেধসে॥"

গ্রহণস্নান। (১)

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক-তিথৌ রাহুগ্রস্তনিশাকরে (সূর্য্যগ্রহণ হইলে, "রাহুগ্রস্তদিবা-করে" বলিবে) অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা গঙ্গাস্নানজন্য-ফলসমফল-প্রাপ্তিকামঃ (২) অস্মিন্ জলে স্নানমহং করিষ্যে" এই প্রকার সঙ্কল্প করিয়া স্নানবিধি অনুসারে স্নান করিবে।

---

(১) গ্রহণ ও মুক্তিকালীন স্নান পুষ্করিণ্যাদিতেও করিবে। নিজের রাশি অনুসারে গ্রহণ দেখিতে যদি নিষেধ থাকে, তবে গ্রহণ স্নান করিবে না, কিন্তু গ্রহণ মুক্তির নির্দ্দিষ্ট সময়ে মুক্তি স্নান অবশ্য কর্ত্তব্য।

(২) চন্দ্রগ্রহণ কালে গঙ্গায় স্নান করিলে "কোটিগুণগঙ্গাস্নানজন্যফল-সমফল-প্রাপ্তিকামঃ" আর সূর্য্যগ্রহণ কালে "দশকোটিগুণগঙ্গাস্নানজন্যফল-সমফল-প্রাপ্তিকামঃ" বলিবে। সূর্য্যগ্রহণের পূর্ব্ব চারি প্রহর এবং চন্দ্রগ্রহণের পূর্ব্ব তিনপ্রহরের মধ্যে ভোজন করিবে না। গ্রস্তোদয়-চন্দ্রগ্রহণের পূর্ব্বে দিবা ভোজন করিবে না। বালক, বৃদ্ধ ও রোগী তিনমুহূর্ত্ত ত্যাগ করিয়া ভোজন করিতে পারে। গ্রস্তাস্ত-চন্দ্রগ্রহণ হইলে গ্রহণ দর্শিয়া পরদিন সূর্য্যোদয় হইলে স্নান করিয়া যথা সময়ে আহার করিবে। গ্রস্তাস্ত ও গ্রস্তোদয় পঞ্জিকা দেখিয়া জানিবেন।

পরে গ্রহণ মুক্ত হইলে, অমন্ত্রক আর একবার স্নান করিয়া কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক নিম্নের মন্ত্রটী পাঠ করিবে।

"ওঁ উত্তিষ্ঠ গম্যতাং রাহো ত্যজ্যতাং চন্দ্রসঙ্গমঃ।

কর্ম্মচাণ্ডালযোগোত্থং কুরু পাপক্ষয়ং মম॥"

সূর্য্যগ্রহণ হইলে উক্ত মন্ত্রের "চন্দ্রসঙ্গমঃ" স্থলে "সূর্য্যসঙ্গমঃ" বলিবে।

ব্রহ্মপুত্র-স্নান।

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক-তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা সর্ব্বপাপক্ষয়পূর্ব্বকসর্ব্বতীর্থ-স্নানজন্য ফল-সমফলপ্রাপ্তিকামঃ ব্রহ্মপুত্রনদে স্নানমহং করিষ্যে।" এইপ্রকার সঙ্কল্প করিয়া স্নানবিধি-কথিত মন্ত্রাদি পাঠ পূর্ব্বক নিম্নস্থ মন্ত্রটী পাঠ করিয়া স্নান করিবে।

মন্ত্র যথা,—ওঁ ব্রহ্মপুত্র, মহাভাগ শান্তনোঃ কুলনন্দন।
অমোঘাগর্ভসম্ভূত পাপং লৌহিত্য মে হর॥

গঙ্গাসাগর-স্নান।

"বিষ্ণুরোম্ তৎ-সদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক-তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা বিষ্ণুপ্রীতিকামঃ গঙ্গা-সাগরসঙ্গমে স্নানমহং করিষ্যে।" এই বলিয়া সঙ্কল্প করিয়া স্নান-বিধি অনুসারে স্নান করিয়া কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক নিম্নস্থ মন্ত্রটী পড়িবে।

মন্ত্র যথা,—"ত্বং দেব সরিতাং নাথ ত্বং দেবি সরিতাং বরে।
উভয়োঃ সঙ্গমে স্নাত্বা মুঞ্চামি দুরিতানি বৈ॥"

দশহরা-স্নান।

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য জ্যৈষ্ঠে মাসি শুক্লে পক্ষে দশম্যাং তিথৌ 'অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা দশবিধপাপক্ষয়কামঃ গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে।" দশহরা দিনে যদি হস্তানক্ষত্র হয়, তবে "হস্তানক্ষত্রযুক্তদশম্যাং তিথৌ দশজন্মার্জ্জিত-দশবিধপাপ-ক্ষয়কামঃ" বলিবে। আর যদি ঐ দিন মঙ্গলবার ও হস্তানক্ষত্র হয়, তবে "কুজবারাধিকরণক-হস্তানক্ষত্রযুক্তদশম্যাংতিথৌ দশ-জন্মার্জ্জিত দশবিধপাপক্ষয়শতগুণ-বাজিমেধাযুতজন্য পুণ্যসম-পুণ্য-প্রাপ্তিকামঃ" বলিয়া সঙ্কল্প করতঃ নিম্নস্থ মন্ত্র পাঠ করিবে।

মন্ত্র যথা,—"ওঁ অদত্তানামুপাদানং হিংসা চৈবাবিধানতঃ। পরদারোপসেবা চ কায়িকং ত্রিবিধং স্মৃতং॥ পারুষ্যমনৃত-ঞ্চৈব পৈশুন্যঞ্চাপি সর্ব্বশঃ অসম্বদ্ধপ্রলাপশ্চ বাঙ্ময়ংস্যাৎ চতু-র্ব্বিধং॥ পরদ্রব্যেষভিধ্যানং মনসানিষ্টচিন্তনং। বিতথাভিনিবেশশ্চ ত্রিবিধং কর্ম্ম মানসং। এতানি দশ পাপানি প্রশমং যান্তু জাহ্নবি। স্নাতস্য মম তে দেবি জলে বিষ্ণুপদোদ্ভবে।।" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া গঙ্গাস্নানোক্ত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক স্নান করিবে। পরে গঙ্গাকে প্রণাম (৩০ পৃঃ—৪ পঙ্‌ক্তি দেখ) করিবে।

বারুণী-স্নান।

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য চৈত্রে মাসি কৃষ্ণে পক্ষে শতভিষা-নক্ষত্রযুক্ত-ত্রয়োদশ্যাং তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা বহু-শতসূর্য্যগ্রহণ-কালীনগঙ্গাস্নান-জন্যফলসমফলপ্রাপ্তিকামঃ গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে" এইরূপ সঙ্কল্প করিবে। ঐ দিন শনিবার হইলে "শনিবারাধিকরণক-শতভিষানক্ষত্রযুক্ত-ত্রয়োদশ্যাং তিথৌ

মহাবারুণ্যাং অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা বহুকোটি-সূর্য্য-গ্রহণকালীন-গঙ্গাস্নানজন্য-ফলসমফল-প্রাপ্তিকামঃ” আর যদি ঐ দিন শনিবার শতভিষা নক্ষত্র ও শুভযোগ হয়, তবে “শনি-বারাধিকরণক শুভযোগ-শতভিষানক্ষত্রযুক্ত-ত্রয়োদশ্যাং তিথৌ মহা-মহাবারুণ্যাং অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা ত্রিকোটি-কুলোদ্ধরণকামঃ” এইরূপ বলিবে। এইরূপে সঙ্কল্প করিয়া স্নানবিধি ও গঙ্গা স্নানবিধি অনুসারে স্নান করিবে।

নন্দা (১) স্নান।

“ওঁ তৎ সদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা সপ্তজন্মাবচ্ছিন্ন-পতিতান্নভক্ষণ-পতিত সংসর্গকৃতপাপ পঞ্চমহাপাতকানির্ব্বচনীয়-পাপক্ষয়রজস্বলা-স্পৃষ্টান্নভোজন সততাসত্যভাষণ-স্বর্ণমণিরত্নাপহরণ-সামান্যসকলব-স্ত্বপহরণ সখিবধমিত্রহিংসাদিজনিত-মহারৌরবাদানবরতযমকিঙ্কর-তাড়ন-নিবারণাজন্মবাল্যযৌবনবার্দ্ধক্যদশাপাপক্ষয়-ব্রহ্মলোকাধি-করণক-পরমহংসদর্শনপূর্ব্বক-বাসাধীতচতুর্ব্বেদব্রাহ্মণসম্প্রদানকক-পিলাধেনুলক্ষদানজন্য-ফল-শ্রীমন্নারায়ণ-দক্ষিণভুজবাস-তদুত্তর-মর্ত্ত্য-লোকীয়-জন্মগুণাশ্রয়ত্ব-সর্ব্বসুখভোগ-যশঃপ্রাপ্তিকামঃ গঙ্গায়াং নন্দায়াং স্নানমহং করিষ্যে” এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া স্নানবিধি ও গঙ্গা স্নানবিধি অনুসারে স্নান করিবে। এই নিয়মে যথাকালে স্নান করিয়া বস্ত্র পরিধান করিবে।

---

(১) প্রত্যেক মাসের প্রত্যেক পক্ষের প্রতিপদ, একাদশী এবং ষষ্ঠীর নাম “নন্দা তিথি”। এই তিথিত্রয়ের এক এক তিথিতে গঙ্গাস্নান মহাফলপ্রদ। ফলের বর্ণনা মূলে সঙ্কল্প পড়িয়া দেখুন।

বস্ত্র-পরিধান।

স্নানান্তে উত্তমরূপে মস্তক ও গাত্র মুছিয়া ফেলিয়া কেশের জল অপনয়নার্থ মস্তকে অতিপরিষ্কার উষ্ণীষ বন্ধন করিবে। পরে ধৌত ও পরিষ্কৃত বস্ত্র পরিধান করিবে। ছিন্ন, মলিন, দগ্ধ, কীট বা মূষিক দ্বারা ছিদ্রীকৃত, শীর্ণ, দশাহীন, সিলাই করা, নীলবর্ণ, রক্তবর্ণ, কাষায়, রজকগৃহাগত, পরকীয়, অক্ষালিত এবং কটিনিঃসৃত (ছাড়া) বস্ত্র পরিধান করিবে না। রজকগৃহাগত বস্ত্র সুন্দররূপে ধৌত করিয়া পরিধান করিবে। পরিহিতবস্ত্র জানুর নিম্নদেশ পর্য্যন্ত পতিত হওয়া আবশ্যক। ধৌতবস্ত্রের অভাবে শণসূত্র-নির্ম্মিত, রেশমি, মেষলোমজ, এবং ছাগলোমজ বস্ত্র পরিধান করিয়া পূজাদি কার্য্য করিতে পারে; কিন্তু এই সকল বস্ত্রও অন্ন আহারের পর ছাড়িয়া রাখিলে ধৌত না করিয়া উহা পরিধান করতঃ পূজাদি কার্য্য করিতে পারে না। কাষায় ও রক্তবস্ত্র পরিয়া তান্ত্রিককার্য্য করিতে পারে। এই নিয়মে বস্ত্র নির্দ্দিষ্ট করিয়া দ্বিজাতিগণ প্রণব (ওঁ) বা ইষ্টমন্ত্র পড়িয়া এবং দীক্ষিত শূদ্রাদি ইষ্টমন্ত্র পড়িয়া ত্রিকচ্ছ করিয়া বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক যজ্ঞোপবীতের ন্যায় উত্তরীয় ধারণ করিবেন। যাঁহাদের যজ্ঞোপবীত স্কন্ধদেশে থাকে, তাহারা পৃথক্ উত্তরীয় ধারণ না করিলেও চলিতে পারে।

এই নিয়মে বস্ত্র পরিধান করিয়া স্নানবস্ত্রে তিনবার মৃত্তিকা দিয়া প্রথমে পূর্ব্ব বা উত্তরদিকে বস্ত্রের দশাগ্র বিস্তার করিয়া হস্তদ্বারা উত্তমরূপ প্রক্ষালন করতঃ পুনর্ব্বার পশ্চিম বা দক্ষিণ দিকে উক্ত দশাগ্র প্রসারণ করিয়া উত্তমরূপে ধৌত করিবে।

স্বয়ং অথবা পুত্র, স্ত্রী, মিত্র, বান্ধব, জ্ঞাতি এবং দাসবর্গ বস্ত্র ধৌত করিবে। অতঃপর তিলক ধারণ করিবে, তিলক ধারণ না করিয়া কোন বৈধকার্য্য করিতে নাই।

তিলক।

পূর্ব্ব বা উত্তরমুখ হইয়া তিলক ধারণ করিবে। ব্রাহ্মণ নাসিকামূল হইতে কেশ পর্য্যন্ত সচ্ছিদ্র ঊর্দ্ধপুণ্ড্র, ক্ষত্রিয় ত্রিপুণ্ড্র, বৈশ্য অর্দ্ধচন্দ্রাকার, এবং শূদ্র বর্ত্তুলাকার তিলক করিবে।

তিলক-দ্রব্য।

বিল্ব (মতান্তরে নিষিদ্ধ) তুলসী, পদ্ম, তমাল, নিম্ব, রক্তচন্দন, চন্দন, এবং যজ্ঞীয়কাষ্ঠ ঘসিয়া তিলক করিবে, অথবা মৃত্তিকা, গোপীচন্দন, রোচনা, কুঙ্কুম ও গোময়দ্বারা তিলক করিবে। এই সকল দ্রব্যের অভাবে জলদ্বারা তিলক করিবে।

তিলকধারণ-স্থান।

ললাট, মস্তক, হৃদয়, কণ্ঠ, কর্ণদ্বয়, বাহুমূলদ্বয়, নাভি, পৃষ্ঠ, পার্শ্বদ্বয় ও মস্তকমধ্যে তিলক করিবে। পিতা জীবিত থাকিলে কেবল ললাটেই তিলক করিতে হইবে।

ধারণমন্ত্র।

"কেশবানন্দ গোবিন্দ বরাহ পুরুষোত্তম। পুণ্যং যশস্যমায়ুষ্যং তিলকং মে প্রসীদতু॥" এই মন্ত্র পড়িয়া তিলক করিবে। যদি চন্দনদ্বারা তিলক করে তবে "কান্তিং লক্ষ্মীং ধৃতিং সৌম্যং সৌভাগ্যমতুলং মম। দদাতু চন্দনং নিত্যং সততং ধারয়াম্যহং॥" এই মন্ত্র পড়িয়া তিলক করিবে।

শক্তিপূজা-বিষয়ে তিলক।

ললাটে রক্তচন্দন, কুঙ্কুম বা চন্দনদ্বারা অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি তিনটী রেখা করিয়া তন্মধ্যে সিন্দুর-বিন্দু দিবে। এই তিলক ইষ্টমন্ত্র পড়িয়া করিতে হয় এবং তিলকদ্রব্য গুলিকে ইষ্টদেবতার পাদ-ধূলি রূপে চিন্তা করিতে হয়। এই রূপে তিলক করিয়া তন্মধ্যে অতি গুপ্তভাবে ইষ্টমন্ত্রটী লিখিবে, যেন অন্যে পড়িতে না পারে। হৃদয়ে শ্বেতপদ্মাকার তিলক করিয়া তাহাতে "হূং" মন্ত্র লিখিবে। বাহুতে বেনার ন্যায় এবং পূর্ব্বোক্ত তিলক ধারণের স্থানে বিন্দুর ন্যায় তিলক করিবে।

বৈষ্ণব-তিলক।

বৈষ্ণবগণ বাহুতে বংশপত্রের ন্যায়, হৃদয়ে অশ্বত্থপত্রের ন্যায়, অন্যত্র তুলসীপত্রের ন্যায়, তিলক করিবেন। ললাটে নাসিকা মূল হইতে কেশ পর্য্যন্ত ছিদ্র যুক্ত উর্দ্ধপুণ্ড্র করিবেন। বৈষ্ণবগণ নিম্নস্থ মন্ত্রে তিলক ধারণ করিবেন।

মন্ত্র যথা,—ললাটে "কেশবায় নমঃ" কণ্ঠে "পুরুষোত্তমায়" বামবাহুতে "বাসুদেবায়" দক্ষিণবাহুতে "দামোদরায়" নাভিতে "নারায়ণায়" হৃদয়ে "মাধবায়" দক্ষিণপার্শ্বে "গোবিন্দায়" বাম-পার্শ্বে "ত্রিবিক্রমায়" বামকর্ণমূলে "বিষ্ণবে" দক্ষিণকর্ণমূলে "মধুসূদনায়" শিরোমধ্যে "হৃষীকেশায়" পৃষ্ঠে "পদ্মনাভায়" বলিয়া তিলক করিবে। প্রত্যেক বার নামের পর "নমঃ" বলিবে। এইরূপে তিলক করতঃ হাত ধুইয়া সেই জল "বাসুদেবায় নমঃ" বলিয়া মাথায় দিবে।

শিবপূজায় বিশেষ-তিলক।

শিবপূজায় ভস্মদ্বারা ত্রিপুণ্ড্র করিতে হয়, ভস্মের অভাবে চন্দন, তদভাবে মৃত্তিকা, তদভাবে জলদ্বারা করিবে।.

তর্পণের সাধারণ ব্যবস্থা।

নাস্তিক্য বশতঃ যে পুত্র প্রত্যহ পিতৃগণের তর্পণ না করে পিতৃগণ জলার্থী হইয়া তাহার দেহ-রুধির পান করেন, অতএব অতি যত্ন পূর্ব্বক প্রত্যহ তর্পণ করিবে। (১)

সামবেদীরা সূর্য্যোপস্থানের পর "ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ" প্রভৃতি মন্ত্র পড়িয়া জলাঞ্জলি দান করিয়া তর্পণ করিবে। যজুর্ব্বেদীরা ব্রহ্মযজ্ঞের পর তর্পণ করিবে। ঋগ্বেদীরা গায়ত্রীর জপ বিসর্জ্জন করিয়া সূর্য্যার্ঘ্যের পূর্ব্বে তর্পণ করিবে এবং শূদ্র প্রাতঃস্নানের পর তর্পণ করিবে।

যে জলাশয়ের জল সমস্ত-প্রাণী উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত হয় নাই, যে জল অপেয় এবং নিপানজ, (কূপসমীপে গবাদির পানার্থ-রচিত জলাশয়ের নাম নিপান, তজ্জাত) তাহার দ্বারা তর্পণ করিবে না। আর্দ্রবস্ত্রে থাকিয়া তর্পণ করিলে জলে থাকিয়াই করিতে হইবে। আর আর্দ্রবস্ত্র পরিত্যাগ করিলে তীরে বসিয়া তর্পণ করিবে। তীর্থে শুষ্কবস্ত্র পরিধান করিয়া তর্পণ করিলে এক চরণ জলে রাখিয়া করিবে। কুশ, রৌপ্য বা স্বর্ণের অঙ্গুরীয় দক্ষিণহস্তের অনামা অঙ্গুলিতে ধারণ করিবে।

(১) নাস্তিক্যভাবাৎ যশ্চাপি ন তর্পয়তি বৈ সুতঃ।
পিবন্তি দেহরুধিরং পিতরোবৈ জলার্থিনঃ॥
(মনু, শাতাতপ, যাজ্ঞবল্ক্য)

একহস্তে তর্পণ করিবে না। যব ও ত্রিপত্রদ্বারা দেবতর্পণ, তিল ও কুশমোটকদ্বারা পিতৃতর্পণ করিবে। তিল যবাদির অভাবে জলে স্বর্ণ, রৌপ্য বা কুশ স্পর্শ করাইয়া তর্পণ করিবে। বৃষ্টি সম্পর্কী ও অন্ত্যজজাতির জলাশয়ের জলে তর্পণ নিষেধ। শূদ্রাদি আনীত জলে তর্পণ করিবে না কিন্তু গঙ্গাজল শূদ্রাদি আনীত হইলেও তদ্দ্বারা করিতে পারে। তর্পণজল পাত্র হইতে এক বিঘৎ উচু করিয়া ফেলিবে। যে ভাবে সর্ব্বদা যজ্ঞোপবীত ধারণ করা হয়, তাহার নাম উপবীত, মালার ন্যায় ধারণ করার নাম নিবীত, বিপরীত ভাবে ধারণের নাম প্রাচীনাবীত। তর্পণ-জল জলাশয়েই ফেলিবে, কিন্তু উদ্ধৃত-জলে তর্পণ করিলে তর্পণের জল স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্রপাত্র অথবা কুশ বা জলপূর্ণ গর্ত্তে ফেলিবে। কোন অশুদ্ধ স্থানে ফেলিবে না। বামবাহুর রোমরহিত স্থানে তিল রাখিয়া দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামাদ্বারা ঐ তিল গ্রহণ করিবে। রবিবার, শুক্রবার, দ্বাদশী, অমাবস্যানিমিত্তক শ্রাদ্ধ ভিন্ন অন্য শ্রাদ্ধ-দিন, সপ্তমী, জন্মতিথি, সংক্রান্তি এবং রাত্রিতে তিলের দ্বারা তর্পণ করিবে না। কিন্তু অয়ন ও বিষুবসংক্রান্তি, গ্রহণকাল, যুগাদি, প্রেতপক্ষ (১) এবং গঙ্গাদি তীর্থে সকল দিনেই তিলদ্বারা তর্পণ করিতে পারে এবং দাহান্তে প্রেত উদ্দেশ্যে তর্পণ সর্ব্বদাই তিল দিয়া করিবে। এই সকল স্থলে কোন দিনেই তিলতর্পণ নিষিদ্ধ নহে। পুত্র পৌত্রাদি না থাকিলে বিধবা স্ত্রী, তিল ও কুশের দ্বারা স্বামী, শ্বশুর ও তৎ

(১) মহালয়া অমাবস্যার পূর্ব্ব প্রতিপদ হইতে মহালয়া অমাবস্যা পর্য্যন্ত একপক্ষের নাম প্রেতপক্ষ।

পিতার তর্পণ করিবে। স্ত্রী ও শূদ্র তর্পণমন্ত্র ব্রাহ্মণের দ্বারা পাঠ করাইয়া নিজে "নমঃ নমঃ" উচ্চারণ করতঃ জল দিবে। কিন্তু পিত্রাদির নাম উল্লেখ পূর্ব্বক যে বাক্য করিতে হয়, তাহা স্ত্রী, শূদ্রও করিবে। অনুপনীত ও জীবৎপিতৃক ব্যক্তি প্রেততর্পণ ভিন্ন অন্য তর্পণ করিতে পারিবে না।

সামবেদীয়-তর্পণ-পদ্ধতি।

প্রথমে দুইবার আচমন পূর্ব্বক প্রাচীনাবীতি ও দক্ষিণমুখ হইয়া কৃতাঞ্জলি করতঃ—"ওঁ কুরুক্ষেত্রং গয়াগঙ্গাপ্রভাসপুষ্করাণি চ। তীর্থান্যেতানি পুণ্যানি তর্পণকালে ভবন্তিহ॥" এই বলিয়া তীর্থ-আবাহন করিবে। পরে পূর্ব্বমুখে উপবীতী হইয়া দেবতর্পণ করিবে। যথা,—"ওঁ ব্রহ্মা তৃপ্যতাং, ওঁ বিষ্ণুস্তৃপ্যতাং, ওঁ রুদ্রস্তৃপ্যতাং, ওঁ প্রজাপতিস্তৃপ্যতাং," এইরূপ প্রত্যেক বার বলিয়া দেবতীর্থদ্বারা (১৮ পৃঃ দেখ) এক এক অঞ্জলি জল দিবে। এইরূপে দেবতর্পণ করিয়া পরে, "ওঁ দেবাযক্ষাস্তথা নাগা-গন্ধর্ব্বাপ্সরসোঽসুরাঃ। ক্রূরাঃ সর্পাঃ সুপর্ণাশ্চ তরবোজিহ্মগাঃ খগাঃ। বিদ্যাধরাজলাধারাস্তথৈবাকাশগামিনঃ। নিরাহারাশ্চ যে জীবাঃ পাপে ধর্ম্মে রতাশ্চ যে। তেষামাপ্যায়নায়ৈতদ্দীয়তে সলিলং ময়া॥" এই মন্ত্র পড়িয়া দেবতীর্থ (১৮ পৃঃ দেখ) দ্বারা এক অঞ্জলি জল দিবে। পরে পশ্চিমমুখে নিবীতী হইয়া "ওঁ সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ। কপিলশ্চাসুরিশ্চৈব বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখস্তথা। সর্ব্বে তে তৃপ্তিমায়ান্তু মদ্দত্তেনাম্বুনা সদা॥" এই মন্ত্র দুইবার পড়িয়া কায়তীর্থদ্বারা (১৮ পৃঃ দেখ) ক্রোড়াভিমুখে দুই অঞ্জলি জল দিবে।

তৎপর পূর্ব্বমুখে উপবীতী হইয়া "ওঁ মরিচিস্তৃপ্যতাং, ওঁ অত্রিস্তৃপ্যতাং, ওঁ অঙ্গিরাস্তৃপ্যতাং, ওঁ পুলস্ত্যস্তৃপ্যতাং, ওঁ পুলহস্তৃপ্যতাং, ওঁ ক্রতুস্তৃপ্যতাং, ওঁ প্রচেতাস্তৃপ্যতাং, ওঁ বশিষ্ঠস্তৃপ্যতাং, ওঁ ভৃগুস্তৃপ্যতাং, ওঁ নারদস্তৃপ্যতাং, ওঁ দেবাস্তৃপ্যন্তাং, ওঁ ব্রহ্মর্ষয়স্তৃপ্যন্তাং।" ইহা বলিয়া মরিচি হইতে ব্রহ্মর্ষি পর্য্যন্ত যথাক্রমে বলিয়া প্রত্যেককে দেবতীর্থ (১৮ পৃঃ দেখ) দ্বারা এক এক অঞ্জলি জল দিবে। তৎপরে দক্ষিণমুখে প্রাচীনাবীতী হইয়া "ওঁঅগ্নিষ্বাত্তাঃ (পিতরস্তৃপ্যন্তামেতৎ সতিলোদকং (১) তেভ্যঃ স্বধা) (২) ওঁ সৌম্যাঃ, ওঁ হবিষ্মন্তঃ, ওঁ উষ্মপাঃ, ওঁ সুকালিনঃ, ওঁ বর্হিষদঃ, ওঁ আজ্যপাঃ," এই বলিয়া প্রত্যেককে পিতৃতীর্থ (১৮ পৃঃ দেখ) দ্বারা সতিল এক এক অঞ্জলি জল দিবে। পরে "ওঁ যমায় ধর্ম্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ। বৈবস্বতায় কালায় সর্ব্বভূতক্ষয়ায় চ। ঔডুম্বরায় দধ্নায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে। বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ॥" এই মন্ত্রটী তিনবার পড়িয়া পিতৃতীর্থের দ্বারা (১৮ পৃঃ দেখ) তিন অঞ্জলি জল দিবে।

ইতি যমতর্পণ সমাপ্ত।

পিতৃতর্পণ।

অতঃপর তর্পণসমাপ্তি পর্য্যন্ত দক্ষিণমুখ ও প্রাচীনাবীতি হইয়া পিতৃতীর্থের দ্বারা পিতৃতর্পণ করিবে।

---

(১) যে দিন তিলতর্পণ নিষেধ (তর্পণের সাধারণ ব্যবস্থা দেখ) সেই দিন "মেতৎ সতিলোদকং" স্থলে "মেতদুদকং" বলিবে।

(২) এই বেষ্টিত অংশ প্রত্যেক নামের পরে বলিতে হইবে।

অনন্তর কৃতাঞ্জলি হইয়া "ওঁ আগচ্ছন্তু মে পিতর ইমং গৃহ্ণন্তপোঽঞ্জলিং।" এই বলিয়া পিতৃগণের আবাহন করতঃ "ওঁ বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্রঃ পিতা অমুক দেবশর্ম্মা তৃপ্যতামেতৎ সতিলোদকং তস্মৈ স্বধা।" এই বাক্যটী তিনবার বলিয়া সতিল তিন অঞ্জলি জল পিতৃ উদ্দেশ্যে দিবে। এইরূপে পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ এবং বৃদ্ধপ্রমাতামহকে পিতা-মহাদি শব্দ উচ্চারণ করিয়া সতিল তিন অঞ্জলি জল দিবে। পরে "বিষ্ণুরোম্ অমুক গোত্রা মাতা অমুকী দেবী তৃপ্যতামেতৎ সতিলোদকং তস্যৈ স্বধা" এই বলিয়া মাতাকে সতিল তিন অঞ্জলি জল দিবে, এবং এইরূপ পিতামহী, প্রপিতামহী, মাতামহী, প্রমাতামহী, বৃদ্ধপ্রমাতামহী, বিমাতা, পিতৃব্য, মাতুল, এবং ভ্রাতৃ প্রভৃতি সকলকেই এক অঞ্জলি সতিল জল দিবে। (১)

ইতি পিতৃতর্পণ সমাপ্ত।

পিতৃতর্পণ সমাপ্তি করিয়া ভীষ্মাষ্টমীতে ভীষ্মের তর্পণ করিবে। অন্য দিন ভীষ্মতর্পণ ত্যাগ করিয়া তর্পণের অবশিষ্ট টুকু করিবে।

ভীষ্মতর্পণ।

"ওঁ বৈয়াঘ্রপদ্যগোত্রায় সাঙ্কৃতিপ্রবরায় চ। অপুত্রায় দদাম্যেতৎ সলিলং ভীষ্মবর্ম্মণে॥" এই মন্ত্র পড়িয়া ভীষ্ম উদ্দেশ্যে

(১) পিত্রাদি তিন, মাতামহাদি তিন, পিতামহীপ্রভৃতি তিন এবং মাতামহী প্রভৃতি তিন এই দ্বাদশপুরুষের মধ্যে কেহ জীবিত থাকিলে, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধ একপুরুষ ধরিয়া দ্বাদশসংখ্যা পূরণ করিয়া লইবে।

একঅঞ্জলি জল দিয়া নমস্কার করিবে। মন্ত্র যথা,—"ওঁ ভীষ্মঃ শান্তনবোবীরঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ। আভিরদ্ভিরবাপ্নোতু পুত্রপৌত্রোচিতাং ক্রিয়াং॥" (১)

ভীষ্মতর্পণ সমাপ্ত।

অনন্তর "ওঁ অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা যেঽপ্যদগ্ধাঃ কুলে মম। ভূমৌ দত্তেন তৃপ্যন্তু তৃপ্তা যান্তু পরাং গতিং॥" এই মন্ত্রটী পড়িয়া এক অঞ্জলি জল দিবে। পরে,—ওঁ যেঽবান্ধবাবান্ধবাবা যেঽন্যজন্মনি বান্ধবাঃ। তে তৃপ্তিমখিলাং যান্তু যে চাস্মত্তোয়কাঙ্ক্ষিণঃ॥" এই মন্ত্র পড়িয়া এক অঞ্জলি জল দিবে। তৎপর "ওঁ আব্রহ্মভুবনাল্লোকাদেবর্ষিপিতৃমানবাঃ। তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্ব্বে মাতৃমাতামহাদয়ঃ। অতীতকুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাং। ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্তু ভুবনত্রয়ং।" এই মন্ত্রে তিন অঞ্জলি জল দিয়া "ওঁ আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু" এই মন্ত্রে তিন অঞ্জলি জল দিবে (২) তৎপর "ওঁ যে চাস্মাকং কুলে জাতা অপুত্রাগোত্রিণোমৃতাঃ। তে তৃপ্যন্তু ময়া দত্তং বস্ত্রনিষ্পীড়নোদকং॥" এই মন্ত্রে স্নানবস্ত্র নিষ্পীড়িত করিয়া ভূমিতে একবার জল দিবে। (৩) অনন্তর পিতৃগণকে নমস্কার করিবে।

(১) শূদ্র, ভীষ্মতর্পণ পিতৃতর্পণের পূর্ব্বে ও যমতর্পণের পরে করিবে।

(২) যদি নিতান্ত অশক্ত হইয়া সমস্ত তর্পণ করিতে না পারে, তবে "আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু" এই বলিয়া ৩ অঞ্জলি জল দিবে।

(৩) সংক্রান্তি, অমাবস্তা, পূর্ণিমা, দ্বাদশী এবং শ্রাদ্ধদিনে বস্ত্র নিষ্পীড়িত জলে তর্পণ করিবে না।

পিতৃ-নমস্কার।

"ওঁ পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ। পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥" এই বলিয়া পিতৃগণ উদ্দেশে নমস্কার করিবে।

ইতি সামবেদীয় তর্পণবিধি সমাপ্ত।

যজুর্ব্বেদী ও শূদ্রের তর্পণ-পদ্ধতি।

প্রথমে দক্ষিণমুখে আচমন করতঃ প্রাচীনাবীতী হইয়া কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক "ওঁ কুরুক্ষেত্রং গয়াগঙ্গাপ্রভাসপুষ্করাণি চ। তীর্থান্যেতানি পুণ্যানি তর্পণকালে ভবন্ত্বিহ॥" এই বলিয়া তীর্থ আবাহন করতঃ "ওঁ দেবা আগচ্ছন্তু" এই বলিয়া দেবগণের আবাহন করিয়া পূর্ব্বমুখে উপবীতী হইয়া "ওঁ ব্রহ্মা তৃপ্যতু, ওঁ বিষ্ণুস্তৃপ্যতু, ওঁ রুদ্রস্তৃপ্যতু, ওঁ প্রজাপতিস্তৃপ্যতু" এই বলিয়া প্রত্যেককে দেবতীর্থ (১৮ পৃঃ দেখ) দ্বারা এক এক অঞ্জলি জল দিয়া তর্পণ করিবে। তৎপর "ওঁ দেবাযক্ষাস্তথা নাগাগন্ধর্ব্বাপ্সরসোঽসুরাঃ। ক্রূরাঃ সর্পাঃ সুপর্ণাশ্চ তরবোজিহ্মগাঃ খগাঃ। বিদ্যাধরা জলাধারাস্তথৈবাকাশগামিনঃ। নিরাহারাশ্চ যে জীবাঃ পাপে ধর্ম্মে রতাশ্চ যে। তেষামাপ্যায়নায়ৈতদ্দীয়তে সলিলং ময়া॥" এই বলিয়া দেবতীর্থদ্বারা (১৮ পৃঃ দেখ) এক অঞ্জলি জল দিবে।

তৎপর উত্তরমুখে নিবীতী হইয়া "ওঁ সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ। কপিলশ্চাসুরিশ্চৈব বোঢ়ুঃপঞ্চশিখস্তথা। সর্ব্বে তে তৃপ্তি মায়ান্তু মদ্দত্তেনাম্বুনা সদা॥" এই মন্ত্র দুইবার পড়িয়া

কায়তীর্থদ্বারা (১৮ পৃঃ দেখ) দুই অঞ্জলি জল দিবে, পরে পূর্ব্বাভিমুখে উপবীতী হইয়া "ওঁ মরিচিস্তৃপ্যতু, ওঁ অত্রিস্তৃপ্যতু, ওঁ অঙ্গিরাস্তৃপ্যতু, ওঁ পুলস্ত্যস্তৃপ্যতু, ওঁ পুলহস্তৃপ্যতু, ওঁ ক্রতুস্তৃপ্যতু, ওঁ প্রচেতাস্তৃপ্যতু, ওঁ বশিষ্ঠস্তৃপ্যতু, ওঁ ভৃগুস্তৃপ্যতু, ওঁ নারদস্তৃপ্যতু, ওঁ দেবাস্তৃপ্যন্তু, ওঁ ব্রহ্মর্ষয়স্তৃপ্যন্তু" এই বলিয়া দেবতীর্থদ্বারা (১৮ পৃঃ দেখ) প্রত্যেককে এক এক অঞ্জলি জল দিবে।

ঋষিতর্পণ সমাপ্ত।

তৎপর দক্ষিণমুখে প্রাচীনাবীতী হইয়া (১) "ওঁ অগ্নিষ্বাত্তাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তু, ওঁ সৌম্যাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তু, ওঁ হবিষ্মন্তঃ পিতরস্তৃপ্যন্তু, ওঁ উষ্মপাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তু, ওঁ সুকালিনঃ পিতরস্তৃপ্যন্তু, ওঁ বর্হিষদঃ পিতরস্তৃপ্যন্তু, ওঁ আজ্যপাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তু, এই নামগুলি তিনবার করিয়া পড়িয়া প্রত্যেককে পিতৃতীর্থ (১৮ পৃঃ দেখ) দ্বারা তিন তিন অঞ্জলি জল দিবে। পরে,—

যম-তর্পণ।

"ওঁ যমায় ধর্ম্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ। বৈবস্বতায় কালায় সর্ব্বভূতক্ষয়ায় চ। ঔডুম্বরায় দধ্নায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে। বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ॥" এই মন্ত্র তিনবার পড়িয়া তিন অঞ্জলি জল দিবে। (শূদ্র এই সময়ে ভীষ্ম তর্পণ করিয়া (৪৪ পৃঃ দেখ)।) পরে পিতৃতর্পণ করিবে।

যমতর্পণ সমাপ্ত।

---

(১) তর্পণ সমাপ্তিপর্য্যন্ত এই রূপে থাকিয়া পিতৃতীর্থদ্বারা তপণ করিবে।

পিতৃতর্পণ।

কৃতাঞ্জলি হইয়া "ওঁ পিতৄন্ আবাহয়িষ্যে" এই বলিয়া পরে "ওঁ আবাহয়" বলিবে। তৎপর "ওঁ উশন্তস্ত্বা নিধীমহ্যশন্তঃ সমিধীমহি উশন্নুশত আবহ পিতৄন্ হবিষেহত্তবে॥ ওঁ আয়ান্তু নঃ পিতরঃসৌম্যাসোঽগ্নিষাত্তাঃপথিভির্দ্দেবযানৈঃ। অস্মিন্ যজ্ঞে স্বধয়া মদন্তোঽধিব্রুবন্তু তে অবন্ত্বস্মান্॥" এই দুইটি মন্ত্র পাঠ করিবে। পরে জল লইয়া—"ওঁ আগচ্ছন্তু মে পিতর ইমং গৃহ্নন্তপোঽঞ্জলিং।" এই মন্ত্রে একবার দিতে হইবে। অনন্তর "ওঁ উর্জ্জং বহন্তীরমৃতং ঘৃতং পয়ঃ কীলালং পরিস্রুতং স্বধাস্থ তর্পয়ত মে পিতৄন্॥ বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র পিত অমুকদেবশর্ম্মন্ ("শূদ্র অমুক দাস" বলিবে) এতৎ সতিলোদকং তুভ্যং স্বধা।" (শূদ্র "স্বধা" স্থলে "নমঃ" বলিবে) এইরূপ তিনবার পড়িয়া পিতৃ উদ্দেশ্যে তিন অঞ্জলি জল দিবে, এবং এইরূপে পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ, ও বৃদ্ধপ্রমাতামহকে পিতামহাদি নাম উল্লেখ করিয়া তর্পণ করিবে, পরে "উর্জ্জং বহন্তীরমৃতং ঘৃতং পয়ঃকীলালং পরিস্রুতং স্বধাস্থ তর্পয়ত মে পিতৄন্॥ অমুক গোত্রে মাতঃ অমুকি দেবি (শূদ্র "অমুকি দাসি" বলবে) এতৎ সতিলোদকং (১) তুভ্যং স্বধা" এই রূপ তিনবার বলিয়া মাতৃ উদ্দেশ্যে তিনঅঞ্জলি জল দিয়া সামবেদীয় তর্পণের লিখিত ব্যক্তিদিগকে (৪৪ পৃঃ দেখ) এক এক অঞ্জলি জল দিয়া তর্পণ করিবে। অতঃপর ভীষ্মতর্পণ করিবে। (৪৪ পৃঃ দেখ)

(১) যে দিন তিলতর্পণ নিষেধ (তর্পণের সাধারণ ব্যবস্থা দেখ) সেই দিনে "এতৎ সতিলোদকং" এই স্থলে "এতদুদকং" বলিবে।

পরে—"ওঁ নরকেষু সমস্তেষু যাতনাসু চ যে স্থিতাঃ। তেষামাপ্যায়নায়ৈতদ্দীয়তে সলিলং ময়া॥" এই বলিয়া তিন অঞ্জলি জল দিবে। পরে "ওঁ যেঽবান্ধবাবান্ধবা বা যেঽন্যজন্মনি বান্ধবাঃ। তে তৃপ্তিমখিলাং যান্তু যে চাস্মত্তোয়কাঙ্ক্ষিণঃ॥" এই বলিয়া তিন অঞ্জলি জল দিতে হইবে। তৎপর—"ওঁ আব্রহ্মভুবনাল্লোকা দেবর্ষিপিতৃমানবাঃ। তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্ব্বে মাতৃমাতামহাদয়ঃ। অতীতকুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাং। ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্তু ভুবনত্রয়ং॥" এই বলিয়া তিন অঞ্জলি এবং "আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু" এই বলিয়া তিন অঞ্জলি জল দিয়া, বস্ত্রনিষ্পীড়িত জলে তর্পণ করিবে।

বস্ত্রনিষ্পীড়িত-জলে তর্পণ।

"ওঁ যে চাস্মাকং কুলে জাতা অপুত্রা গোত্রিণোমৃতাঃ। তে তৃপ্যন্তু ময়া দত্তং বস্ত্রনিষ্পীড়নোদকং॥" এই বলিয়া স্নানবস্ত্র নিষ্পীড়িত করিয়া ভূমিতে একবার জল দিবে। তৎপর পিতৃ নমস্কার (৪৬ পৃঃ দেখ) করিবে।

যজুর্ব্বেদী তর্পণ সমাপ্ত।

ঋগ্বেদীয়-তর্পণপদ্ধতি।

যজুর্ব্বেদী-তর্পণপদ্ধতি অনুসারে প্রথম হইতে ঋষিতর্পণ সমাপ্ত পর্য্যন্ত যাবতীয় অনুষ্ঠান করিয়া পরে প্রাচীনাবীতী ও দক্ষিণমুখ হইয়া পিতৃতীর্থদ্বারা "ওঁ অগ্নিষ্বাত্তাস্তৃপ্যন্তু (১), ওঁ সৌম্যাস্তৃপ্যন্তু (২) ওঁ হবিষ্মন্তস্তৃপ্যন্তু (৩), ওঁ উষ্মপাস্তৃপ্যন্তু (৪), ওঁ সুকালিনস্তৃপ্যন্তু (৫) ওঁ বর্হিষদস্তৃপ্যন্তু (৬) ওঁ আজ্যপাস্তৃপ্যন্তু" (৭) এই সাতটী নামের প্রত্যেকটী তিনবার বলিয়া

তিনবার জল দিবে। তৎপর যজুর্ব্বেদীয় নিয়মে যমতর্পণ (৪৭ পৃঃ দেখ) করিবে। অনন্তর কৃতাঞ্জলি হইয়া "আগচ্ছন্তু মে পিতর ইমং গৃহ্ণন্ত্বপোঽঞ্জলিং" এই বলিয়া পিতৃগণের আবাহন ও জলাঞ্জলি গ্রহণের প্রার্থনা করিয়া প্রাচীনাবীতী ও দক্ষিণমুখ হইয়া পিতৃতীর্থদ্বারা "অমুকগোত্রং পিতরং অমুকদেবশর্ম্মাণং তর্পয়ামি এতৎ সতিলোদকং (১) তস্মৈ স্বধা নমঃ" এই বলিয়া পিতৃ উদ্দেশ্যে সতিল তিন অঞ্জলি জল দিবে এবং "অমুকগোত্রাং মাতরং অমুকী দেবীং তর্পয়ামি এতৎ সতিলোদকং তস্যৈ স্বধা নমঃ" এই বলিয়া মাতৃ উদ্দেশ্যে সতিল তিন অঞ্জলি জল দিতে হইবে। পরে এইরূপ বাক্য করিয়া অন্যান্যের তর্পণ করিবে। কোন্ কোন্ ব্যক্তির তর্পণ করিতে হইবে, কতবার কাহাকে জল দিতে হইবে তাহা সামবেদীয় ৪৪ পৃষ্ঠার "পিতৃতর্পণে" দেখ।

এইরূপে পিতৃতর্পণ করিয়া "আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু" এই বলিয়া তিন অঞ্জলি জল দিয়া পরে "ওঁ আব্রহ্মভুবনালোকা-দেবর্ষিপিতৃমানবাঃ। তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্ব্বে মাতৃমাতামহাদয়ঃ। অতীতকুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপ-নিবাসিনাং। ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্তু ভুবনত্রয়ং" ॥ এই মন্ত্র পড়িয়া এক অঞ্জলি জল দিয়া "ওঁ যেঽবান্ধবাবান্ধবা বা যেঽন্যজন্মনি বান্ধবাঃ। তে তৃপ্তিমখিলাং যান্তু যে চাস্মত্তোয়কাঙ্ক্ষিণঃ ॥" এই বলিয়া এক অঞ্জলি জল দিবে। অতঃপর "বস্ত্র নিষ্পীড়িত জলে তর্পণ" (৪৯ পৃঃ দেখ) হইতে আরম্ভ করিয়া তর্পণ সমাপ্তি পর্য্যন্ত যজুর্ব্বেদীয় ন্যায় করিবে।

ইতি ঋগ্বেদী তর্পণ সমাপ্ত।

---

(১) গঙ্গার জলে তর্পণ করিলে "সতিলগঙ্গোদকং" বলিবে। তিল তর্পণের নিষেধ দিনে (তর্পণের সামান্য বিধি দেখ) "এতদুদকং" বলিবে।

সন্ধ্যার সামান্যবিধি। (১)

রাত্রির শেষ একদণ্ড ও দিনের প্রথম একদণ্ড প্রাতঃসন্ধ্যার কাল এবং দিনের শেষ একদণ্ড ও রাত্রির প্রথম একদণ্ড সায়ংসন্ধ্যার কাল। আর দিনের অষ্টম মুহূর্ত্তই (২) মধ্যাহ্নসন্ধ্যার কাল। যদি সন্ধ্যার কাল অতীত হয় তবে দশ বার গায়ত্রী জপ করিয়া পরে সন্ধ্যা করিবে। প্রাতঃসন্ধ্যা পূর্ব্বমুখ, মধ্যাহ্নসন্ধ্যা পূর্ব্ব বা উত্তরমুখ এবং সায়ংসন্ধ্যা বায়ুকোণাভিমুখ অর্থাৎ পশ্চিম ও উত্তরকোণাভিমুখ হইয়া করিবে। ভ্রম প্রমাদ বশতঃ পূর্ব্বসন্ধ্যার বাধ হইলে পর সন্ধ্যা করিবার পূর্ব্বে পূর্ব্বসন্ধ্যা করিবে। যদি তিনটী সন্ধ্যারই বাধ হইয়া থাকে, তবে উপবাসরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, তাহাতে অশক্ত হইলে একটী ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে অথবা ভোজন

---

(১) সন্ধ্যার আবশ্যকতা বিষয়ে শাস্ত্র যেরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা লিখিত হইতেছে।—

যথা,—"এতৎ সন্ধ্যাত্রয়ং প্রোক্তং ব্রাহ্মণ্যং যদধিষ্ঠিতং। যস্ত নাস্ত্যাদরস্তত্র ন স ব্রাহ্মণ উচ্যতে। সন্ধ্যা তূপাসিতা যেন তেন বিষ্ণুরুপাসিতঃ। দীর্ঘমায়ুঃ স বিন্দেত সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। সন্ধ্যাং নোপাসতে যস্তু ব্রাহ্মণোহি বিশেষতঃ। স জীবন্নেব শূদ্রঃ স্যাৎ মৃতঃ শ্বা চাভিজায়তে। সন্ধ্যাহীনোঽশুচির্নিত্যমনর্হঃ সর্ব্বকর্ম্মসু। যদন্যৎ কুরুতে কর্ম্ম ন তস্য ফলভাগ্‌ভবেৎ"। ইত্যাদি শাস্ত্রদ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণের পক্ষে সন্ধ্যানুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য। কখনই সন্ধ্যাহীন হইয়া ব্রাহ্মণ থাকিবেন না।

(২) দিনমানকে ১৫ ভাগ করিয়া এক এক ভাগের নাম এক এক মুহূর্ত্ত। ইহার অষ্টম মুহূর্ত্ত মধ্যাহ্নসন্ধ্যার কাল। দিনমানের ন্যূনাধিক্য অনুসারে এই সময় নিরূপণ করিয়া লইতে হয়।

দ্রব্যের উপযুক্ত মূল্য দিবে। পীড়া বা অত্যন্ত কোন বিপদ বশতঃ সন্ধ্যা করিতে অশক্ত হইলে অন্ততঃ ১০ বার গায়ত্রী জপ করিবে। জনন মরণ অশৌচে সন্ধ্যা করিবে না, এবং সংক্রান্তি, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, দ্বাদশী এবং শ্রাদ্ধদিনে সায়ংসন্ধ্যা করিবে না।

সন্ধ্যা করিবার কালে কাহারও সহিত কথা কহিবে না। যদি ঐ সময়ে কথা বলে বা হাঁচি, থুথুফেলা, হাঁইতোলা, বাত-কর্ম্ম এবং নিদ্রাকর্ষণ হয়, তবে বিষ্ণু স্মরণ পূর্ব্বক দক্ষিণকর্ণ স্পর্শ করিবে।

মার্জ্জন।

"শন্ন আপ" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক জলের দ্বারা দেহ, মন ইত্যাদির শুদ্ধি সম্পাদন করাই মার্জ্জনের উদ্দেশ্য। মার্জ্জন শব্দের অর্থদ্বারাও ইহা বুঝা যাইতে পারে (মৃজ—ধা—শুদ্ধি—অনট্) যত কাল দেহ, মন প্রভৃতি অবিশুদ্ধ থাকে ততকাল ঈশ্বরোপাসনা হয় না, তাই উপাসনার পূর্ব্বে পবিত্র হওয়ার নিমিত্ত মার্জ্জন করিতে হয়। র্জ্জন করার প্রণালী এই যে,—কুশের দ্বারা বিন্দু বিন্দু জল উত্তোলন পূর্ব্বক মন্ত্র পাঠ করিয়া ক্রমশঃ মস্তকে, ভূমিতে, আকাশে, আবার আকাশে, ভূমিতে, মস্তকে আবার ভূমিতে, মস্তকে ও ভূমিতে সিঞ্চন করিতে হয়। কুশের অভাবে হস্তদ্বারা ঐরূপে বিন্দু বিন্দু জল প্রক্ষেপ করিবে।

মন্ত্রের ঋষ্যাদি।

প্রত্যেক মন্ত্র পাঠের পূর্ব্বে সেই সেই মন্ত্রের ঋষি, ছন্দঃ, দেবতা এবং বিনিয়োগ জানিতে হয়। তাহা প্রত্যেক মন্ত্রের

পূর্ব্বে যথানির্দ্দিষ্ট স্থানে লিখিত হইবে। ঋষ্যাদির অর্থ কি এবং উহা পড়িয়া কি করিতে হয়, তাহা বলিতেছি।—

বেদ নিত্যবস্তু, তাহার বিনাশ হয় না, কিন্তু মহাপ্রলয় কালে তাহা বিলীন ভাবে থাকে। তৎপর সৃষ্টিকালে যিনি যে মন্ত্রটী প্রথম স্মরণ করেন, অথবা যিনি যে মন্ত্রের দ্বারা সিদ্ধি প্রাপ্ত হন, তিনিই সেই মন্ত্রের ঋষি নামে খ্যাত। যে মন্ত্রটী যে ছন্দে নিবদ্ধ হইয়াছে, সেই তাহার ছন্দঃ। মন্ত্রের প্রতিপাদ্য পদার্থই সেই মন্ত্রের দেবতা। মন্ত্রের উচ্চারণ বা প্রয়োগের নাম বিনিয়োগ। অর্থাৎ কোন্ মন্ত্র কোন্ কার্য্যে পঠিত হইবে, তাহাও জানিতে হইবে, নচেৎ কার্য্য করিতে পারা যায় না। ঋষি, ছন্দঃ, দেবতা ও বিনিয়োগ স্মরণ করিয়া পরে মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। ঋষ্যাদি মন্ত্রের ন্যায় পঠিতব্য নহে। (ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব)

প্রাণায়াম।

উপাসনা-কালে বহীরাজ্য হইতে মনকে নিবৃত্ত করিতে পারিলেও আভ্যন্তরিক শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়াদ্বারা মন সর্ব্বদা চঞ্চল হইয়া থাকে, সুতরাং মনের একাগ্রতা হয় না, তাই চিত্ত স্থিরতার নিমিত্ত প্রাণায়াম করিতে হয়। বাহ্য ও আভ্যন্তর উভয় রাজ্যেই যখন চিত্ত স্থির হয়, তখন নির্ব্বাধে ঈশ্বরধ্যান হইতে পারে, তাই প্রথম প্রাণায়াম করিতে হয়। প্রাণায়ামের দ্বারা সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া যায়। যথা মনু,—

"যথা পর্ব্বতধাতূনাং দোষান্ দহতি পাবকঃ।
এবমন্তর্গতং চৈনঃ প্রাণায়ামেন দহ্যতে॥"

অগ্নি যেমন পার্ব্বত্য মলিন ধাতুসমূহকে দগ্ধ করিয়া বিশুদ্ধ করে, তেমন প্রাণায়াম অন্তর্গত পাপরাশিকে দগ্ধ করিয়া অন্তর পবিত্র করে।

প্রাণায়াম-প্রণালী।

উপবেশন পূর্ব্বক দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠদ্বারা দক্ষিণনাসিকা নিরুদ্ধ করিয়া মন্ত্র জপ পূর্ব্বক বামনাসিকাদ্বারা ধীরে ধীরে শরীরাভ্যন্তরে বায়ু পূরণ করিবে। ইহার নাম পূরক প্রাণায়াম। পরে দক্ষিণনাসিকা রুদ্ধ রাখিয়াই অনামিকা ও কনিষ্ঠাদ্বারা বামনাসা রুদ্ধ করিয়া মন্ত্র জপ করিতে করিতে পূরিত বায়ুকে শরীরাভ্যন্তরে ধারণ করিবে। ইহার নাম কুম্ভক প্রাণায়াম। তৎপর বামনাসিকা রুদ্ধ রাখিয়া দক্ষিণনাসিকা মুক্ত করতঃ মন্ত্র জপ করিয়া রুদ্ধ বায়ুকে ধীরে ধীরে বহির্নিঃসারণ করিবে। ইহার নাম রেচক প্রাণায়াম। এইরূপ করিলে একবার প্রাণা-য়াম হইল। এইরূপে আবার দক্ষিণনাসাদ্বারা পূরণ, উভয় নাসিকা বদ্ধ করিয়া কুম্ভক এবং বামনাসা দ্বারা রেচন, আবার বামনাসা দ্বারা পূরণ, উভয়নাসিকা বদ্ধ করিয়া কুম্ভক এবং দক্ষিণ নাসিকাদ্বারা রেচন করিতে হয়। এইরূপ অনুষ্ঠান করিলে একবার পূর্ণ প্রাণায়াম করা হইল। যদি এই প্রকার করিতে না পারে, তবে একবার মাত্র পূরক, কুম্ভক ও রেচকরূপ প্রাণায়াম করিবে। মন্ত্র জপ করিতে যত সময় লাগে, তত কাল পর্য্যন্ত পূরণাদি করিবে।

অঘমর্ষণ।

দক্ষিণহস্ত গোকর্ণের ন্যায় করিয়া উহাতে জল গ্রহণ পূর্ব্বক "ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করতঃ ঐ জল নাসাগ্রে

আনয়ন করিয়া এইরূপ চিন্তা করিতে হইবে যে, "শরীরস্থ কৃষ্ণবর্ণ পাপপুরুষ এই হস্তস্থ জলে মিলিত হইতেছে এবং তৎ-সংসর্গে হস্তস্থ জল কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে" এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই জল বামহস্ততলে জোরে নিক্ষেপ করিবে। ইহার নাম অঘমর্ষণ।

সূর্য্যোপস্থান।

সূর্য্যোপস্থান বলিতে সূর্য্যোপাসনা। সূর্য্যমণ্ডলে ঐশ্বরিক বিভূতির সমধিক বিকাশ, তাই সূর্য্যমণ্ডলোপহিত চৈতন্যের উপাসনা করিতে হয়, ইহাও চৈতন্যের উপাসনা, জড় পদার্থের নহে। জড় পদার্থের অবলম্বন ব্যতীত চৈতন্যের উপাসনা হইতে পারে না, তাই জড়বস্তুর আলম্বন করিয়া তাঁহাকে উপাসনা করিতে হয়।

সূর্য্যোপস্থানের প্রণালী এই,—প্রাতঃকালে দণ্ডায়মান হইয়া গুল্ফ (গোড়ালি) উত্তোলন পূর্ব্বক সূর্য্যাভিমুখে কৃতাঞ্জলি হইয়া, মধ্যাহ্নে ঐরূপ দণ্ডায়মান ও উর্দ্ধবাহু হইয়া এবং সায়ংকালে উপবেশন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া সূর্য্যোপস্থান করিবে।

গায়ত্রী-জপ।

পাতঞ্জলদর্শনে বলিয়াছেন,—"তজ্জপস্তদর্থভাবনং" মন্ত্র প্রতি-পাদ্য বস্তুর যে ভাবনা, তাহার নাম জপ। জপ বলিতে কেবল মন্ত্র আবৃত্তি করা নহে। কিন্তু ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্র ও আবৃত্তি করিতে হয়, কারণ মন্ত্রের উচ্চারণদ্বারা সেই ভাবের

অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। গায়ত্রীজপ বলিতে গায়ত্রীমন্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়ের চিন্তা। গায়ত্রী মন্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়—সর্ব্বব্যাপক বাক্য মনের অবিষয় পরমব্রহ্ম, সুতরাং তাঁহার চিন্তা বা ধ্যান করা অসম্ভব, অতএব মন যাহাকে চিন্তা করিতে পারে তাদৃশ বস্তুকে অবলম্বন করিয়া প্রাপ্তব্য সেই ব্রহ্ম বস্তুকে ধরিতে হইবে। তাহা কি? সত্ব, রজ ও তমোগুণ, অতএব সত্ত্ব রজ তমোগুণের আলম্বনে তাঁহাকে ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী ও রুদ্রাণীরূপে আরাধনা করিতে হইবে। সূর্য্যমণ্ডল-বাসিনীরূপে চিন্তা করি কেন? ইহার উত্তর এই যে, সূর্য্য-মণ্ডলেই ব্রহ্ম বিভূতির পূর্ণ বিকাশ, সুতরাং সেই স্থান লক্ষ্য করিয়া চিন্তা করিতে করিতে হৃদয়ে সেই ভাবেরই বিজৃম্ভণ হইয়া থাকে। পরন্তু সূর্য্যমণ্ডল উপাধি করিয়া ব্রহ্ম চিন্তা করিলে কৃতার্থ হইতে না পারিলেও মৃত্যুর পরে সূর্য্যমণ্ডলে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। শাস্ত্রে বলিয়াছেন,—"যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরং। তং তমেবেতি কৌন্তেয়। সদা তদ্ভাবভাবিতঃ"॥ তাহা হইলে এই লোকে আর পুনরাবৃত্তি হয় না, ঐ স্থান হইতেই আত্মা কৃতার্থ হয়। এই কারণে ও সূর্য্যমণ্ডল লক্ষ্য করিয়া উপাসনা করিতে হয়।

গায়ত্রীজপের প্রণালী,—সমর্থ হইলে গায়ত্রী জপের আদিতে এবং অন্তে কবচ এবং জপের আদিতে গায়ত্রী-শাপোদ্ধার পাঠ করিবে। প্রাতঃ ও মধ্যাহ্নকালে সূর্য্যাভিমুখে দণ্ডায়মান হইয়া জপ করিবে, সায়ংকালে উপবেশন পূর্ব্বক জপ করিবে। প্রাতঃকালে উত্তান করে অর্থাৎ হস্ত চিত করিয়া, মধ্যাহ্নকালে তির্য্যক্ করে অর্থাৎ হস্ত বক্র করিয়া এবং সায়ংকালে হস্ত অধো-

মুখ অর্থাৎ উবুড় করিয়া জপ করিবে। জপসম্বন্ধে অন্যান্য বিষয় জপ প্রণালী অনুসারে করিবে (জপ প্রণালী দেখ)।

গায়ত্রী-কবচ।

শ্রীদেব্যুবাচ। দেব দেব মহাদেব সংসারার্ণবতারক। গায়ত্রী-কবচং দেব কৃপয়া কথয় প্রভো॥ শ্রীদেব উবাচ। মূলাধারেষু যা নিত্যা কুণ্ডলীতত্ত্বরূপিণী। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মা পরমা বিষতন্তু-স্বরূপিণী॥ বিদ্যুৎপুঞ্জপ্রতীকাশা কুণ্ডলাকৃতিরূপিণী। পরম-ব্রহ্ম-গৃহিণী পঞ্চাশদ্বর্ণরূপিণী॥ শিবস্য নর্ত্তকী নিত্যা পরব্রহ্ম-প্রপূজিতা। ব্রহ্মণঃ সৈব গায়ত্রী সচ্চিদানন্দরূপিণী॥ তত্ত্বমা-বর্ত্তবাতোঽয়ং প্রাণাত্মা নিত্যনূতনঃ। নিত্যং তিষ্ঠতু সানন্দা কুণ্ডলীভববিগ্রহে। অতিগোপ্যং মহৎ পুণ্যং ত্রিকোটিতীর্থ-সংযুতং। সর্ব্বযজ্ঞময়ং দেবি সর্ব্বানন্দময়ং সদা। সর্ব্বজ্ঞানময়ং দেবি পরব্রহ্মময়ং সদা। কবচং কথয়াম্যদ্য পার্ব্বতি প্রাণবল্লভে। ওঁ ওঁ ভূঃ ওঁ ওঁ ওঁ ভুবঃ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ স্বঃ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ত ওঁ ওঁ ৎস ওঁ ওঁ বি ওঁ ওঁ তু ওঁ ওঁ র্ব্ব ওঁ ওঁ রে ওঁ ওঁ ণ ওঁ ওঁ যং ওঁ ওঁ ভ ওঁ ওঁ র্গো ওঁ ওঁ দে ওঁ ওঁ ব ওঁ ওঁ স্য ওঁ ওঁ ধী ওঁ ওঁ ম ওঁ ওঁ হি ওঁ ওঁ ধি ওঁ ওঁ য়ো ওঁ ওঁ য়ো ওঁ ওঁ নঃ। ওঁ ওঁ প্র ওঁ ওঁ চো ওঁ ওঁ দ ওঁ ওঁ য়াৎ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ। ওঁ ভূঃ ওঁ পাতু মে মূলং চতুর্দ্দলসমন্বিতং। ওঁ ভুবঃ ওঁ পাতু মে লিঙ্গং সজলং ষড়্দলান্বিতং। ওঁ স্বঃ ওঁ পাতু মে কণ্ঠং সাকাশং দলষোড়শং। ওঁ ত ওঁ পাতু মে রূপং ব্রহ্মণঃ কারণং পরং। ওঁ ৎস ওঁ বদনং পাতু সমাংসসংযুতং মম। ওঁ বি ওঁ পাতু মে গন্ধং সদা শরীরসংযুতং। ওঁ তু ওঁ পাতু মে স্পর্শং শরী-

রস্য চ কারণং। ওঁ র্ব্ব ওঁ পাতু মে শব্দং শব্দবিগ্রহকারণং। ওঁ রে ওঁ পাতু মে নিত্যং ত্বচং শরীররক্ষকং। ওঁ ণ ওঁ পাতু মে অক্ষং সর্ব্বতত্ত্বৈককারণং। ওঁ য়ং ওঁ পাতু মে শ্রোত্রং শ্রবণস্য চ কারণং। ওঁ ভ ওঁ পাতু মে ঘ্রাণং গন্ধোপাদানকারণং। ওঁ র্গো ওঁ পাতু মে বাক্যং সভায়াং শব্দরূপিণী। ওঁ দে ওঁ পাতু মে বাহুযুগলং ব্রহ্মকারণং। ওঁ ব ওঁ পাতু মে পাদযুগলং ব্রহ্মকারণং। ওঁ স্য ওঁ পাতু মে লিঙ্গং সকলং ষড়্‌দলৈর্বৃতং। ওঁ ধী ওঁ পাতু মে নিত্যং প্রকৃতিং শব্দকারণং। ওঁ ম ওঁ পাতু মে নিত্যং মনোব্রহ্মস্বরূপিণী। ওঁ হি ওঁ পাতু মে বুদ্ধিং পরং ব্রহ্মময়ং সদা। ওঁ ধি ওঁ পাতু মে নিত্যং অহঙ্কারং যথা তথা। ওঁ য়ো ওঁ পাতু মে নিত্যং পৃথিবীং পার্থিবং বপুঃ। ওঁ যো ওঁ পাতু মে নিত্যং জলং সর্ব্বত্র সর্ব্বদা। ওঁ নঃ ওঁ পাতু মে নিত্যং তেজঃপুঞ্জং যথা তথা। ওঁ প্র ওঁ পাতু মে নিত্যং অনিলং শরীরকারণং। ওঁ চো ওঁ পাতু মে নিত্যমাকাশং শশিসন্নিভং। ওঁ দ ওঁ পাতু মে জিহ্বাং জপযজ্ঞস্য কারণং। ওঁ য়াং ওঁ পাতু মে চিত্তং শিরজ্ঞানময়ং সদা। ওঁ তত্ত্বানি পাতু মে নিত্যং গায়ত্রী পরদেবতা। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ পাতু মে নিত্যং ব্রহ্মাণী জঠরং ক্ষুধা। স্বষ্টা মে সততং পাতু ব্রহ্মাণী ভূর্ভুবঃ স্বরঃ। অস্যাঃ শ্রীগায়ত্র্যাঃ পরমব্রহ্ম ঋবিঋ্ঁগযজুঃসামাথর্ব্বাশ্ছন্দাংসি শ্রীগায়ত্রী-রুদ্রবিষ্ণুব্রহ্মাণোদেবতা ধর্ম্মার্থকামমোক্ষার্থে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ। কামক্রোধাদিকং সর্ব্বং স্মরণাৎ যাতি সাম্যতাং। ইদং কবচমজ্ঞাত্বা গায়ত্রীং প্রজপেৎ যদি। শতকোটিজপেনৈব ন সিদ্ধির্জ্জায়তে প্রিয়ে। গায়ত্রীবাচনাৎ সর্ব্বং স্মরণং সিদ্ধ্যতি

ধ্রুবং। পঠিত্বা কবচং বিপ্রোগায়ত্রীং সকৃদুচ্চরেৎ। সর্ব্বপাপ-বিনির্ম্মুক্তোজীবন্মুক্তোভবেদ্দ্বিজঃ। ইদং কবচমজ্ঞাত্বা কবচান্তং পঠেত্তু যঃ। সর্ব্বং বৃথা ভবেদ্দেবি ত্রৈলোক্যমঙ্গলাদিকং। গায়ত্রীকবচং যস্য জিহ্বায়াং বিদ্যতে সদা। তদামৃতময়ী জিহ্বা পবিত্রা জপপূজনে। ইদং কবচমজ্ঞাত্বা ব্রহ্মবিদ্যাং জপেদ্যদি। ব্যর্থং ভবতি চার্ব্বঙ্গি তজ্জপং বনরোদনং। ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্ব্বঙ্গনাগমঃ। মহান্তি পাতকানীহ স্মরণান্নাশমাপ্নুয়ুঃ। ত্বগসৃঙ্মাংসমেদোঽস্থিমজ্জাশুক্রবিনির্ম্মিতং। বাতপিত্তকফৈর্য্যুক্তং স্থূলদেহং তদুচ্যতে। সূক্ষ্মং জ্যোতির্ম্ময়ং দেহং পঞ্চভূতাত্মকং বিদুঃ। মহাপদ্মবনান্তঃস্থং সর্ব্বাবয়বসংযুতং। আধারাধেয়সম্বন্ধাৎ গায়ত্রী ব্রাহ্মণঃ স্বয়ং। অতএব পরং ব্রহ্ম কথ্যতে চোভয়াত্মকং। ব্রাহ্মণস্যৈব জীবাত্মা গায়ত্রীসহিতং বপুঃ। আত্মনোহৃদয়াম্ভোজে প্রদীপকলিকোপমং। নির্দ্ধূমঞ্চ যথা জ্যোতিস্তৈলাগ্নিবর্ত্তিযোগতঃ। তজ্জ্যোতিঃ পরমং ব্রহ্ম স এব পরমঃ শিবঃ। গায়ত্রীকবচন্যাসং মাতৃকাস্থানসন্ধিষু। যঃ কৃত্বা ব্রাহ্মণঃ শ্রেষ্ঠশ্চান্তন্যাসং সমাচরেৎ। অঙ্গন্যাসস্তদা সিদ্ধোহন্যথারণ্যরোদনং। গায়ত্রীন্যাসমাত্রেণ পরব্রহ্মময়োদ্বিজঃ। ইদং কবচমজ্ঞাত্বা ব্রহ্মচর্য্যং করোতি যঃ। ব্রহ্মচর্য্যং ভবেদ্ব্যর্থং গায়ত্রীকবচং বিনা। কবচস্য প্রসাদেন ব্রাহ্মণোজ্বলদগ্নিবৎ। কবচং পরমেশানি সৃষ্টিস্থিতিলয়াত্মকং। কবচস্য প্রসাদেন ব্রহ্মা সৃষ্টিং করোতি হি। স্থিতিঞ্চ কুরুতে বিষ্ণূরুদ্রোঽহং লয়কারণঃ। অস্তি কবচং দেবি সৃষ্টিস্থিতিলয়ং বিনা। ইদমেব ব্রহ্মময়ং সৃষ্টিস্থিতিলয়াত্মকং। কবচং ব্রাহ্মণোনাম প্রাতরুত্থায় যঃ পঠেৎ। গায়ত্রীঞ্চ সকৃৎ স্মৃত্বা জপলক্ষফলং লভেৎ। গায়ত্রীং দশধা জপ্ত্বা দশলক্ষফলং

লভেৎ। এবং ক্রমেণ গায়ত্রীং শতধা প্রজপেদ্যদি। শতলক্ষফলং প্রাপ্য বিহরেদ্দেববদ্ভুবি। গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যস্য পঠিত্বা কবচং দ্বিজঃ। সকৃদ্যদি জপেদ্বিদ্বান্ গায়ত্রীং পরমাক্ষরীং। তৎক্ষণাৎ স ভবেৎ সিদ্ধোব্রহ্মসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ। ইদং কবচমজ্ঞাত্বা গায়ত্রীং প্রজপেত্তু যঃ। জপ এব স এব স্যান্নিস্তেজা ন চ সিদ্ধিদঃ। যঃ পঠেৎ কবচং দেবি সততং শিবসন্নিধৌ। সন্নিধৌ বিষ্ণুদেবস্য কবচং শক্তিসন্নিধৌ। তেজঃপুঞ্জময়োবিপ্রস্তৎক্ষণাজ্জায়তে ধ্রুবং। ইত্যাগমসন্দর্ভে জ্ঞানদর্পণে গায়ত্রীব্রাহ্মণসর্ব্বস্বে দেবদেবী সম্বাদে গায়ত্রী কবচং সমাপ্তং।

গায়ত্রীশাপোদ্ধার।

অস্য গায়ত্রীশাপবিমোচনমন্ত্রস্য ব্রহ্ম ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোবরুণোদেবতা ব্রহ্মশাপবিমোচনে বিনিয়োগঃ। ওঁ যদ্ব্রহ্মেতি ব্রহ্ম বিদোবিদুস্ত্বাং পশ্যন্তি ধীরাঃ সুমনসোবা গায়ত্রি ত্বং ব্রহ্মশাপাৎ বিমুক্তা ভব। বশিষ্ঠশাপবিমোচনমন্ত্রস্য বশিষ্ঠ ঋষির্ব্বশিষ্ঠো দেবতা বশিষ্ঠশাপবিমোচনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অর্কজ্যোতি রহং ব্রহ্মা ব্রহ্মজ্যোতিরহং শিবঃ। শিবজ্যোতিরহং বিষ্ণুর্ব্বিষ্ণুজ্যোতিঃ শিবঃ পরঃ। গায়ত্রি ত্বং বশিষ্ঠশাপাৎ বিমুক্তা ভব। ওঁ বিশ্বামিত্রশাপবিমোচনমন্ত্রস্য বিশ্বামিত্র ঋষি রাদ্যা দেবতা বিশ্বামিত্রশাপবিমোচনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অহো দেবি মহাদেবি দিব্যে সন্ধ্যে সরস্বতি। অজরে অমরে চৈব ব্রহ্মযোনি নমোঽস্তু তে। গায়ত্রি ত্বং বিশ্বামিত্রশাপাৎ বিমুক্তা ভব।

ইতি গায়ত্রী শাপোদ্ধার সমাপ্ত।

প্রাতঃস্নানের পর সকলবেদীরই সন্ধ্যানুষ্ঠান করিতে হইবে। প্রথমে পবিত্রভাবে উপবেশন করিয়া আচমন (১৮ পৃঃ দেখ) করতঃ সন্ধ্যানুষ্ঠান করিবে।

সামবেদীয় সন্ধ্যাপদ্ধতি।

মার্জ্জন।

ওঁ শন্ন আপোধন্বন্যাঃ শমনঃ সন্তু নূপ্যাঃ। শন্নঃ সমুদ্রিয়া আপঃ শমনঃ সন্তু কূপ্যাঃ॥ ১॥ ওঁ দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ স্বিন্নঃ স্নাতোমলাদিব। পূতং পবিত্রেণেবাজ্যমাপঃ শুন্ধন্তু মৈনসঃ॥ ২॥

শন্ন ইত্যাদি। ধন্বন্যা আপঃ মরুদেশভবানি জলানি নঃ অস্মাকং শং কল্যাণং মঙ্গলং কুর্ব্বন্তু ইতি শেষঃ। তথা নূপ্যাঃ অনূপদেশভবাঃ জলপ্রায়স্থানসমুৎপন্নাঃ আপঃ শমনঃ কল্যাণ-প্রাপিকাঃ সন্তু ভবন্তু, সমুদ্রিয়াঃ সমুদ্রভবাঃ আপঃ নঃ অস্মাকং শং কুর্ব্বন্তু, কূপ্যাঃ কূপভবাঃ আপঃ শমনঃ সন্তু কল্যাণপ্রাপিকাঃ ভবন্তু। ১।

দ্রুপদাদিত্যাদি। আপঃ জলানি মা মাং এনসঃ পাপাৎ শুন্ধন্তু শোধয়ন্তু পবিত্রীকুর্ব্বন্তু। অত্র দৃষ্টান্তমাহ,—যথা স্বিন্নঃ ঘর্ম্মোপহতঃ পুরুষঃ দ্রুপদাৎ বৃক্ষমূলাৎ বৃক্ষমূলং প্রাপ্য মুমুচানঃ মুক্তোভবতি ইব যথা, স্নাতঃ মলাৎ মুক্তোভবতি ইব যথা, আজ্যং ঘৃতং পবিত্রেণ প্রাদেশমাত্রসাগ্রকুশপত্রদ্বয়োৎপবনেন পূতং ভবতি তথা মামাপঃ পবিত্রীকুর্ব্বন্তু। ২।

হে মরুদেশোদ্ভব জল! তোমরা আমাদের মঙ্গল কর, হে বহূদকদেশ সম্ভূত জল। তোমরা আমাদের কল্যাণদায়ক হও,

ওঁ আপোহিষ্ঠা ময়োভুবস্তা ন ঊর্জ্জে দধাতন মহে রণায় চক্ষসে ॥৩॥ ওঁ যোবঃ শিবতমোরসস্তস্য ভাজয়তেহ নঃ। উশতী-

---

আপোহিষ্ঠেত্যাদি। হে আপঃ হি যস্মাৎ যূয়ং ময়ঃ সুখং তস্য ভুবঃ ভাবয়িত্র্যঃ স্থ ভবথ সুখদায়িন্যোভবথেত্যর্থঃ। তা তস্মাৎ নঃ অস্মান্ ঊর্জ্জে অন্নায় দধাতন স্থাপয়ত। কিঞ্চ মহে মহতে রণায় রমণীয়ায় চক্ষসে দর্শনায় দধাতন ইতি পূর্ব্বেণৈব সম্বন্ধঃ। অয়ং বাক্যার্থঃ,—হে আপঃ যস্মাৎ যূয়ং সুখং প্রাপয়থ তস্মাৎ কারণাৎ অস্মান্ ঐহিকেনান্নেন আমুষ্মিকেণ চ মহারমণীয়-দর্শনেন পরব্রহ্মণা সংযোজয়ত ইত্যস্য প্রার্থনা। ৩।

যোব ইত্যাদি। হে আপঃ বঃ যুষ্মাকং যঃ রসঃ নির্য্যাসঃ শিবতমঃ অত্যন্তকল্যাণরূপঃ, তস্য রসস্য ইহ নঃ অস্মান্ ভাজয়ত ভাগিনঃ কুরুত তেন রসেন সম্বদ্ধানস্মান্ কুরুতেত্যর্থঃ। কিম্ভূতা-

---

হে সামুদ্রিক জল! তোমরা আমাদের মঙ্গল বিধান কর, হে কূপোদক। তোমরা আমাদের মঙ্গল সম্পাদন কর। ১।

ঘর্ম্মাক্ত ব্যক্তি যেমন বৃক্ষমূল আশ্রয় করিয়া ঘর্ম্ম হইতে বিমুক্ত হয়, স্নাতব্যক্তি যেপ্রকার শারীর মল হইতে মুক্ত হয়, সংস্কারক মন্ত্রের দ্বারা ঘৃত যেমন পবিত্র হয়, হে জল। তোমরা সেই প্রকার পাপ হইতে আমাকে পরিশুদ্ধ কর। ২।

হে জলসমূহ। তোমরা নিতান্ত আপ্যায়ক। অতএব (ইহ লোকে) আমাদের অন্ন সংস্থাপন করিয়া দেও, এবং পরম রমণীয় দর্শন ব্রহ্মের সহিত আমাদিগকে ঐক্য পাওয়াইয়া দেও; অর্থাৎ তোমাদের দ্বারা চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়া আমরা যেন ব্রহ্ম প্রাপ্ত হই, ইহাই প্রার্থনা। ৩।

রিব মাতরঃ ॥ ৪ ॥ ওঁ তস্মা অরঙ্গমাম বোযস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ। আপোজনয়থা চ নঃ ॥ ৫ ॥ ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত। ততোরাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রোঽর্ণবঃ। সমুদ্রাদর্ণবা-

---

য়ূয়ং উশতীঃ ইচ্ছন্ত্যঃ মাতর ইব ইচ্ছাযুক্তা মাতৃসমা ইত্যর্থঃ। অয়ং বাক্যার্থঃ—যথা সস্নেহা মাতরঃ পুত্রান্ কল্যাণযুক্তান্ কুর্ব্বন্তি তথা য়ূয়মপি কল্যাণাত্মক-যুষ্মদীয়-রসেন অস্মান্ সম্বন্ধান্ কুরুত ইতি অপ্সু প্রার্থনা। ৪।

তস্মা অরমিত্যাদি। হে আপঃ। বঃ যুষ্মাকং তস্মৈ তস্মিন্ রসে অরং অলং পর্য্যাপ্তিং গমাম গচ্ছামঃ তত্র যুষ্মদীয়রসবিষয়ে তৃপ্তিং গচ্ছাম ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ তত্রৈব রসবিষয়ে নঃ অস্মান্ য়ূয়ং জনয়থা চ তদ্রসভোক্তৃত্বে পরিকল্পয়থ চ ইত্যর্থঃ। তস্য কস্য যস্য রসস্য যেন রসেন ক্ষয়ায় ক্ষয়স্য স্থানস্য ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তস্য জগতঃ জিন্বথ প্রীণয়থ। অয়ং বাক্যার্থঃ—হে আপঃ। য়ূয়ং যেন রসেন ব্রহ্মাদি-স্তম্বপর্য্যন্তং স্থানং প্রীণয়থ তস্য রসস্য বিষয়ে বয়ং তৃপ্তিং গচ্ছামঃ, য়ূয়ং চ তদ্রসভোগং অস্মাকং পরিকল্পয়থ ইত্যপ্সু প্রার্থনা। ৫।

ঋতঞ্চেত্যাদি। ঋতঞ্চ সত্যঞ্চেতি পরব্রহ্ম উচ্যতে। তথা চ শ্রুতিঃ—"ঋতমেকাক্ষরং ব্রহ্ম সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেতি"

হে জলসমূহ। জননী যে প্রকার সর্ব্বদা পুত্রের কল্যাণ প্রার্থনা করেন, সেইরূপ তোমরাও তোমাদের মঙ্গলময় রসের দ্বারা আমাদিগকে পরিতৃপ্ত করিয়া আমাদের কল্যাণ কর। ৪।

হে জলসমূহ! তোমরা যে রসের দ্বারা ব্রহ্মাদিস্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎ আপ্যায়িত করিতেছ, সেই রসের দ্বারা আমাদিগকে পরিতৃপ্ত কর। ৫।

দধি সম্বৎসরোহজায়ত। অহোরাত্রাণি বিদধৎ বিশ্বস্য মিষতো-বশী। সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ। দিবঞ্চ পৃথিবীং চান্তরীক্ষমথো স্বঃ॥ ৬॥

এই মন্ত্র কএকটী পড়িয়া মার্জ্জন (৫২ পৃঃ দেখ) করতঃ প্রাণায়াম-মন্ত্রের ঋষ্যাদি স্মরণ করিবে।

আসীদিত্যধ্যাহার্য্যং। তেনায়মর্থঃ,—ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ পরব্রহ্ম আসীৎ। এতেন মহাপ্রলয়াবস্থা প্রতিপাদিতা। মহাপ্রলয়-সময়ে কেবলং পরং ব্রহ্মমাত্রমাসাদিত্যর্থঃ। ততঃ তস্যাং মহাপ্রলয়াবস্থায়ামেব রাত্রিঃ অজায়ত রাত্রিঃ সমুৎপন্না সকলমন্ধ-কারময়মাসীদিত্যর্থঃ। তথা চ স্মৃতিঃ,—"আসীদিদং তমোভূতম-প্রজ্ঞাতমলক্ষণং"। ততঃ মহাপ্রলয়াবসানসময়ে সৃষ্ট্যারম্ভে অভী-দ্ধাৎ সর্ব্বতোভাবেন ইদ্ধাৎ লব্ধবৃত্তেঃ, প্রলয়সময়ে হি নিরুদ্ধবৃত্তি অদৃষ্টং ভবতি। অদৃষ্টবলাৎ অর্ণবঃ অর্ণঃ পানীয়ং তদস্যাস্তীতি অর্ণবঃ পানীয়যুক্তঃ জলপূর্ণঃ সমুদ্রঃ অধ্যজায়ত সকলসংসারনিমিত্তং জলরাশিরুৎপন্ন ইত্যর্থঃ। তথা চ স্মৃতিঃ,—"অপএব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমপাসৃজৎ" ইতি। ততঃ অনন্তরং অর্ণবাৎ সমুদ্রাৎ ধাতা স্রষ্টা অধি অধ্যজায়ত। কিম্ভূতোধাতা? মিষতঃ প্রকটী-ভূতস্য বিশ্বস্য বশী প্রভুঃ মহাপ্রলয়েন বিলুপ্তস্যাস্য ত্রৈলোক্যস্য নির্ম্মাণে প্রভুরিত্যর্থঃ। স ধাতা যথাপূর্ব্বং যথাক্রমং সূর্য্যাচন্দ্র-মসৌ অকল্পয়ৎ কল্পিতবান্ সৃষ্টবান্। কিম্ভূতৌ সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ?

মহাপ্রলয়কালে সমস্ত জগৎ বিধ্বস্ত হইয়া পরমব্রহ্মে বিলীন হইয়া ছিল, তখন রাত্রি, অর্থাৎ সমস্ত জগৎ অন্ধকারময় হইয়াছিল। তৎপর অদৃষ্টের বিকাশ হইয়া সৃষ্টির আরম্ভ হইল।

ঋষ্যাদি স্মরণ।

ওঁ কারস্য ব্রহ্ম ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দেবতা সর্ব্বকর্ম্মারম্ভে বিনিয়োগঃ। ৭। সপ্তব্যাহৃতীনাং প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্র্যুষ্ণিগনু-

---

অহোরাত্রাণি বিদধৎ অহঃ রাত্রিঞ্চ কুর্ব্বাণৌ। সূর্য্যোদিবসং করোতি, চন্দ্রোরাত্রিং করোতি ইত্যর্থঃ। ততঃ সূর্য্যচন্দ্রয়োরুৎপত্ত্যনন্তরং সম্বৎসরোঽজায়ত সমুৎপন্নঃ সূর্য্যচন্দ্রোৎপত্ত্যনন্তরং রাত্রিদিবসবিভাগঃ অভবৎ, রাত্রিদিবসবিভাগে সতি সম্বৎসরব্যবস্থা ভবতীত্যর্থঃ। অথ অনন্তরং দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চ অন্তরীক্ষঞ্চ স্বশ্চ স এব ধাতা অকল্পয়ৎ চরাচরাত্মকসকললোকান্ সৃষ্টবান্ ইত্যর্থঃ। অত্র স্বঃশব্দেন নক্ষত্রলোকোপরিস্থস্বর্গলোক উচ্যতে, দিবশব্দেন তু তদূর্দ্ধস্থমহর্লোকাদিলোকচতুষ্টয়ং। তদিথমনেন মন্ত্রেণ সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়াঃ প্রতিপাদিতাঃ। (ইতি হলায়ুধকৃতটীকা)। ৬।

ওঁ ভূরিত্যাদি। তদিতি ষষ্ঠ্যা বিপরিণম্যতে। তস্য সবিতুঃ সর্ব্বস্য প্রসবদাতুঃ আদিত্যান্তরপুরুষস্য দেবস্য হিরণ্যগর্ভোপাধ্যবচ্ছিন্নস্য বা বিজ্ঞানানন্দস্বভাবস্য বা ব্রহ্মণঃ বরেণ্যং বরণীয়ং ভর্গঃ। ভর্গশব্দোবার্য্যবচনঃ। "বরণাদ্ধ বা অভিবিবিচানাদ্ভর্গোপ-

---

সৃষ্টির প্রথমে জলপূর্ণ সমুদ্র উৎপন্ন হইল। সেই সমুদ্রায়মান জগতে জগৎ-সৃষ্টি-সমর্থ ব্রহ্মার আবির্ভাব হইল, তিনি যথাক্রমে সূর্য্য ও চন্দ্রের নির্ম্মাণ করিলেন। তদ্দ্বারা দিন ও রাত্রির বিভাগ হইল। দিন রাত্রির বিভাগ বশতঃ সম্বৎসরের সৃষ্টি হইল। অনন্তর বিধাতা আকাশ, পৃথিবী, স্বর্গ এবং মহরাদি লোক-সৃষ্টি করিলেন। ৬।

ষ্টুব্‌বৃহতীপংক্তিত্রিষ্টুব্‌জগত্যশ্ছন্দাংসি অগ্নিবায়ুসূর্য্যবরুণবৃহস্পতী-ন্দ্রবিশ্বেদেবা দেবতাঃ প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ।৮। গায়ত্র্যা

চক্রাম বীর্য্যং বৈ ভর্গঃ" ইতি শ্রুতিঃ। তেন হি পাপং ভৃজ্জন্তি দহন্তি। ভৃজি ভর্জ্জনে। অথবা ভর্গস্তেজোবচনঃ। যদ্বা মণ্ডলং পুরুষোরশ্ময় ইত্যেতৎ ত্রিতয়মভিপ্রেয়তে। দেবস্য দানাদিগুণ-যুক্তস্য। ধীমহি। ধ্যৈ চিন্তায়াং। অস্য ছান্দসং সংপ্রসারণম্। ধ্যায়ামঃ চিন্তয়ামঃ নিধিধ্যাসং তদ্বিষয়ং কুর্ম্ম ইতি যাবৎ। ধিয়ো-য়োনঃ। ধীশব্দোবুদ্ধিবচনঃ কর্ম্মবচনোবা বাক্‌বচনশ্চ। বুদ্ধীঃ কর্ম্মাণি বা বাচোবা যঃ সবিতা নঃ অস্মাকং প্রচোদয়াৎ। চুদ সংচোদনে। প্রকর্ষেণ চোদয়তি প্রেরয়তি তস্য সবিতুঃ সম্বন্ধি-বীর্য্যং তেজোবা ধ্যায়াম ইতি সম্বন্ধঃ। বাক্যভেদেন বা যোজনা। তৎ সবিতুঃ বরণীয়ং বীর্য্যং তেজোবা দেবস্য ধ্যায়মিঃ। যশ্চ বুদ্ধীঃ প্রচোদয়াৎ প্রেরয়তি অস্মাকং তঞ্চ ধ্যায়ামঃ স চ সবিতৈব ভবতি। লিঙ্গব্যত্যয়েন বা যোজনা। তৎ সবিতু র্ব্বরণীয়ং ভর্গঃ দেবস্য ধ্যায়ামঃ ধিয়োযম্ভর্গঃ অস্মাকং প্রেরয়তি। (ইতি উব্বটভাষ্যে গায়ত্রীব্যাখ্যা)

এবং গায়ত্র্যা ভর্গস্য মাহাত্ম্যমুপবর্ণ্য পুনস্তস্যৈব মহাপ্রভা-বত্বং সপ্তব্যাহৃতিভির্ব্বিশেষণভূতাভিরভিধীয়তে। তদ্‌যথা। কিন্তূতং

ওঁকার মন্ত্রের ঋষি ব্রহ্মা, ছন্দঃ গায়ত্রী, দেবতা অগ্নি এবং সর্ব্বকর্ম্মের প্রারম্ভে উচ্চারণ করিতে হয়। ৭। ভূ, ভূব, স্ব, মহ, জন, তপ এবং সত্য এই সপ্ত ব্যাহৃতির প্রজাপতি ঋষি, যথাক্রমে গায়ত্রী, উষ্ণিক্‌, অনুষ্টুপ, বৃহতী, পঙ্‌ক্তি, ত্রিষ্টুপ্‌ ও জগতী এই সাতটী ছন্দঃ, অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, বরুণ, বৃহস্পতি, ইন্দ্র, ও বিশ্বদেব

বিশ্বামিত্র ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সবিতা দেবতা প্রাণায়ামে বিনি-য়োগঃ। ৯। গায়ত্রীশিরসঃ প্রজাপতির্ঋষি (ক) ব্রহ্মবায়ুগ্নি-ভর্গঃ ভূরাদিসপ্তলোকপ্রকাশকং। ভূঃ ভূমিলোকঃ, ভুবঃ ভুব-লোকঃ অন্তরীক্ষং, স্বঃ স্বর্গলোক, মহঃ মহর্লোকঃ, জনঃ জন-লোকঃ, তপঃ তপোলোকঃ, সত্যং সত্যলোকঃ এবমুপর্য্যুপরি ক্রমেণাবস্থিতান্ লোকান্ অভিব্যাপ্য অবস্থিতঃ অসৌ ভর্গঃ সপ্ত-লোকানেব প্রদীপবৎ প্রকাশয়তীত্যর্থঃ। সপ্তলোকাঃ পুনরেতাঃ সপ্তব্যাহৃতয় এবেতি যোগিযাজ্ঞবল্ক্যেন প্রতিপাদিতং। অত্র চ ক্ষরত্যনোঙ্কৃতং ব্রহ্ম ইতি প্রত্যবায়পরিহারায় প্রতিব্যাহৃতি ওঙ্কারস্য প্রয়োগঃ। অথবা ভূরাদি সপ্তলোকানাং বিশেষণত্বেন ওঁকারাঃ সপ্তৈতে নির্দ্দিষ্টাঃ। ওঁকারস্বরূপা এবৈতে সপ্তলোকা ইত্যভিপ্রায়ঃ। উক্তপ্রকারেণ তস্য আদিত্যদেবতা-স্বরূপস্য ভর্গস্য তথাবিধং প্রভাবমুপদর্শ্য পুনরিদানীং তস্যোবোৎকর্ষ-প্রতিপাদনায় শিরোমন্ত্রপ্রয়োজনমাহ। পুনরপি কীদৃশোঽসৌ ভর্গঃ ব্রহ্মস্বরূপঃ পরমাত্মস্বরূপ ইত্যর্থঃ, ভর্গএব পরমাত্মভূত ইত্যভিপ্রায়ঃ। কিঞ্চ প্রাণিনাং হৃদয়াভ্যন্তরবর্ত্তী যোজীবাত্মা সোঽপি ভর্গ এব। তথা চ যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ, "আদিত্যান্তর্গতং

দেবতা, এবং প্রাণায়ামে ইহার প্রয়োগ করিতে হয়।৮। গায়ত্রীর ঋষি বিশ্বামিত্র (ব্রহ্মা) গায়ত্রী ছন্দঃ, সূর্য্য দেবতা প্রাণায়ামে ইহার প্রয়োগ।৯। গায়ত্রীশিরের (আপোজ্যোতিরিত্যাদির)

(ক) অনেক পদ্ধতিতে "প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ" এইরূপ লিখিত আছে। তাহা ভ্রান্তিমূলক। গায়ত্রীশিরের ছন্দ নাই। (ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বের প্রাতঃসন্ধ্যা-প্রকরণ দেখ)

সূর্য্যাশ্চতস্রোদেবতাঃ প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ"। ১০। ইত্যাদি বাক্যোক্ত ঋষ্যাদি স্মরণ করিয়া প্রাণায়াম করিতে হইবে।

যচ্চ জ্যোতিষাং জ্যোতিরুত্তমং। হৃদয়ে সর্ব্বজন্তূনাং জীবভূতঃ স তিষ্ঠতি॥ হৃদ্যাকাশে চ যো জীবঃ সাধকৈরুপবর্ণ্যতে। স এবা দিত্যরূপেণ বহির্নভসি রাজতে॥" পুনঃ কিম্বিশিষ্টোঽসৌ ভর্গঃ জ্যোতিঃ তেজঃস্বরূপঃ মণিপাষাণধাতুপ্রভৃতিষু স্থাবরেষু চ স এব ভর্গঃ তেজোরূপেণ বসতীত্যর্থঃ। পুনঃ কীদৃশঃ? রসঃ তৃণবৃক্ষৌষধ্যাদিষু স্থাবরেষু চ স এব রসরূপেণ বসতীত্যর্থঃ। অয়মভিপ্রায়ঃ,—জঙ্গমেষু দেবাসুরনরোরগপশুপক্ষিকীটাদিষু ভাবাদন্তশ্চরতয়া ব্রহ্মস্বরূপোঽসৌ ভর্গঃ বিদ্যত এব। যে চ স্থাবরাঃ পাষাণমণিধাতুপ্রভৃতয়ঃ তেষু চ তেজোমূর্ত্ত্যা স এব ভর্গঃ প্রতিবসতি। যেঽপ্যপরে বৃক্ষৌষধিতৃণাদয়ঃ স্থাবরাস্তেষপি রসরূপতয়া স এব ভর্গঃ অবতিষ্ঠতে। এবমখিলস্থাবরজঙ্গমমেব তেন ভর্গেণাভিব্যাপ্তমিতি। ন কেবলময়ং ভর্গঃ পরমাত্মতয়ৈব জঙ্গমেষু বিদ্যতে অপি তু জঙ্গমানামমৃতনামা চেতনাত্মাপি স এব ভর্গ ইতি দর্শয়িতুমাহ। পুনঃ কিম্ভূতোঽসৌ ভর্গঃ অমৃতং অমৃতনামা জ্যোতির্ম্ময়ঃ যশ্চেতনাত্মা প্রাণিনাং হৃদয়ে বসতি সোঽপি ভর্গ এবেত্যর্থঃ। তদেবংস্বরূপঃ অমৃতনামা চেতনাত্মাপি তস্য পরমাত্মরূপভর্গস্যেব মূর্ত্তিরিতি প্রতিপাদিতং। কিন্তু জল এব নিখিলং ত্রৈলোক্যমুৎপন্নং। যদুক্তং,—"অপ এব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমপাসৃজৎ।" ইতি। তজ্জগত্রয়স্যাধারভূতং জলমপি ভর্গ

প্রজাপতি ঋষি, (ইহার ছন্দ নাই) দেবতা ব্রহ্মা, বায়ু, অগ্নি ও সূর্য্য, প্রাণায়ামে ইহার উচ্চারণ করিতে হয়। ১০।

প্রাণায়াম।

ব্রাহ্মী রক্তবর্ণং চতুর্ম্মুখং দ্বিভুজং অক্ষসূত্রকমণ্ডলুকরং হংসবাহনস্থং ব্রহ্মাণং ধ্যায়েৎ। ১১। ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং ওঁ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং

এবেতি দর্শয়িতুং ভর্গবিশেষণমাহ আপ ইতি জলরূপোঽপি স এব ভর্গঃ। ন কেবলং ত্রৈলোক্যজন্মাধারভূতজলমসৌ ভর্গঃ, অপি তু ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রমূর্ত্তিতয়া সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ানামেব কর্ত্তা স ভর্গ ইতি দর্শয়িতুং পুনর্ভর্গবিশেষণমাহ ভূর্ভুবঃ স্বরিতি। এত ব্যাহৃতিত্রয়ং সত্ত্বরজস্তমোময়ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রাত্মকং। তদয়মর্থঃ—সত্ত্বরজস্তমোময়ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রস্বরূপশ্চ স এব ভর্গ ইতি ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরতয়া সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ানেবাসৌ পরব্রহ্মাত্মকঃ ভর্গঃ করোতীত্যভিপ্রায়ঃ।

ইত্থং নিখিলচরাচরাত্মকত্রৈলোক্যমেব ভর্গস্বরূপং। ত্রৈলোক্যোৎপত্তিস্থানং ত্রৈলোক্যোৎপাদয়িতা ত্রৈলোক্যসংহর্ত্তা ভর্গ এব অতোভর্গাদন্যৎ কিমপি ন সম্ভবতীতি পরব্রহ্মস্বরূপত্বং তস্য ভর্গস্য প্রতিপাদিতং। অস্যাস্তু সপ্তব্যাহৃতিযুক্তসশিরস্কগায়ত্র্যা অয়ং বাক্যার্থঃ,—যস্তথাভূতোভর্গঃ অস্মান্ প্রেরয়তি স এব

রক্তবর্ণ, চতুরানন, দ্বিবাহু, একহস্তে রুদ্রাক্ষমালা ও অপর হস্তে কমণ্ডলুধারী, হংসবাহন ব্রহ্মাকে নাভিদেশে অবস্থিতরূপে চিন্তা করিবে। ১১।

যিনি ভূ প্রভৃতি সপ্ত লোকের প্রকাশক, যিনি জল, তেজ, এবং রসরূপে বর্ত্তমান, যিনি সমস্ত প্রাণী হৃদয়ে জীবাত্মরূপে

ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ। ওঁ আপো-জ্যোতিরসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বঃ ওঁ"। ১২। এই মন্ত্র পড়িয়া

জলজ্যোতিরসামৃতভূরাদিলোকত্রয়াত্মকসকলচরাচরস্বরূপব্রহ্মা মহেশ্বরসূর্য্যাদিনানাদেবতাময়-পরব্রহ্মস্বরূপঃ ভূরাদিসপ্তলোকান্ প্রদীপবৎ প্রকাশয়ন্ মদীয়জীবাত্মানং জ্যোতীরূপং সত্যাখ্যং সপ্তমং ব্রহ্মলোকং নীত্বা স্বাত্মন্যেব ব্রহ্মণি ব্রহ্মজ্যোতিষা সহৈক-ভাবং করোত্বীতি বিচিন্তয়ন্ প্রাণায়ামং জপং বা কুর্য্যাদিতি। তদেবং স্বরূপায়া গায়ত্র্যাঃ সম্যগর্থজ্ঞানপূর্ব্বকং যথাবিধিপ্রাণায়ামে জপে বা ক্রিয়মাণে কথং মহাপাতকোপপাতকাজ্ঞাতানি চ সপ্তজন্ম-কৃতানি পাপানি ন নাশমুপযাস্যন্তি? এতস্যাঃ সম্যগনুচিন্তনেন বা কথমপবর্গসিদ্ধির্ন ভবিষ্যতি? (ইতিহলায়ুধকৃতটীকা)। ১২।

অবস্থিত আছেন, যিনি সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের আলম্বনে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্ররূপে প্রকাশমান, সেই সূর্য্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী অর্থাৎ সূর্য্যমণ্ডলোপাধি-পরিচ্ছিন্ন চৈতন্যকে (ব্রহ্মকে) আমরা উপাসনা করি, তিনি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ বিষয়ে আমাদের বুদ্ধি-বৃত্তিকে প্রেরিত করুন (ক)। ১২।

(ক) এই সব্যাহৃতি গায়ত্রীর অনুবাদ বিস্তার করিয়া লিখিতে হইলে অতি বিস্তৃত প্রবন্ধ হইয়া পড়ে, সুতরাং তাহা এখানে সম্ভব নাই। যজুর্ব্বেদের উবট ভাষ্য এবং হলায়ুধ কৃত সংস্কৃত বিস্তৃত টীকা সন্নিবেশিত হইল, ইহা দ্বারা প্রকৃত রহস্য বুঝিয়া লইবেন। গায়ত্রীর অর্থ বাঙ্গালা ভাষায় সুস্ফুট হইতে পারে না। যাঁহারা নিজে সংস্কৃত ভাল বুঝিতে না পারেন, তাঁহারা কোন পণ্ডিত ব্যক্তির নিকট বুঝিয়া লইবেন। তাহা হইলে গায়ত্রীর অর্থে কি মধুরতা আছে, উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

নাভিদেশে ব্রহ্মার ধ্যান করতঃ পূরক প্রাণায়াম করিবে। পরে,—

"হৃদি নীলোৎপলদলপ্রভং চতুর্ভুজং শঙ্খচক্রগদাপদ্মহস্তং গরুড়ারূঢ়ং কেশবং ধ্যায়ন্"। ১৩। অতঃপর "ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ" এই ১২ চিহ্নিত মন্ত্রটী পাঠ করিয়া হৃদয়দেশে বিষ্ণুর চিন্তা করিয়া কুম্ভক প্রাণায়াম করিবে। পরে,—

"ললাটে শ্বেতবর্ণং দ্বিভুজং ত্রিশূলডমরুকরং অর্দ্ধচন্দ্রবিভূষিতং ত্রিনেত্রং বৃষভারূঢ়ং শম্ভুং ধ্যায়ন্"। ১৪। অতঃপর ১২ চিহ্নিত মন্ত্রটী পাঠ করিয়া ললাটদেশে শম্ভুর ধ্যান করতঃ রেচক প্রাণায়াম করিবে। (৫৪ পৃঃ প্রাণায়াম-প্রণালী দেখ)

সূর্য্যশ্চেতি। মা মাং রক্ষন্তাং, কে ? সূর্য্যশ্চ মন্যুশ্চ মন্যুর্যজ্ঞঃ মন্যুপতয়শ্চ যজ্ঞপতয় ইন্দ্রাদয়ঃ। কেভ্যঃ রক্ষন্তাং ? পাপেভ্যঃ কিম্ভূতেভ্যঃ ? মন্যুকৃতেভ্যঃ অসাদ্বযজ্ঞকৃতেভ্যঃ। যদ্বা মন্যুঃ ক্রোধঃ। অত্র পক্ষে ক্রোধপতয় ইন্দ্রিয়াণি। 'ক্রোধকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যঃ ক্রোধোরক্ষতাং। কিমুক্তং ভবতি। মমৈতাদৃশঃ ক্রোধো মাভবতু যেনাহমকার্য্যং করোমীতি। কিঞ্চ যৎ পাপং রাত্র্যা অকার্ষং কৃতবানস্মি। কেন কেন ? মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যাং উদরেণ শিশ্না শিশ্নেন লিঙ্গেন। তৎ পাপং অহঃ দিবসঃ অহরভিমানী-দেবঃ অবলুম্পতু নাশয়তু। যৎ কিঞ্চিৎ ময়ি মদাশ্রিতং দুরিতং পাপং

নীলপদ্মের ন্যায় প্রভাশালী চতুর্ভুজ শঙ্খ চক্র-গদা পদ্ম-হ গরুড়োপরি আরূঢ় বিষ্ণুকে হৃদয়দেশে ধ্যান করিবে। ১৩।

ললাটদেশে শ্বেতবর্ণ দ্বিভুজ ত্রিশূল ও ডমরুধারী অর্দ্ধচন্দ্র-বিভূষিত বৃষবাহন শম্ভুকে ধ্যান করিবে। ১৪।

আচমন।

দক্ষিণহস্তে জল লইয়া প্রাতঃকালে এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক তিন বার পান করতঃ আচমন (১৮ পৃঃ দেখ) করিবে। মন্ত্র যথা—

ওঁ সূর্য্যশ্চ মেতি মন্ত্রস্য ব্রহ্ম ঋষিঃ প্রকৃতিশ্ছন্দ আপোদেবতা আচমনে বিনিয়োগঃ। ওঁ সূর্য্যশ্চ মা মন্যুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাং যদ্রাত্র্যা পাপমকার্ষং মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্‌ভ্যামুদরেণ শিশ্না অহস্তদবলুম্পতু যৎ কিঞ্চিদ্দুরিতং ময়ি ইদমহমাপোঽমৃতযোনৌ সূর্য্যে জ্যোতিষি পরমাত্মনি জুহোমি স্বাহা। ১৫।

তৎ ইদং আপঃ অহং সূর্য্যে জুহোমি। কিম্ভূতে সূর্য্যে? পরমাত্মনি জ্যোতিষি হৃৎপদ্মমধ্যস্থিতে প্রকাশরূপে জ্যোতিষি। পুনঃ কীদৃশে? অমৃতযোনৌ অমৃতনামা যঃ সোমমধ্যস্থঃ হুতাশনঃ তদুৎপত্তিস্থানভূতে। স্বাহা তৎ আপঃ সুহুতং ভবতু। ১৫।

"সূর্য্যশ্চ মা মন্যুশ্চ" ইত্যাদি মন্ত্রের ঋষি ব্রহ্মা, ছন্দঃ প্রকৃতি, জল দেবতা (ক) এবং আচমনে ইহার প্রয়োগ হয়। সূর্য্য, যজ্ঞদেব, ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ অসম্পূর্ণ যজ্ঞ কৃত পাপ হইতে

(ক) জলাদি অচেতন—জড় পদার্থ দেবতা হয় কি রূপে, এ আপত্তি হঠাৎই আমাদের মনে উদয় হইতে পারে, তাই শাস্ত্রে ইহার উত্তর করিয়াছেন,—"অধিষ্ঠাত্র্যোদেবতা বিদ্যন্তে, প্রতিমাভূতাস্ত শাখাদয়ঃ, তাঃ ফলং সাধয়ন্তীত্যদোষঃ"। (শুক্লযজুর্ব্বেদ উব্বট ভাষ্য) প্রত্যেক অচেতন পদার্থের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছে, জলাদি একটা প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ। প্রার্থনাদি অধিষ্ঠাত্রী দেবতার করা হয় এবং ফল ও তাঁহারাই সাধন করেন। সুতরাং জড়ের উপাসনা বলিয়া কোন আপত্তি থাকিল না।

মধ্যাহ্নে আচমন মন্ত্র,—"ওঁ আপঃ পুনন্ত্বিতি মন্ত্রস্য বিষ্ণু-র্ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দ আপোদেবতা আচমনে বিনিয়োগঃ। ওঁ আপঃ পুনন্তু পৃথিবীং পৃথ্বী পূতা পুনাতু মাং পুনন্তু ব্রহ্মণস্পতির্ব্রহ্ম পূতা পুনাতু মাং যদুচ্ছিষ্টমভোজ্যঞ্চ যদ্বা দুশ্চরিতং মম সর্ব্বং পুনন্তু মামাপোঽসতাঞ্চ প্রতিগ্রহং স্বাহা"। ১৬।

আপঃ পুনন্ত্বিত্যাদি। আপঃ পৃথিবীং পুনন্তু পবিত্রীকুর্ব্বন্তু, পৃথ্বী পূতা অদ্ভিঃ পবিত্রা সতী মাং ক্ষেত্রজ্ঞং পুনাতু। ন কেবলং আপঃ পৃথিবীং পুনন্তু অপি তু ব্রহ্মণস্পতিঃ জ্ঞানস্য পতিং আশ্রয়ং পরমাত্মানমপি পুনন্তু, তৎ ব্রহ্ম পরমাত্মা পূতা পূতং সৎ মাং পুনাতু। অত্র পৃথিবীপদেন পার্থিবোদেহঃ বিবক্ষিতঃ। ততশ্চ আপঃ পৃথিবীং পুনন্তু মদীয়ং পার্থিবং দেহং পুনন্ত্বিত্যর্থঃ। ইত্থং দেহপাবনদ্বারা মাং আপঃ পুনন্ত্বিত্যর্থঃ। কুত্র? মম যৎ উচ্ছিষ্টং অপাবনং অভোজ্যং চ গর্হিতং ভোজ্যঞ্চ যদ্বা যৎ অপি দুশ্চরিতং অসদাচরণং অসতাং অপ্রতিগ্রাহ্যাণাং প্রতিগ্রহঞ্চ তৎ সর্ব্বং তত্র সর্ব্বত্র মাং আপঃ পুনন্তু, স্বাহা তা আপঃ সুহুতা ভবন্তু। ১৬।

আমাকে রক্ষা করুন। আমি রাত্রিতে মন, বাক্য, হস্ত, পদ, ও শিশ্নদ্বারা অর্থাৎ কায়, মন ও বাক্যদ্বারা যে পাপ করিয়াছি, দিবসাভিমানী দেব তাহা নষ্ট করুন এবং মদীয় আরো যে কিছু পাপ আছে, তৎ সমস্ত এই জলে সংক্রান্ত করিয়া এই পাপময় জল হৃৎপদ্ম মধ্যবর্ত্তী প্রকাশরূপ অমৃতময় পরম জ্যোতিতে সমর্পণ করিলাম। তিনি ইহা দগ্ধ করুন। ১৫।

"আপঃ পুনন্তু" ইত্যাদি মন্ত্রের ঋষি বিষ্ণু, ছন্দঃ অনুষ্টুপ্, জল দেবতা এবং আচমনে নিয়োগ। জল আমার পার্থিব দেহকে

সায়ংকালের আচমন মন্ত্র,—"ওঁ অগ্নিশ্চ মেতি মন্ত্রস্য রুদ্র ঋষিঃ প্রকৃতিশ্ছন্দ আপোদেবতা আচমনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নিশ্চ মা মন্যুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যোরক্ষন্তাং যদহ্না পাপমকার্ষং মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না রাত্রিস্তদবলুম্পতু যৎ কিঞ্চিদ্দুরিতং ময়ি ইদমহমাপোঽমৃতযোনৌ সত্যে জ্যোতিষি পরমাত্মনি জুহোমি স্বাহা"। ১৭।

অগ্নিশ্চেত্যাদি। অগ্ন্যাদয়ঃ পাপেভ্যঃ মা মাং রক্ষন্তাং, যৎ পাপং অহ্না দিবসেন অকার্ষং কৃতবানস্মি, তৎ পাপং রাত্রিঃ অবলুম্পতু নাশয়তু, তথা ময়ি মদাশ্রিতং যৎ কিঞ্চিৎ দুরিতং যাবদেব পাপং তৎ ইদং আপঃ পরমাত্মনি জ্যোতিষি সত্যে জুহোমি। কীদৃশে সত্যে? অমৃতযোনৌ অমৃতসংজ্ঞকহুতাশনস্থিতে। স্বাহা তৎ আপঃ সুহুতা ভবন্তু। অন্যৎ সর্ব্বং সূর্য্যশ্চ মামন্যুশ্চেতি মন্ত্রব্যাখ্যায়াং দ্রষ্টব্যং। ১৭।

পবিত্র করুন এবং দেহ পবিত্র হইয়া আমাকে (ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মাকে) পবিত্র করুক এবং জল পরমাত্মাকে পবিত্র করুন, পরমাত্মা ও পবিত্র হইয়া আমাকে পবিত্র করুন। উচ্ছিষ্ট ও অভোজ্যভোজন, অসদাচরণ এবং অসৎপ্রতিগ্রহ জনিত আমার যত পাপ আছে, তৎ সমস্ত হইতে জল আমাকে রক্ষা করুন অর্থাৎ সেই সমস্ত পাপ হইতে আমাকে মুক্ত করুন। পাপ বিনাশের নিমিত্ত অভিমন্ত্রিত এই জল অমৃত নামক হুতাসন স্থিত সত্য স্বরূপ পরমাত্মাতে সুহুত হউক। ১৬।

"অগ্নিশ্চ মা মন্যুশ্চ" ইত্যাদি মন্ত্রের রুদ্র ঋষি, প্রকৃতি ছন্দঃ, জল দেবতা এবং আচমনে প্রয়োগ। অগ্নি, যজ্ঞদেব, এবং ইন্দ্রাদি

তিন বেলার এইরূপ আচমন করিয়া জলের উপরে একবার গায়ত্রী জপ করিয়া (ক) মার্জ্জনের (৫২ পৃঃ দেখ) ন্যায় পুনর্ম্মার্জ্জন করিবে। পুনর্ম্মার্জ্জন মন্ত্র যথা,—"আপোহিষ্ঠেতি ঋক্‌ত্রয়স্য সিন্ধুদ্বীপ ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দ আপোদেবতা মার্জ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ আপোহিষ্ঠা ময়োভুবস্তা ন উর্জ্জে দধাতন মহে রণায় চক্ষসে। ওঁ যোবঃ শিবতমোরসস্তস্য ভাজয়তেহ নঃ। উশতীরিব মাতরঃ। ওঁ তস্মা অরঙ্গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ। আপোজনয়থা চ নঃ"।১৮।

অঘমর্ষণ।

অতঃপর এই মন্ত্রে অঘমর্ষণ (৫৪ পৃঃ দেখ) করিবে। মন্ত্র যথা,—"ঋতমিত্যস্য অঘমর্ষণ ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দোভাববৃত্তোদেবতা অশ্বমেধাবভৃথে বিনিয়োগঃ। ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোহধ্যজায়ত ততোরাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রোঽর্ণবঃ। সমুদ্রাদর্ণবাদধিসম্বৎসরোহজায়ত অহোরাত্রাণি বিদধৎ বিশ্বস্য মিষতো-

---

দেবগণ মদীয় পাপ বিনাশ করিয়া আমাকে রক্ষা করুন। আমি দিবসে মন, বাক্য, হস্ত, পদ, উদর এবং শিশ্নদ্বারা যে যে পাপ করিয়াছি, রাত্রি-অভিমানিনী দেবতা তৎসমস্ত পাপ নষ্ট করুন, এবং আমাকে আশ্রয় করিয়া অন্য যত পাপ আছে, তাহা অমৃতনামক হৃদয়-স্থিত সত্যস্বরূপ পরমাত্মাতে সমর্পণ করিলাম। ১৭।

"আপোহিষ্ঠা" ইত্যাদি মন্ত্রত্রয়ের ঋষি সিন্ধুদ্বীপ, গায়ত্রী ছন্দঃ, জল দেবতা এবং মার্জ্জনে প্রয়োগ। "আপোহিষ্ঠা" ইত্যাদি মন্ত্র পূর্ব্বেই অনুবাদিত হইয়াছে। ১৮।

(ক) যজুর্ব্বেদীয়েরা গায়ত্রী জপ না করিয়া কেবল "আপোহিষ্ঠা" ইত্যাদি মন্ত্র পড়িয়া মার্জ্জন করিবেন।

বশী। সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ দিবঞ্চ পৃথিবীং চান্তরীক্ষ মথো স্বঃ"। ১৯।

অনন্তর তিনবার গায়ত্রী পড়িয়া সূর্য্য উদ্দেশে তিন-অঞ্জলি জল প্রদান করিয়া সূর্য্যোপস্থান (৫৫ পৃঃ দেখ) করিবে।

সূর্য্যোপস্থান।

উদুত্যমিত্যস্য প্রস্কন্ন ঋষির্গায়ত্রী ছন্দঃ সূর্য্যোদেবতা সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ উদু ত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ। দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যং। ২০। ওঁ চিত্রমিত্যস্য কৌৎস

উদুত্যমিত্যাদি। ত্যং তং সূর্য্যং দেবং কেতবঃ রশ্ময়ঃ উদ্বহন্তি ঊর্দ্ধং বহন্তি, কিম্ভূতং জাতবেদসং অগ্নিতেজোময়মিত্যর্থঃ। কিমর্থমুদ্বহন্তি,অত্র বিশ্বায় বিশ্বস্য দৃশে দর্শনায়। অয়ং বাক্যার্থঃ— তেজঃস্বরূপং সূর্য্যং দেবং বিশ্বপ্রকাশনায় রশ্ময় ঊর্দ্ধমুদ্বহন্তীতি আদিত্যস্বরূপোৎকীর্ত্তনমিদং। ২০।

"ঋত" মিত্যাদি মন্ত্রের ঋষি অঘমর্ষণ, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, ব্রহ্মা দেবতা, অশ্বমেধ যজ্ঞান্তে স্নানকার্য্যে প্রয়োগ। মন্ত্রের অর্থ পূর্ব্বেই অনুবাদিত হইয়াছে। ১৯।

"উদুত্যং" মিত্যাদি মন্ত্রের প্রস্কন্ন ঋষি, গায়ত্রী ছন্দ, সূর্য্য দেবতা এবং সূর্য্যোপস্থানে প্রয়োগ। অগ্নির ন্যায় তেজঃসম্পন্ন সেই প্রসিদ্ধ সূর্য্যদেবকে তদীয় রশ্মি সমূহ ঊর্দ্ধে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে অর্থাৎ আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছে (ক) সেই হেতু

(ক) আকর্ষণ শক্তিদ্বারা সূর্য্যমণ্ডল শূন্যে অবস্থিতি করিতেছে, ইহাও এই মন্ত্রের দ্বারা প্রতিপাদিত হইল।

ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্য্যোদেবতা সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ। আপ্রা দ্যাবা পৃথিবীঅন্তরীক্ষং সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ। ২১।

অতঃপর নিম্ন লিখিত ১১টী মন্ত্রের এক একটী মন্ত্র পাঠ করিয়া এক এক অঞ্জলি জল দিবে।

কীদৃশোঽসৌ সূর্য্য ইত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ চিত্রং দেবানামিত্যাদি। অসৌ সূর্য্য উদগাৎ উদিতোঽভবৎ। কিম্ভূতঃ? মিত্রস্য বরুণস্য অগ্নেঃ ত্রয়াণাং দেবানাং চক্ষুঃ, পুনঃ কীদৃশঃ? দেবানাং অনীকং। মিত্রাদিব্যতিরিক্তানাং অন্যেষাং অনীকং সমূহঃ। কথমুদগাৎ? চিত্রং আশ্চর্য্যং যথা ভবতি তথা দ্যাবা পৃথিবীং অন্তরীক্ষং চ স্বর্গমর্ত্ত্যাকাশং আপ্রাঃ পূরিতবান্ কেন রশ্মিজালেন ইত্যর্থঃ। পুনঃ কীদৃশঃ? জগতঃ জঙ্গমস্য তস্থুষঃ স্থাবরস্য আত্মা স্থাবরজঙ্গমাত্মকসকলসংসারময়োঽয়মেব সূর্য্য-ইত্যর্থঃ। ২১।

সকলের দর্শন কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে অর্থাৎ সকলেই প্রকাশিত হইতেছে। ২০।

"চিত্র" মিত্যাদি মন্ত্রের ঋষি কৌৎস, ছন্দঃ ত্রিষ্টুপ্, সূর্য্য দেবতা এবং সূর্য্যোপস্থানে নিয়োগ। দেবগণের আশ্চর্য্যকর তেজঃপুঞ্জস্বরূপ সূর্য্য উদিত হইয়াছেন। ইনি মিত্র, বরুণ এবং অগ্নির প্রকাশক। ইনি উদিত হইয়া স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও আকাশকে স্বীয় তেজের দ্বারা আপূরিত করিতেছেন। এই সূর্য্য স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগতের আত্মা স্বরূপ (খ)। ২১।

(খ) "আদিত্যান্তর্গতং যচ্চ জ্যোতিষাং জ্যোতিরুত্তমং। হৃদয়ে সর্ব্বজন্তূনাং

ওঁ নমোব্রহ্মণে। ১। ওঁ নমোব্রাহ্মণেভ্যঃ। ২। ওঁ নম আচার্য্যেভ্যঃ। ৩। ওঁ নম ঋষিভ্যঃ। ৪। ওঁ নমোদেবেভ্যঃ। ৫। ওঁ নমোবেদেভ্যঃ। ৬। ওঁ নমোবায়বে। ৭। ওঁ নমোমৃত্যবে। ৮। ওঁ নমোবিষ্ণবে। ৯। ওঁ নমোবৈশ্রবণায়। ১০। ওঁ নমউপজায়। ১১।

অতঃপর সামবেদীয় তর্পণাধিকারী ব্যক্তি তর্পণ (৪২ পৃঃ দেখ) করিয়া পরে গায়ত্রী জপ করিবেন।

গায়ত্রীর আবাহন।

কৃতাঞ্জলি হইয়া, "ওঁ আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি। গায়ত্রি ছন্দসাং মাতর্ব্রহ্মযোনি নমোঽস্তু তে" ॥ ২২ ॥ এই বলিয়া গায়ত্রীর আবাহন করিয়া অঙ্গন্যাস করিবে।

অঙ্গন্যাস।

"ওঁ হৃদয়ায় নমঃ" বলিয়া তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামা অঙ্গুলির অগ্রভাগদ্বারা হৃদয়দেশ স্পর্শ করিবে। "ভূঃ শিরসে স্বাহা" বলিয়া তর্জ্জনী ও মধ্যমার অগ্রভাগদ্বারা মস্তক স্পর্শ করিবে। "ভুবঃ শিখায়ৈ বষট্" বলিয়া বৃদ্ধ অঙ্গুলির অগ্রভাগদ্বারা শিখা

হে বরদে দেবি, হে অক্ষরত্রয়ময়ি, হে ব্রহ্মপ্রকাশিনি, হে ছন্দোজননি, হে বেদোদ্ভবে গায়ত্রি। তুমি আগমন কর অর্থাৎ আমার জপকালে সন্নিহিতা হও, আমি তোমাকে প্রণাম করি। ২২।

জীবভূতঃ স তিষ্ঠতি।" যোগী যাজ্ঞবল্ক্য। আদিত্যগত যে পরম জ্যোতি, তাহাই সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ে জীবাত্মরূপে বিরাজ করিতেছেন, তাই বলিলেন সূর্য্য সমস্ত জগতের আত্মা।

স্পর্শ করিবে। "স্বঃ কবচায় হুং" বলিয়া দক্ষিণহস্তের পঞ্চ অঙ্গুলির অগ্রভাগদ্বারা বামবাহু এবং বামহস্তের পঞ্চ অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা দক্ষিণবাহু স্পর্শ করিবে "ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্," বলিয়া তর্জ্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলি যোগ করিয়া বাম হস্তের পৃষ্ঠ ও তল স্পর্শ করিয়া তালি দিবে। এইরূপ অঙ্গন্যাস তিনবার করিবে। তৎপর তিন বেলায় গায়ত্রীর স্ব-রূপ ধ্যান করিবে।

প্রাতঃকালে ধ্যান,—"ওঁ কুমারীং ঋগ্বেদযুতাং ব্রহ্মরূপাং বিচিন্তয়েৎ হংসস্থিতাং কুশহস্তাং সূর্য্যমণ্ডলসংস্থিতাং"। ২৩।

মধ্যাহ্নে ধ্যান,—মধ্যাহ্নে বিষ্ণুরূপাঞ্চ তার্ক্ষ্যস্থাং পীতবা-সসীং। যুবতীঞ্চ যজুর্ব্বেদাং সূর্য্যমণ্ডলসংস্থিতাং"। ২৪।

সায়াহ্নে ধ্যান,—"সায়াহ্নে শিবরূপাঞ্চ বৃদ্ধাং বৃষভবাহিনীম্। সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থাং সামবেদসমাযুতাম্।"। ২৫। এইরূপে তিন

প্রাতঃকালে, গায়ত্রী দেবীকে কুমারী, ঋগ্বেদোদ্ভবা, ব্রহ্ম-স্বরূপিণী, হংসাসনা, কুশহস্তা এবং সূর্য্যমণ্ডলবাসিনী চিন্তা করিবে। ২৩।

মধ্যাহ্নসময়ে, গায়ত্রীকে বৈষ্ণবী, গরুড়াসনা, পীতাম্বরধারিণী যুবতী, যজুর্ব্বেদোদ্ভবা ও সূর্য্যমণ্ডলসংস্থিতা চিন্তা করিবে। ২৪।

সায়ংকালে, গায়ত্রীকে শিবশক্তি, বৃদ্ধা, বৃষভারূঢ়া, সাম-বেদোদ্ভবা (গ) ও সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তিনী চিন্তা করিবে। ২৫।

(গ) গায়ত্রী ত্রিপাদা। ঋক্, যজু ও সাম এই তিন বেদ হইতে তিন পাদ গ্রহণ করা হয়, তাই প্রাতঃকালে ঋক্‌বেদযুতা, মধ্যাহ্নে যজুর্ব্বেদ-যুতা ও সায়ং-কালে সামবেদযুতা বলিলেন। প্রমাণ যথা,—"ত্রিভ্য এব তু বেদেভ্যঃ পাদং পাদমদূদুহৎ।" (মনু)

বেলায় গায়ত্রীর তিনপ্রকার ধ্যান করিয়া গায়ত্রীর ঋষ্যাদি একবার স্মরণ পূর্ব্বক গায়ত্রী জপ (৫৫ পৃঃ দেখ) করিবে।

গায়ত্রীর ঋষ্যাদি,—"গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্র ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সবিতা দেবতা জপোপনয়নে বিনিয়োগঃ"। ২৬।

গায়ত্রী।

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ॥ ২৭॥

এই গায়ত্রী যথা শক্তি ১০ বার, ১০৮ বার অথবা সহস্র বার জপ করিয়া গায়ত্রী বিসর্জ্জন করিতে হইবে।

গায়ত্রী-জপ-বিসর্জ্জন।

ওঁ মহেশবদনোৎপন্না বিষ্ণোর্হৃদয়সম্ভবা।
ব্রহ্মণা সমনুজ্ঞাতা গচ্ছ দেবি যথেচ্ছয়া। ২৮।

এই মন্ত্র পড়িয়া এক গণ্ডূষ জল প্রদান করিয়া "অনেন জপেন ভগবন্তাবাদিত্যশুক্রৌ প্রীয়েতাম্। ওঁ আদিত্যশুক্রাভ্যাং নমঃ।" এই বলিয়া এক অঞ্জলি জল দিয়া আত্মরক্ষা করিবে।

আত্ম-রক্ষা।

দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠদ্বারা দক্ষিণকর্ণের পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে। মন্ত্র যথা,—"জাতবেদসে ইত্যস্য কাশ্যপ ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা আত্মরক্ষায়াং জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ "জাতবেদসে সুনবাম সোমমরাতীয়তোনিদহাতি বেদঃ স নঃ

গায়ত্রীর ঋষি বিশ্বামিত্র (ব্রহ্মা) ছন্দঃ গায়ত্রী, দেবতা সূর্য্য, এবং জপে নিয়োগ। ২৬।

পরিষদতি দুর্গাণি বিশ্বা নাবেব সিন্ধুং দুরিতাত্যগ্নিঃ।"। ২৯।
অতঃপর রুদ্রোপস্থান করিবে।

রুদ্রোপস্থান।

কৃতাঞ্জলি হইয়া এই মন্ত্রটী পড়িবে। মন্ত্র,—"ঋতমিত্যস্য কালাগ্নিরুদ্র ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দোরুদ্রোদেবতা রুদ্রোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম পুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলং। ঊর্দ্ধলিঙ্গং বিরূপাক্ষং বিশ্বরূপং নমোনমঃ ॥ ৩০ ॥

অতঃপর,—"ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ।১। ওঁ অদ্ভ্যোনমঃ।২। ওঁ বরুণায় নমঃ।৩। ওঁ বিষ্ণবে নমঃ।৪। ওঁ রুদ্রায় নমঃ"

জাতবেদস ইত্যাদি। বয়ং জাতবেদসে অগ্নয়ে সোমং যজ্ঞবিশেষং সুনবাম সন্দধীমহি। স জাতবেদাঃ নঃ অস্মাকং অরাতীয়তঃ অরাতীয়ান্ অহিতান্ (শত্রূন্) নিদহাতি ভস্মীকরোতি তথা বেদঃ বেদং পরিষদতি বশীকরোতি, অপি চ সঃ অগ্নিঃ বিশ্বা বিশ্বানি সর্ব্বাণি দুর্গাণি পাপানি দুরিতাতি অতিক্রামতি। নাবা নৌকয়া সিন্ধুং নদীমিব। ২৯।

"জাতবেদসে" ইত্যাদি মন্ত্রের কাশ্যপ ঋষি, ত্রিষ্টুপ্ছন্দঃ, অগ্নি দেবতা এবং আত্মরক্ষার্থ জপে প্রয়োগ। অগ্নিদেবের যজ্ঞার্থে আমরা সোমলতার আসব প্রস্তুত করিতেছি। সেই অগ্নিদেব আমাদিগের সম্বন্ধে শত্রুভাবাপন্ন ব্যক্তিগণের ধনাদিকে ভস্মীভূত করুণ এবং যে প্রকার নাবিকগণ দুর্গম নদী হইতে পার করে, সেই প্রকার দুঃখসাগর হইতে আমাদিগকে পার করুন ও পাপ হইতে মুক্ত করুন। ২৯।

।৫। এই প্রত্যেক মন্ত্র প্রত্যেকবার পড়িয়া এক এক অঞ্জলি জল দিবে।

(অতঃপর ব্রহ্মযজ্ঞ করিবে। (ত্রিবেদীয় সন্ধ্যাপদ্ধতি সমাপ্তির পর দেখ) তৎপর সূর্য্যার্ঘ্য দান করিতে হইবে

সূর্য্যার্ঘ্য।

"ওঁ নমোবিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে। জগৎসবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে ইদমর্ঘ্যং শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।"৩১। এই বলিয়া সূর্য্য উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য তদভাবে এক অঞ্জলি জল দিয়া সূর্য্যকে প্রণাম করিবে।

সূর্য্যনমস্কার।

ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥ ৩২॥

ইতি সামবেদীয় সন্ধ্যাপদ্ধতি সমাপ্ত।

যজুর্ব্বেদীয়-সন্ধ্যা পদ্ধতি।

সামবেদীয় পদ্ধতি অনুসারে প্রথম হইতে অঘমর্ষণ পর্য্যন্ত সমাপ্ত করিয়া পরে সূর্য্যোপস্থান করিবে।

সূর্য্যোপস্থান।

উদুত্যমন্ত্রস্য প্রস্কন্ন ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সূর্য্যোদেবতা অগ্নিষ্টোমে সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ উদু ত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যং।১। চিত্রমিত্যস্য কোৎস ঋষি ত্রিষ্টুপ্ছন্দঃ সূর্য্যোদেবতা অগ্নিষ্টোমে সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ। আপ্রা দ্যাবা পৃথিবীঅন্তরীক্ষং সূর্য্য আত্মা জগতস্ত-

স্বশ্চ। ২। তচ্চক্ষুরিত্যস্য দধ্যঙ্ঙাথর্ব্বণ ঋষিঃ সূর্য্যোদেবতা পুরউষ্ণিক্ ছন্দোমহাবীরাদ্যন্বয়োঃ শান্তিকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ তচ্চক্ষুর্দ্দেবহিতং পুরস্তাচ্ছুক্র মুচ্চরৎ। পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতং। শৃণবাম শরদঃ শতং প্রব্রবাম শরদঃ শতমদীনাঃ স্যাম শরদঃ শতং ভূয়শ্চ শরদঃ শতাৎ॥ ৩॥ উদ্বয়ন্তমসস্পরি

তৎ পূর্ব্বোক্তং চক্ষুঃ (সামবেদীয় পদ্ধত্যে চিত্রং দেবানামিতি মন্ত্রস্য ব্যাখ্যানমালোকয়) কিম্ভূতং দেবহিতং দেবানাং সমীহিতং। পুনঃ কিম্ভূতং শুক্রং শুক্লং নির্ম্মলং। পুনঃ কীদৃশং পুরস্তাৎ প্রাচ্যাং দিশি উচ্চরৎ উর্দ্ধগচ্ছৎ। তদেতস্য উপস্থানং কৃত্বা বয়ং শরদঃ শতং বর্ষাণি পশ্যেম, তথা শরদঃ শতং জীবেম তথা শরদঃ শতং শৃণবাম, তথা শরদঃ শতং প্রব্রবাম অস্খলিতবাগিন্দ্রিয়া ভবেম, তথা শরদঃ শতং অদীনাঃ স্যাম ন কস্যাপ্যগ্রে দৈন্যং কুর্য্যাম, শতাৎ শরদঃ শতবর্ষোপরি অপি ভূয়শ্চ বহুকালং পশ্যেম ইত্যাদি যোজ্যং। ৩।

দেবগণের সমীহিত শুক্লবর্ণ অর্থাৎ নির্ম্মল, প্রকাশস্বরূপ সূর্য্যদেব পূর্ব্ব দিকে উদিত হইয়াছেন। আমরা এতাদৃশ সূর্য্যদেবকে উপাসনা করিয়া যেন শতবর্ষ পর্য্যন্ত দর্শনশক্তি, জীবনীশক্তি, শ্রবণশক্তি এবং বাগিন্দ্রিয়শক্তি সম্পন্ন থাকি অর্থাৎ শত বৎসর পর্যান্ত পূর্ব্বোক্ত ইন্দ্রিয়-শক্তিসমূহ যেন অস্খলিত থাকে এবং আমরা যেন কাহারও নিকটে দীনভাবে না থাকি। পরন্ত শত বর্ষের অধিককাল পর্য্যন্তও যেন আমরা পূর্ব্বোক্ত ইন্দ্রিয় শক্তি সম্পন্ন হইয়া থাকিতে পারি। ১ম, ২য় মন্ত্র পূর্ব্বে অনুবাদিত হইয়াছে। ৩।

প্রস্কন্ন ঋষি রনুষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্য্যোদেবতা সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ উদ্বয়ং তমসঃ পরিস্বঃ পশ্যন্ত উত্তরং। দেবং দেবত্রাঃ সূর্য্যমগন্ম জ্যোতিরুত্তমম্॥ ৪॥ সূর্য্য ঋষিঃ সূর্য্যোদেবতা সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বয়ম্ভূরসি শ্রেষ্ঠোরশ্মির্ব্বর্চ্চোদা অসি বর্চ্চোমে দেহি" ॥ ৫ ॥ এই বলিয়া সূর্য্যোপস্থান প্রণালী অনুসারে (৫৫ পৃঃ দেখ) সূর্য্যোপস্থান করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া নিম্ন লিখিত মন্ত্রটী পাঠ করিবে।

উদিত্যয়মুপসর্গঃ অগন্ম ইত্যনেন ক্রিয়াপদেন সহ সম্বোধ্যতে। বয়ং সূর্য্যং দেবং উদগন্ম উদগচ্ছামঃ, কিম্ভূতা বয়ং পরিপশ্যন্তঃ সর্ব্বতোভাবেন পশ্যন্তঃ, কিং পশ্যন্তঃ স্বঃ স্বর্গলোকং কীদৃশং স্বঃ, তমসঃ অপ্রকাশীভূতাৎ ভূর্লোকাৎ উত্তরম্ ঊর্দ্ধতরং ঊর্দ্ধস্থিতমিত্যর্থঃ। পুনঃ কিম্ভূতা বয়ং দেবত্রাঃ দেবেন সূর্য্যেণ ত্রা পরিত্রাণং যেষাং তে দেবত্রাঃ। সূর্য্যং কীদৃশং জ্যোতিঃ জ্যোতিঃস্বরূপং সর্ব্বজ্যোতিষামগ্ন্যাদীনামুৎকৃষ্টং। অয়মত্র বাক্যার্থঃ,—বয়ং সূর্য্যেণ রক্ষিতা ভূর্লোকস্যোপরি স্থিতং স্বর্গলোকং পশ্যন্তঃ তমতিক্রম্য পরমজ্যোতিঃস্বরূপে সূর্য্যে সঙ্গতা ভবাম ইতি সূর্য্য-প্রার্থনা। ৪।

হে আদিত্যরশ্মে! ত্বং স্বয়ম্ভূরসি কেনাপি ন কৃতোঽসি স্বয়মেব ভূতোঽসি ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ শ্রেষ্ঠঃ প্রশস্যতরঃ রশ্মিঃ অসি, অপি চ বর্চ্চোদা অসি বর্চ্চঃ তেজস্তদ্দদাসীত্যর্থঃ। যতস্ত্ব-

অপ্রকাশস্বরূপ ভূলোকের ঊর্দ্ধভাগে অবস্থিত স্বর্গলোককে অবলোকন করতঃ আমরা জ্যোতিঃস্বরূপ এবং অগ্ন্যাদি সমস্ত জ্যোতিষ্মান্ পদার্থের মধ্যে উৎকৃষ্টতম সূর্য্যদেবকে উপাসনা করিতেছি। তিনি আমাদিগকে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন। ৪।

"ওঁ তেজোঽসি শুক্রমস্যমৃতমসি ধাম নামাসি প্রিয়ন্দেবানা-মনাধৃষ্টং দেবযজনমসি" ॥ ৬ ॥ পরে সামবেদীয় পদ্ধতি অনুসারে গায়ত্রীর আবাহন ও অঙ্গন্যাস (৭৮ পৃঃ দেখ) করিয়া তিন বেলায় গায়ত্রীর তিন প্রকার ধ্যান করিবে।

প্রাতর্ধ্যান।—"প্রাতর্গায়ত্রী রবিমণ্ডলমধ্যস্থা রক্তবর্ণা দ্বিভুজা অক্ষসূত্রকমণ্ডলুধরা হংসাসনমারূঢ়া ব্রহ্মাণী ব্রহ্মদৈবত্যা কুমারী ঋগ্বেদোদাহৃতা ধ্যেয়া"। ৭।

মধ্যাহ্ন-ধ্যান।—"মধ্যাহ্নে সাবিত্রী রবিমণ্ডলমধ্যস্থা কৃষ্ণবর্ণা চতুর্ভুজা ত্রিনেত্রা শঙ্খচক্রগদাপদ্মহস্তা যুবতী গরুড়ারূঢ়া বৈষ্ণবী বিষ্ণুদৈবত্যা যজুর্ব্বেদোদাহৃতা ধ্যেয়া"। ৮।

সায়াহ্নে ধ্যান।—"সায়াহ্নে সরস্বতী রবিমণ্ডলমধ্যস্থা শুক্ল-বর্ণা দ্বিভুজা ত্রিশূলডমরুকরা বৃষভাসনমারূঢ়া বৃদ্ধা রুদ্রাণী রুদ্র-দৈবত্যা সামবেদোদাহৃতা ধ্যেয়া"। ৯।

এইরূপে ধ্যান করিয়া সামবেদীয় পদ্ধতি অনুসারে ঋষ্যাদি স্মরণ পূর্ব্বক গায়ত্রী জপ করিবে (৮০ পৃঃ দেখ) পরে নিম্ন লিখিত মন্ত্র পড়িয়া গায়ত্রী জপ বিসর্জ্জন করিবে।

যেবম্ভূতঃ, অতঃ মে মহ্যং বর্চ্চঃ দেহি ব্রাহ্ম্যং তেজোদেহীত্যর্থঃ। আদিত্যস্য সপ্ত রশ্ময়ঃ, তত্র চতুর্দ্দিক্ষু চত্বার, ঊর্দ্ধাধোগামিনৌ দ্বৌ, মধ্যবর্ত্তী একঃ স চ হিরণ্যগর্ভঃ, সর্ব্বরশ্মিশ্রেষ্ঠঃ স এবাত্র সম্বোধ্যতে। ৫।

• হে সূর্য্যরশ্মে! তুমি স্বয়ং প্রকাশমান বস্তু, তোমাকে কেহই প্রকাশিত করে নাই, তুমি শ্রেষ্ঠতম এবং তেজোদাতা, অতএব আমাকে ব্রাহ্ম-তেজ প্রদান কর। ৫।

গায়ত্রীজপ বিসর্জ্জন মন্ত্র,—“ওঁ উত্তরে শিখরে জাতে ভূম্যাং পর্ব্বতবাসিনি। ব্রহ্মণা সমনুজ্ঞাতা গচ্ছ দেবি যথেচ্ছয়া” ॥ ১০ ॥

এই বলিয়া এক অঞ্জলি জল দিবে। পরে ব্রহ্মযজ্ঞ প্রকরণ অনুসারে (ঋগ্বেদী সন্ধ্যার পর দেখ) ব্রহ্মযজ্ঞ করিয়া তর্পণাধিকারী ব্যক্তি তর্পণ-পদ্ধতি (৪৬পৃঃ দেখ) অনুসারে তর্পণ করিয়া সূর্য্যার্ঘ্য দান করিবেন। যাঁহারা তর্পণাধিকারী নহেন, তাঁহারা ব্রহ্মযজ্ঞের পরই সূর্য্যার্ঘ্য দান (সামবেদীয় সন্ধ্যা-পদ্ধতির ৮২ পৃষ্ঠার ৫ পঙ্‌ক্তি হইতে ১২ পঙ্‌ক্তি দেখ) করিবেন।

ইতি যজুর্ব্বেদীয় সন্ধ্যাপদ্ধতি সমাপ্ত।

ঋগ্বেদি-সন্ধ্যাপদ্ধতি।

সামবেদি-সন্ধ্যাপদ্ধতি অনুসারে “ওঁ শন্ন আপ” হইতে “চান্তরীক্ষমথো স্বঃ” পর্য্যন্ত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক মার্জ্জন (৬১ পৃঃ দেখ) করিবে। পরে,—

“ওঁ কারস্য ব্রহ্ম ঋষিরগ্নির্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সর্ব্বকর্ম্মারম্ভে প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ। সপ্তব্যাহৃতীনাং বিশ্বামিত্রভৃগুভরদ্বাজবশিষ্ঠগোতমকাশ্যপাঙ্গিরসঃ ঋষয়ঃ অগ্নিবায়্বাদিত্যবৃহস্পতীন্দ্রবরুণবিশ্বেদেবা দেবতাঃ, গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টুব্বৃহতীপঙ্‌ক্তিত্রিষ্টুব্জগত্যশ্ছন্দাংসি প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ। গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্র ঋষিঃ সবিতা দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ। গায়ত্রীশিরসঃ প্রজাপতির্ঋষির্ব্রহ্মবায়্বগ্নিসূর্য্যাশ্চতস্রোদেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ ॥ ১ ॥

এই বাক্যগুলিদ্বারা ঋষ্যাদি স্মরণ করিয়া প্রাণায়াম করিবে (৫৪ পৃঃ প্রণালী দেখ)

"হংসস্থং দ্বিভুজং রক্তং সাক্ষসূত্রকমণ্ডলুং চতুর্ম্মুখমহং বন্দে ব্রহ্মাণং নাভিমণ্ডলে"। ২। ব্রহ্মাকে নাভিদেশে এইরূপ চিন্তা করিয়া ৬৯ পৃষ্ঠার ১২ মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক পূরক প্রাণায়াম করিবে।

পরে—"ওঁ শঙ্খচক্রগদাপদ্মকরং গরুড়বাহনং। হৃদি নীলোৎপলশ্যামং বিষ্ণুং বন্দে চতুর্ভুজং"। ৩। হৃদয়ে এইরূপ বিষ্ণুর ধ্যান করিয়া ৬৯ পৃষ্ঠার ১২ মন্ত্রটী পাঠ করতঃ কুম্ভক প্রাণায়াম করিবে। পরে,—

"ওঁ শ্বেতং ত্রিশূলডমরুকরমর্দ্ধেন্দুবিভূষিতং। ত্রিলোচনং ব্যাঘ্রচর্ম্মপরীধানং বৃষাসনং। ললাটে চিন্তয়েৎ দেবমেবং ভুজগভূষণম" ॥ ৪ ॥ ললাটদেশে এইরূপ শিবের ধ্যান করতঃ ৬৯ পৃষ্ঠার ১২ মন্ত্রটী পাঠ করিয়া রেচক প্রাণায়াম করিবে।

তৎপরে তিন বেলায় তিন প্রকার মন্ত্র পড়িয়া আচমন প্রণালী অনুসারে (১৮ পৃঃ দেখ) আচমন করিবে। প্রাতরাচমন মন্ত্র,—

"সূর্য্যশ্চেত্যনুবাকস্য যাজ্ঞিক উপনিষদৃষিঃ সূর্য্যমন্যুমন্যুপতিরাত্রয়োদেবতাঃ সূর্য্যশ্চেত্যারভ্য রক্ষন্তামিত্যন্তস্যর্চঃ চতুর্ব্বিংশত্যক্ষরা গায়ত্রী, যদ্রাত্রেত্যারভ্য মরীত্যন্তস্য পঞ্চপদা পঙক্তিঃ, ইদমহমিত্যারভ্য স্বাহেত্যন্তস্য দশাক্ষরপাদাভ্যামুপেত বিরাট্ ছন্দঃ মন্ত্রাচমনে বিনিয়োগঃ" ॥ ৫ ॥ এইরূপ ঋষ্যাদি স্মরণপূর্ব্বক ৭২ পৃষ্ঠার ১৫ মন্ত্র পড়িয়া আচমন করিবে।

পূর্ব্বোক্ত সন্ধ্যায় যে সমস্ত মন্ত্রাদির অনুবাদ করা হইয়াছে, তাহা পুনঃ অনুবাদিত হইবে না। মন্ত্রের অনুবাদ পূর্ব্বপদ্ধতি হইতে দেখিয়া লইবেন। এস্থলে অবশিষ্ট মন্ত্রাদি অনুবাদিত হইতেছে।—

"মধ্যাহ্ন আচমন মন্ত্র,—"আপঃ পুনন্ত্বিত্যনুবাকস্য নারায়ণ-ঋষিরাপোদেবতা আষ্টীচ্ছন্দোমন্ত্রাচমনে বিনিয়োগঃ" ॥৬॥ এইরূপ ঋষ্যাদি স্মরণ পূর্ব্বক ৭৩ পৃষ্ঠার ১৬ মন্ত্র পড়িয়া আচমন করিবে।

সায়ংকালীয় আচমন মন্ত্র,—"অগ্নিশ্চেত্যনুবাকস্য যাজ্ঞিক-উপনিষদৃষিরগ্নিমন্যুমন্যুপতয়াহানি দেবতাঃ, অগ্নিশ্চেত্যারভ্য রক্ষন্তামিত্যন্ত ঋচশ্চতুর্ব্বিংশত্যক্ষরা গায়ত্রী, যদহ্নেত্যারভ্য ময়ীত্যন্তস্য পঞ্চপদা পঙক্তিঃ, ইদমহমিত্যারভ্য স্বাহেত্যন্তস্য দশাক্ষরপাদাভ্যামুপেতবিরাট্ ছন্দোমন্ত্রাচমনে বিনিয়োগঃ"। ৭। এই-রূপ ঋষ্যাদি স্মরণ করিয়া ৭৪ পৃষ্ঠার ১৭ মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক আচমন

"সূর্য্যশ্চ" ইত্যাদি মন্ত্রের যজ্ঞকারী উপনিষন্নামা ব্যক্তি ঋষি. সূর্য্য, যজ্ঞ, ইন্দ্র ও রাত্রি দেবতা, "সূর্য্যশ্চ" এই হইতে "রক্ষন্তাং", এই পর্য্যন্ত মন্ত্রের চতুর্ব্বিংশতি অক্ষরাত্মক গায়ত্রী ছন্দঃ, "যদ্রাত্র্যা" হইতে "ময়ি" পর্য্যন্ত মন্ত্রের পঞ্চপদাত্মক পংক্তিছন্দঃ, "ইদমহ" হইতে "স্বাহা" পর্য্যন্ত মন্ত্রের বিংশতি অক্ষরাত্মক বিরাট্ ছন্দঃ এবং মন্ত্রাচমনে প্রয়োগ। ৫।

"আপঃ পুনন্ত" ইত্যাদি মন্ত্রের নারায়ণ ঋষি, জল দেবতা, আষ্টীচ্ছন্দঃ, এবং মন্ত্রাচমনে বিনিয়োগ। ৬।

"অগ্নিশ্চ" ইত্যাদি মন্ত্রের যজ্ঞকারী উপনিষন্নামা ব্যক্তি ঋষি, অগ্নি, যজ্ঞ, ইন্দ্র এবং দিবস এই চারিজন দেবতা, "অগ্নিশ্চ" হইতে "রক্ষন্তাং" পর্য্যন্ত মন্ত্রের চতুর্ব্বিংশতি অক্ষরাত্মক গায়ত্রী ছন্দঃ, "যদহ্না" হইতে "ময়ি পর্য্যন্ত মন্ত্রের পঞ্চ পদাত্মক পংক্তি ছন্দঃ, "ইদমহ" হইতে "স্বাহা" পর্য্যন্ত বিংশতি অক্ষরাত্মক বিরাট্ ছন্দঃ এবং মন্ত্রাচমনে বিনিয়োগ। ৭।

করিবে। অতঃপর মার্জ্জন-প্রণালী অনুসারে (৫২ পৃঃ দেখ) পুনর্মার্জ্জন করিবে। মন্ত্র যথা,—

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ। ৮। আপোহিষ্ঠেতি নবর্চ্চস্য সূক্তস্যাম্বরিষঃ সিন্ধুদ্বীপ ঋষিরাপোদেবতা গায়ত্রী পঞ্চমী বর্দ্ধমানা সপ্তমী প্রতিষ্ঠা অন্তয়োরনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ মার্জ্জনে বিনিয়োগঃ। ৯। ওঁ আপোহিষ্ঠা ময়োভুবস্তান ঊর্জ্জে দধাতন মহে রণায় চক্ষসে॥ ওঁ যোবঃ শিবতমোরসস্তস্য ভাজয়তেহ ন উশতীরিব মাতরঃ॥ ওঁ তস্মা অরঙ্গমাম বোযস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ আপোজনয়থা চ নঃ ॥১০॥ ওঁ শন্নোদেবীরভীষ্টয়ে আপোভবন্তু পীতয়ে শংযোরভিস্রবন্তু নঃ ১১ ॥ ঈশানা বার্য্যাণাং ক্ষয়ন্তীশ্চর্ষণীনাং অপোযাচামি ভেষজং ১২॥ অপ্‌সু মে সোমোঽব্রবীদন্তর্ব্বিশ্বানি ভেষজা অগ্নিঞ্চ

ওঁ শন্নোদেবীত্যাদি। আপঃ নঃ অস্মাকং শং কল্যাণ্যোভবন্তু। কিম্ভূতাদেবীঃ দেব্যঃ স্তত্যাদিবিষয়াঃ। কিমর্থং অভীষ্টয়ে উপচয়ার্থং পীতয়ে পানায় চ। কিঞ্চ নঃ অস্মাকং শংযোঃ যোগায় চ অভিস্রবন্তু অভিগচ্ছন্তু। অয়ং বাক্যার্থঃ—আপঃ অস্মাকমুপচয়ায় পানায় যোগায় চ ভবন্তু ইত্যাশংসা॥ ১১ ॥

ঈশানা ইত্যাদি। বার্য্যাণাং বারিপ্রভবানাংব্রীহিযবাদীনাং যদ্বা বরণীয়াণাং ধনানাং ঈশানা ঈশ্বরাঃ চর্ষণীনাং মনুষ্যাণাং ক্ষয়ন্তীঃ নিবাসয়িত্রীঃ অপ উদকানি ভেষজং। সুখনামৈতৎ

জলসমূহ পাপাপনোদন করিয়া আমাদের সুখদায়ক হউক এবং আমাদের উপচয়, পান ও কল্যাণ-সম্পাদক হউক। ১১। ধান্য প্রভৃতি সমস্ত বস্তু জলের দ্বারা উৎপন্ন হয়, জল মনুষ্যের

বিশ্বশংভুবং। ১৩। আপঃ পৃণীত ভেষজং বরূথং তন্বে মম জ্যোক্ চ সূর্য্যং দৃশে। ১৪। ইদমাপঃ প্রবহত যৎ কিঞ্চিদ্দুরিতং ময়ি যদ্বাহমভিদুদ্রোহ যদ্বা শেপ উতানৃতম্। ১৫। আপোহদ্যান্ব-

---

পাপাপনোদনং সুখং। যাচামি অহং প্রার্থয়ে ॥ ১২ ॥ অপ্সু ইত্যাদি। অপ্সু জলেষু অন্তর্মধ্যে বিশ্বানি ভেষজা সর্ব্বাণ্যৌষধানি সন্তীতি মে মহ্যং মন্ত্রদর্শিনে মুনয়ে সোমোদেবোহব্রবীৎ। তথা বিশ্বশংভুবং সর্ব্বস্য জগতঃ সুখকরমেতন্নামকং চাগ্নিং চাপ্সু বর্ত্তমানং সোমোহব্রবীৎ। তথা তৈত্তিরীয়া অগ্নেস্তয়োজ্যায়াংস ইত্যনুবাকে সোহপঃ প্রাবিশদিত্যগ্নেরপ্সু প্রবেশমামনন্তি। লতাগুল্মবৃক্ষমূলাদিনামৌষধানাং বৃষ্টিজন্যত্বেন জলবর্ত্তিত্বং প্রসিদ্ধং ॥ ১৩ ॥

আপঃ পৃণীত ইত্যাদি। হে আপঃ মম তন্বে শরীরার্থং বরূথং রোগনিবারকং ভেষজমৌষধং পৃণীত পূরয়ত, কিম্ভূত জ্যোক্ চিরং সূর্য্যং দৃশে দ্রষ্টুং নীরোগা বয়ং শক্নুয়ামেতি শেষঃ ॥ ১৪ ॥ ইদমাপ ইত্যাদি। ময়ি যজমানে যৎ কিঞ্চিৎ দুরিতমজ্ঞাননিষ্পন্নং বা ময়ি অথবা অহং যজমানঃ অভি-

আশ্রয়ভূত অতএব আমি জলের নিকট সুখ প্রার্থনা করি। ১২। জলের অভ্যন্তরে নানাপ্রকার ঔষধ সন্নিহিত থাকে, এবং সমস্ত জগতের সুখকর অগ্নি অর্থাৎ তেজঃ পদার্থ বিদ্যমান আছে, ইহা আমাকে সোমদেব বলিয়াছেন। ১৩।

অতএব হে জলসমূহ। আমার শরীর রক্ষার্থ এবং চিরকাল সূর্য্য অর্থাৎ পরমাত্মভূত জ্যোতিঃ দর্শনার্থ বর্ম্ম স্বরূপ অর্থাৎ রোগ নিবারক ঔষধ আমাকে অর্পণ কর। ১৪।

চারিষং রসেন সমগস্মহি পয়স্বানগ্ন আগহি তম্মা সংসৃজ বর্চ্চসা" । ১৬। অতঃপর অঘমর্ষণ-প্রণালী অনুসারে (৫৪ পৃঃ দেখ) অঘমর্ষণ করিবে। মন্ত্র যথা,—

"ঋতঞ্চেতি ঋক্ত্রয়স্যাঘমর্ষণ ঋষির্ভাববৃত্তোদেবতা অনুষ্টুপ্ছন্দোঽশ্বমেধাবভৃথে বিনিয়োগঃ"। ১৭। এইরূপ ঋষ্যাদি স্মরণ

দ্রুদ্রোহ সর্ব্বতোবুদ্ধিপূর্ব্বকং দ্রোহং কৃতবানস্মি, বা অথবা শেপে সাধুজনং শপ্তবানস্মীতি যদস্তি, উতাপি চানৃতমুক্তবানিতি তদিদং সর্ব্বমপরাধজাতং প্রবহত মত্তঃ অপনীয় প্রবাহেনান্যতঃ নয়ত॥ ১৫॥ আপোঽদ্যান্বচারিষং ইত্যাদি। অদ্য অস্মিন্ দিনে অপঃ ভূত্যর্থং আপঃ অন্বচারিষং জলান্তর্নু প্রবিষ্টোঽস্মি, প্রবিশ্য রসেন জলসারেণ সমগস্মহি সংগতাঃ স্মঃ। হে অগ্নে পয়স্বান্ জলে বর্ত্তমানত্বেন পয়োযুক্তস্ত্বমাগহি অস্মিন্ কর্ম্মণি আগচ্ছ। তং মা তাদৃশং স্নাতং মাং বর্চ্চসা তেজসা সংসৃজ সংযোজয়॥ ১৬॥

হে জলসমূহ। আমি অজ্ঞান বশতঃ যে পাপ করিয়াছি, পরের অনিষ্টাচরণ দ্বারা যে পাপ আচরণ করিয়াছি, সাধুজনের প্রতি শাপ প্রদান করিয়া যে পাপ সঞ্চয় করিয়াছি এবং মিথ্যা বাক্য কথন জনিত যে পাপ করিয়াছি, তৎসমস্ত দূরীকৃত কর। ১৫।

হে জল-সমূহ। আমি অদ্য যাহা কিছু অনৃত আচরণ করিয়াছি, তৎসমস্ত জলের দ্বারা অপনীত কর। হে অগ্নি। তুমিও জলের সহিত সম্মিলিত হইয়া আগমন করতঃ নিজের তেজের দ্বারা স্নাত-আমাকে সংযোজিত কর। ১৬।

করিয়া ঋতঞ্চ ইত্যাদি ৭৫ পৃষ্ঠার ১৯ মন্ত্র পড়িয়া অঘমর্ষণ করিবে। অনন্তর অমন্ত্রক একবার আচমন করতঃ সূর্য্যাভিমুখী হইয়া সূর্য্য উদ্দেশ্যে এক অঞ্জলি জল দান করিবে। মন্ত্র যথা,—

"ওঁ কারস্য ব্রহ্ম ঋষিরগ্নির্দ্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ, মহাব্যাহৃতীনাং পরমেষ্ঠী প্রজাপতির্দ্দেবতা বৃহতীচ্ছন্দঃ, গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্র ঋষিঃ সবিতা দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সূর্য্যজলাঞ্জলিদানে বিনিয়োগঃ।১৮। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়ো-য়োনঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ"। এই বলিয়া তিনবার তিন অঞ্জলি জল উৰ্দ্ধে ক্ষেপ করিবে। সায়ংকালেও এইরূপে দিবে, কিন্তু তখন উর্দ্ধে ক্ষেপ না করিয়া মৃত্তিকায় দিবে, এবং মধ্যাহ্নে নিম্নলিখিত মন্ত্র পড়িয়া প্রাতঃকালের ন্যায় দিবে। মন্ত্র যথা,—

"আকৃষ্ণেণ ইত্যস্য হিরণ্যস্তূপ ঋষিঃ সবিতা দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্য্যজলাঞ্জলিদানে বিনিয়োগঃ। ১৯। ওঁ আকৃষ্ণেণ রজসা

আকৃষ্ণেণেত্যাদি। সবিতা আদিত্যঃ আয়াতি আগচ্ছতি, কিম্ভূতঃ দেবঃ স্তুত্যাদিযুক্তঃ। কেন রথেন, কিম্ভূতেন হিরণ্ম-য়েন সুবর্ণময়েন। কিং কুর্ব্বন্ আয়াতি ভুবনানি পশ্যন্ ভুবন-বর্ত্তিনো মনুষ্যান্ কর্ম্মভূমিস্থিতান্ প্রকাশপাপকর্ত্তৄন্ সাক্ষিবন্নিরী-ক্ষমাণ ইত্যর্থঃ। ন কেবলং নিরীক্ষমাণঃ অপরঞ্চ নিবেশয়ন্

"ঋতঞ্চ" ইত্যাদি মন্ত্রত্রয়ের অঘমর্ষণ ঋষি, ব্রহ্মা দেবতা, অনু-ষ্টুপ্ ও মাধুচ্ছন্দঃ এবং অশ্বমেধ যজ্ঞের পরবর্ত্তী স্নান কার্য্যে প্রয়োগঃ। ১৭।

"আকৃষ্ণেণ" ইত্যাদি মন্ত্রের হিরণ্যস্তূপ ঋষি, সূর্য্য দেবতা, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্য্যজলাঞ্জলি দানে প্রয়োগ। ১৯।

বর্ত্তমানোনিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্ত্যঞ্চ হিরণ্ময়েন সবিতা রথেনাদেবো-যাতি ভুবনানি পশ্যন্" ॥ ২০

অতঃপর সূর্য্যোপস্থান (৫৫ পৃঃ দেখ) করিবে। প্রাতঃ সূর্য্যো-পস্থান মন্ত্র যথা, "চিত্রং দেবানামিতি ষড়ৃচস্য সূক্তস্য কুৎস ঋষিঃ

স্বেষু স্বেষু ব্যাপারেষু সমাবেশয়ন্ কিং অমৃতং দেবং মর্ত্ত্যং মনুষ্যঞ্চ। মনুষ্যা হি সূর্য্যোদয়ে কর্ম্মসু বর্ত্তমানা দেবান্ প্রীণয়ন্তি, প্রীতাশ্চ দেবা বৃষ্ট্যাদিনা মনুষ্যানাপ্যায়য়ন্তীতি দেব-মনুষ্যয়োঃ পরস্পরব্যাপারসমাবেশঃ। কিম্ভূতঃ সবিতা আবর্ত্তমানঃ পুনঃ পুনরনুদিবসং তমেব দেশমাগচ্ছন্। কেন সহ রজসা রাত্রিকালেন সহ। কীদৃশেন কৃষ্ণেণ মলিনেন, প্রায়েণ রাত্রিকালে পুণ্যকর্ম্মণামনুৎপাদোহতঃ কালস্য কৃষ্ণত্বমুক্তং। অয়ং বাক্যার্থঃ,—যতঃ সবিতা দেবমনুষ্যব্যাপকঃ এব স্থাপকঃ যশ্চ কর্ম্মভূমিবর্ত্তিনাং পুণ্যপাপসাক্ষিভূতঃ প্রত্যহং সমায়াতি তস্মৈ বয়মর্হণাং কুর্ম্ম ইতি ॥ ২০ ॥

সকলের স্রষ্টা সূর্য্যদেব সুবর্ণময় রথ আরোহণ করিয়া আগমন করিতেছেন। ইনি সমস্ত লোকের সাক্ষী স্বরূপ, ইহাঁর উদয়েই লোক সকল এবং দেবগণ স্ব স্ব ব্যাপারে নিযুক্ত হন। এইরূপে সূর্য্যদেব কৃষ্ণবর্ণ (ক) রাত্রির সহিত নিরন্তর আগমন করিয়া লোকদিগকে আপ্যায়িত করিতেছেন। ২০।

(ক) রাত্রিকালে প্রায়ই পুণ্য কর্ম্মের উৎপত্তি হয় না, প্রভ্যুত পাপানুষ্ঠানেরই প্রাচুর্য্য, এই নিমিত্ত রাত্রিকালকে কৃষ্ণবর্ণ বলিলেন। এখানে মলিন অর্থে কৃষ্ণবর্ণ শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। (হলায়ুধ)।

সূর্য্যোদেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ২১। ওঁ চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ আপ্রা দ্যাবা পৃথিবী অন্তরীক্ষং সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ। ২২। সূর্য্যো-দেবীমুষসং রোচমানাং মর্য্যোন যোষামভ্যেতি পশ্চাৎ যত্রানরো দেবয়ন্তোযুগানি বিতন্বতে প্রতিভদ্রায় ভদ্রং। ২৩। ভদ্রা অশ্বা

সূর্য্যোদেবীমিত্যাদি। সূর্য্যোদেবীং দানাদিগুণযুক্তাং রোচমানাং দীপ্যমানাং উষসং পশ্চাদভ্যেতি। উষসঃ প্রাদুর্ভাবানন্তরং তামভিলক্ষ্য গচ্ছতি। তত্র দৃষ্টান্তঃ—মর্য্যোনযোষাং। যথা কশ্চিৎ মনুষ্যঃ শোভনাবয়বাং গচ্ছন্তীং যুবতীং স্ত্রিয়ং সততমনুগচ্ছতি তদ্বৎ। যত্র যস্যামুষসি জাতায়াং দেবয়ন্তঃ দেবং দ্যোতমানং সূর্য্যং যষ্টুমিচ্ছন্তঃ নরঃ যজ্ঞস্য নেতারঃ যজমানা যুগানি। যুগশব্দঃ কালবাচী। তেন চ তত্র কর্ত্তব্যানি কর্ম্মাণি লক্ষ্যন্তে যথা দর্শপূর্ণমাসাদিতি। অগ্নিহোত্রাদীনি কর্ম্মাণি বিতন্বতে বিস্তারয়ন্তি। যদ্বা দেবয়ন্তঃ দেবযাগার্থং ধনমাত্মন ইচ্ছন্তঃ যজমানপুরুষা যুগানি হলাবয়বভূতানি কর্ষণায় বিতন্বতে প্রসারয়ন্তি তামুষসমনুগচ্ছতীত্যর্থঃ। এবম্বিধং ভদ্রং কল্যাণং সূর্য্যং প্রতি ভদ্রায় কল্যাণরূপায় কর্ম্মফলায় স্তুম ইতি শেষঃ। যদ্বা দেবয়ন্তঃ দেবকামা যজমানা যুগানি যুগ্মানি ভূত্বা পত্নীভিঃ সহিতাঃ সন্তঃ ভদ্রং কল্যাণং অগ্নিহোত্রাদিকং কর্ম্ম ভদ্রায় তৎফলার্থং প্রতি প্রত্যেকং যস্যামুষসি প্রবৃত্তায়াং বিতন্বতে বিস্তারয়ন্তি ॥ ২৩ ॥

"চিত্রং দেবানাং" ইত্যাদি ষট্‌ মন্ত্রের কুৎস ঋষি, সূর্য্য দেবতা, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ এবং সূর্য্যোপস্থানে প্রয়োগ। ২১। মানবগণ যেরূপ গমনশীলা সুন্দরী স্ত্রীর অভিগমন করে, সেই-

হরিতঃ সূর্য্যস্য চিত্রা এতগ্বা অনুমাদ্যাসঃ নমস্যন্তোদিব আ পৃষ্ঠ্‌ম স্থুঃ পরি দ্যাবা পৃথিবী যন্তি সদ্যঃ। ২৪। তৎ সূর্য্যস্য দেবত্বং তন্মহিত্বং মধ্যাৎ কর্ত্তোর্বিততং সন্তার যদেদযুক্ত হরিতঃ সধস্থা-

ভদ্রা অশ্বা ইত্যাদি। ভদ্রাঃ কল্যাণাঃ অশ্বা এতগ্বা ইত্যে-তদুভয়মশ্বনাম। তত্রৈকং ক্রিয়াপরং যোজনীয়ং। অশ্বাঃ তুরগা ব্যাপনশীলা বা হরিতোহর্ত্তারশ্চিত্রা বিচিত্রাবয়বা অনুমাদ্যাসঃ অনুক্রমেণ সর্ব্বৈ স্তুত্যা মাদনীয়া এবম্ভূতাঃ সূর্য্যস্যৈতগ্বা অশ্বাঃ। যদ্বা এতং গন্তব্যং মার্গং গন্তারঃ অশ্বাঃ। এবং শবলবর্ণং বা প্রাপ্নুবন্তঃ অশ্বাঃ। নমস্যন্তঃ অস্মাভিঃ নমস্যমানাঃ সন্তঃ দিবঃ অন্তরীক্ষস্য পৃষ্ঠমুপরিপ্রদেশং পূর্ব্বভাগলক্ষণমাস্থুঃ আতিষ্ঠন্তি প্রাপ্নুবন্তি। যদ্বা হরিতঃ রসহরণশীলা রশ্ময়ঃ ভদ্রাদিলক্ষণ-বিশিষ্টা দিবঃ পৃষ্ঠং নভঃস্থলং আতিষ্ঠন্তি আস্থায় চ দ্যাবা পৃথিবী দ্যাবা পৃথিব্যৌ সদ্যস্তদানীমেব একেন অহ্না পরিযন্তি পরিতো-গচ্ছন্তি ব্যাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ॥ ২৪॥

প্রকার সূর্য্যদেব দানাদিগুণযুক্তা দীপ্যমানা উষাকে লক্ষ্য করিয়া গমন করিতেছেন। এই উষার উদয় হইলে যজমানগণ অগ্নি-হোত্রাদি কর্ত্তব্য কর্ম্মের আরম্ভ করিয়া থাকেন। আমরা এতাদৃশ কল্যাণকারী সূর্য্যদেবকে কল্যাণের নিমিত্ত স্তব করিতেছি। ২৩।

কল্যাণকর রসগ্রহণ স্বভাব ও গমনশীল সূর্য্যরশ্মি-মণ্ডলকে আমরা স্তব ও নমস্কার করি। এই রশ্মিমণ্ডল গগনতলে উদিত হইয়া আকাশ ও পৃথিবীর সর্ব্বদিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। ২৪।

দাথ্রাত্রী বাসস্তনুতে সিমস্মৈ।২৫। তন্মিত্রস্য বরুণস্যাভিচক্ষে সূর্য্যোরূপং কৃণুতে দ্যোরুপস্থে অনন্তমন্যদ্রুশদস্য পাজঃ কৃষ্ণমন্য-

তৎসূর্য্যস্য দেবত্বমিত্যাদি। সূর্য্যস্য সর্ব্বপ্রেরকস্য আদিত্যকস্য তৎ দেবত্বং ঈশ্বরত্বং স্বাতন্ত্র্যমিতি যাবৎ, মহিত্বং মহত্বং মাহাত্ম্যং চ তদেব। তচ্ছব্দশ্রুতের্যচ্ছব্দাধ্যাহারঃ। যৎ কর্ত্তোঃ কর্ম্ম নাস্মৈ-তৎ। প্রারব্ধাপরিসমাপ্তস্য কৃষ্যাদিলক্ষণস্য কর্ম্মণঃ মধ্যা মধ্যে অপরিসমাপ্ত এব তস্মিন্ কর্ম্মণি বিততং বিস্তীর্ণং স্বকীয়ং রশ্মিজালং অস্তং গচ্ছন্ সূর্য্যঃ সঞ্জভার অস্মাৎ লোকাৎ স্বাত্মনি উপসংহরতি, কর্ম্মকর্শ্চ প্রবৃত্তমপরিসমাপ্তমেব বিসৃজতি অস্তং যান্তং সূর্য্যং দৃষ্ট্বা। ঈদৃশং স্বাতন্ত্র্যং মহিমা চ সূর্য্যব্যতিরিক্তস্য কস্তাস্তি ন কস্যাস্তি সূর্য্য এব ঈদৃশং স্বাতন্ত্র্যং মহিমানং চাবগা-হতে। অপি চ ইদিত্যবধারণে। যদেৎ যস্মিন্নেব কালে হরিতঃ রসহরণশীলান্ স্বরশ্মীন্ হরিদ্বর্ণান্ অশ্বান্ বা সধাৎ সহস্থানাৎ অস্মাৎ পার্থিবাল্লোকাৎ আদায়াযুক্ত অন্যত্র সংযুক্তান্ করোতি। যদ্বা যুজিঃ কেবলোঽপি বি পূর্ব্বোদ্রষ্টব্যঃ। যদৈবাসৌ স্বরশ্মীন্ অশ্বান্ বা সধাৎ। সহ তিষ্ঠন্ত্যস্মিন্নিতি সধঃ রথঃ তস্মাদযুক্ত অমুঞ্চৎ, আৎ, অনন্তরমেব রাত্রী নিশাবাস আচ্ছাদয়িতৃ তমঃ সিমস্মৈ। সিমশব্দঃ সর্ব্বশব্দপর্য্যায়ঃ, সপ্তম্যর্থে চতুর্থী। সর্ব্বস্মিন্ লোকে তৎ সূর্য্যস্য দেবত্বং তন্মহিত্বং মধ্যে যৎ কর্ম্মণাং ক্রিয়-মাণানাং বিততং সংজিহিতে যদাসাবযুক্ত হরণান্ আদিত্যরশ্মীন্ হরিতঃ অশ্বানিতি বা অথ রাত্রী বাসস্তনুতে সিমস্মৈ বাসরমহরবৎ যুবতী সর্ব্বস্মাৎ॥ ২৫ ॥

সর্ব্বপ্রেরক সূর্য্যদেবের অপূর্ব্ব স্বাধীনতা ও মহত্ব কৃষ্যাদি

হ্বরিতঃ সংভরন্তি। ২৬। অদ্যা দেবা উদিতা সূর্য্যস্য নিরংহসঃ পিপৃতা নিরবদ্যাৎ তন্নোমিত্রোবরুণোমামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ। ২৭।

তন্মিত্রস্য ইত্যাদি। তৎ তদানীং উদয়সময়ে মিত্রস্য বরুণস্যৈতদুভয়োপলক্ষিতস্য সর্ব্বস্য জগতঃ অভিচক্ষে আভিমুখ্যেন প্রকাশনায় দ্যোর্নভস উপস্থ উপস্থানে মধ্যে সূর্য্যঃ সর্ব্বস্য প্রেরকঃ সবিতা রূপং সর্ব্বস্য নিরূপকং প্রকাশকং তেজঃ কৃণুতে করোতি, অপি চ অস্য সূর্য্যস্য হরিতঃ রসহরণশীলা রশ্ময়ঃ হরিবর্ণা অশ্বা বা অনন্তং অবসানরহিতং কৃৎস্নস্য জগতঃ ব্যাপকং রুশৎ দীপ্যমানং শ্বেতবর্ণং পাজঃ। বলনামৈতৎ। বলযুক্তমতিবলস্যাপি নৈশস্য তমসঃ নিবারণে সমর্থমন্যৎ তমসোবিলক্ষণং তেজঃ সংভরন্তি অহনি স্বকীয়াগমনেন নিষ্পাদয়ন্তি। তথা কৃষ্ণং কৃষ্ণবর্ণমন্যত্তমঃ স্বকীয়াপগমনেন রাত্রৌ। অস্য রশ্ময়ঃ অপি এবং কুর্ব্বন্তি কিমু বক্তব্যং তস্য মাহাত্ম্যমিতি সূর্য্যস্য স্তুতিঃ॥ ২৬॥

অদ্যা দেবা ইত্যাদি। হে দেবা দ্যোতমানাঃ সূর্য্যরশ্ময়ঃ

কার্য্যে সুব্যক্ত রহিয়াছে। এই সূর্য্যদেব যখন নিজের রশ্মিজাল সংহরণ করিয়া অন্যত্র সংযুক্ত করেন, তখনই তমোমালা দ্বারা এই লোক পরিব্যাপ্ত হয়। ২৫।

সূর্য্যদেব উদয়কালে সমস্ত জগৎকে সম্মুখে দর্শন করিবার নিমিত্ত নিজ তেজোরাশি আকাশ-মধ্যে প্রকাশ করেন। তাঁহার ঐ রসহরণশীল রশ্মিসমূহ জগৎপরিব্যাপক দীপ্যমান শ্বেতবর্ণ ও নৈশ তমোনাশক তেজঃ বিস্তার করে এবং রাত্রিতে জগন্মণ্ডলীকে তমঃ পরিবৃত করে। ২৬।

মধ্যাহ্ন-সূর্য্যোপস্থান মন্ত্র,—"উদুত্যমিতি ত্রয়োদশর্চ্চস্য সূক্তস্য কাণ্বপ্রস্কন্ন ঋষিঃ সূর্য্যোদেবতা আদ্যানাং নবানাং গায়ত্রী অন্ত্যানাং চতসৃণাং অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ২৮। উদু ত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ

অদ্য অস্মিন্ কালে সূর্য্যস্যাদিত্যস্য উদিতা উদিতৌ উদয়ে সতি ইতস্ততঃ প্রসরন্তঃ যূয়ং অস্মান্ অবদ্যাৎ অংহসঃ পাপাৎ নিষ্পিপৃত নিষ্কৃষ্য পালয়ত। যদিদমস্মাভিরুক্তং নোঽস্মদীয়ং তস্মিত্রাদয়ঃ ষড্ দেবতা মামহন্তাং পূজয়ন্তু অনুমন্যন্তাং রক্ষন্ত্বিতি যাবৎ। মিত্রঃ প্রমীতেস্ত্রায়কোঽহরভিমানী দেবঃ। বরুণঃ অনিষ্টানাং নিবারয়িতা রাত্র্যভিমানী। অদিতিঃ অখণ্ডনীয়া দীনা বা দেবমাতা। সিন্ধুঃ স্যন্দনশীলোদকাভিমানিনী দেবতা। পৃথিবী ভূর্লোকস্যাধিষ্ঠাত্রী। দ্যৌর্দ্যুলোকস্য। উতশব্দঃ সমুচ্চয়ে॥ ২৭॥

অপ ত্যে ইত্যাদি। ত্যে তায়বঃ যথা প্রসিদ্ধাস্তস্করা ইব নক্ষত্রা নক্ষত্রাণি দেবগৃহরূপাণি। "দেবগৃহা বৈ নক্ষত্রাণি" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। যথা ইহ লোকে কর্ম্মানুষ্ঠানায় যে স্বর্গং প্রাপ্নুবন্তি তে নক্ষত্ররূপেণ দৃশ্যন্তে। তথা চ শ্রূয়তে,—যোবা ইহ যজতে অমুং স লোকং নক্ষতে তন্নক্ষত্রাণাং নক্ষত্রত্বং" ইতি।

হে প্রকাশমান রশ্মিসমূহ। তোমরা অদ্য সূর্য্যদেব উদিত হইলে ইতস্ততঃ প্রসৃত হইয়া আমাদিগকে অতিগর্হণীয় পাপ হইতে মুক্ত কর এবং মিত্র (দিবাভিমানিনী দেবতা) বরুণ (রাত্র্যভিমানিনী দেবতা) অদিতি, সিন্ধু (জলাভিমানিনী দেবতা) ভূলোকাধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং আকাশাধিষ্ঠাত্রী দেবতা আমাদিগকে পাপ হইতে মুক্ত করিয়া রক্ষা করুন। ২৭।

দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যাং। ২৯। অপ ত্যে তায়বো যথা নক্ষত্রা যন্ত্যক্তুভিঃ সূরায় বিশ্বচক্ষসে। ৩০। অদৃশ্রমস্য কেতবোবি রশ্ময়োজনাঁ

যথা তেষাং সুকৃতিনাং জ্যোতিংষি নক্ষত্রাণ্যুচ্যন্তে "সুকৃতাং বা এতানি জ্যোতিংষি যন্নক্ষত্রাণি" ইত্যাম্নানাং। যাস্কস্ত্বাহ,—"নক্ষত্রাণি নক্ষতের্গতিকর্ম্মণোনেমানি ক্ষত্রাণীতি চ ব্রাহ্মণং" ইতি। তথাবিধানি নক্ষত্রাণি অক্তুভিঃ রাত্রিভিঃ সহ অপযন্তি অপগচ্ছন্তি। বিশ্বচক্ষসে বিশ্বস্ত সর্ব্বস্ত প্রকাশকস্ত সূরায় সূর্য্যাস্ত আগমনং দৃষ্ট্বেতি শেষঃ। তস্করা নক্ষত্রাণি চ রাত্রিভিঃ সহ সূর্য্য আগমিষ্যতীতি ভীত্যা পলায়ন্ত ইত্যর্থঃ॥ ৩০॥

অদৃশ্রমস্ত ইত্যাদি। অস্ত সূর্য্যস্য কেতবঃ প্রজ্ঞাপকা রশ্ময়ঃ দীপ্তয়ঃ জনানম্ন ব্যাদৃশ্রং জাতান্ সর্ব্বানম্নক্রমেণ প্রেক্ষন্তে সর্ব্বং জগৎ প্রকাশয়ন্তি ইত্যর্থঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ,—ভ্রাজন্তঃ দীপ্যমানা-অগ্নয়ঃ যথা অগ্নয় ইব॥ ৩১॥

তরণির্ব্বিশ্ব ইত্যাদি। হে সূর্য্য ত্বং তরণিস্তরিতা অন্যেন গন্তমশক্যস্ত মহতোঽধ্বনঃ গন্তাসি। তথা চ স্মর্য্যতে,—"যোজনানাং সহস্রে দ্বে দ্বে শতে দ্বে চ যোজনে। একেন নিমিষার্দ্ধেন ক্রমমাণ নমোঽস্তু তে"॥ ইতি যদ্বা উপাসকানাং রোগাত্তারয়িতাসি আরোগ্যং ভাস্করাদিচ্ছেদিতি স্মরণাৎ। তথা বিশ্বদর্শিতঃ

যেমন প্রসিদ্ধ চোরগণ সূর্য্যদেবের আগমনে পলায়ন করে, তেমন বিশ্বপ্রকাশক সূর্য্যের আগমন দেখিয়া নক্ষত্রমণ্ডলী রাত্রির সহিত অপগত হইতেছে অর্থাৎ অদৃশ্যতা প্রাপ্ত হইতেছে। ৩০।

প্রদীপ্ত-অগ্নি যেমন সমস্ত জগৎকে প্রকাশিত করে, তেমন সূর্য্যের রশ্মিমালা নিখিল জগৎকে প্রকাশিত করিতেছে। ৩১।

অমুত্রাজস্তোঽগ্নয়োযথা। ৩১। তরণির্ব্বিশ্বদর্শিতা জ্যোতিষ্কৃদসি সূর্য্য বিশ্বমা ভাসি রোচনং। ৩২। প্রত্যঙ্ দেবানাং বিশঃ

বিশৈঃ সর্ব্বৈঃ প্রাণিভিঃ দর্শনীয়ঃ। আদিত্যদর্শনস্য চণ্ডালাদিদর্শনজনিতপাপনির্হরণহেতুত্বাৎ। তথা চাপস্তম্বঃ—"দর্শনে জ্যোতিষাং দর্শনমিতি"। যদ্বা বিশ্বং সকলং ভূতজাতং দর্শতং দ্রষ্টব্যং প্রকাশ্যং যেন স তথোক্তঃ। তথা জ্যোতিষ্কৃং জ্যোতিষঃ প্রকাশস্য কর্ত্তা সর্ব্বস্য বস্তুনঃ প্রকাশয়িতা ইত্যর্থঃ। যদ্বা চন্দ্রাদীনাং রাত্রৌ প্রকাশয়িতা। রাত্রৌ হ্যম্ময়েষু চন্দ্রাদিবিম্বেষু সূর্য্যকিরণাঃ প্রতিফলিতাঃ সন্তঃ অন্ধকারং নিবারয়ন্তি যথা দ্বারস্থদর্পণোপরি নিপতিতাঃ সূর্য্যরশ্ময়ঃ গৃহান্তর্গতং তমোনিবারয়ন্তি তদ্বদিত্যর্থঃ। যস্মাদেবং তস্মাৎ বিশ্বং ব্যাপ্তং রোচনং রোচমানং অন্তরীক্ষং আ সমন্তাৎ ভাসি প্রকাশয়সি যদ্বা হে সূর্য্য অন্তর্যামিতয়া সর্ব্বস্য প্রেরক পরমাত্মন্ তরণিঃ সংসারাব্ধেঃ তারকোঽসি। যস্মাত্বং বিশ্বদর্শিতঃ বিশ্বৈঃ সর্ব্বৈঃ মুমুক্ষুভিঃ দর্শিতঃ দ্রষ্টব্যঃ সাক্ষাৎ কর্ত্তব্য ইত্যর্থঃ। অধিষ্ঠানে সাক্ষাৎকারেঽধ্যারোপিতং নিবর্ত্ততে। জ্যোতিষ্কৃৎ জ্যোতিষঃ সূর্য্যাদেঃ কর্ত্তা। তথা চাম্নায়তে,—"চন্দ্রমা মনসোজাতশ্চক্ষোঃ শ্রোত্রোঽজায়ত।" ইতি। ঈদৃশত্বং চিদ্রূপতয়া বিশ্বং সর্ব্বং দৃশ্যজাতং রোচনং রোচমানং দীপ্যমানং যথা ভবতি তথা ভাসি প্রকাশয়সি চৈতন্যস্ফুরণে হি সর্ব্বং জগৎ দৃশ্যতে। তথা চাম্নায়তে,—"তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥ ৩২॥

হে সূর্য্যদেব! আপনি উপাসকদিগের রোগ হন্তা, আপনি

প্রত্যঙ্ঙুদেষি মানুষান্ প্রত্যঙ্ বিশ্বং স্বর্দৃশে। ৩৩। যেনা পাবকচক্ষুষা ভুরণ্যন্তং জনাঁ অনু ত্বং বরুণ পশ্যসি। ৩৪।

প্রত্যঙ্দেবানামিত্যাদি। হে সূর্য্য ত্বং দেবানাং বিশঃ মরুন্নামকান্ দেবান্ "মরুতোবৈ দেবানাং বিশঃ" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। তান মরুৎসংজ্ঞকান্ দেবান্ প্রত্যঙ্ উদেষি তান্ প্রতি গচ্ছন্ উদয়ং প্রাপ্নোষি তেষামভিমুখং যথা ভবতি তথেত্যর্থঃ। তথা মানুষান্ মনুষ্যান্ প্রতি উদেষি। তেঽপি যথাস্মদভিমুখ এব সূর্য্য উদেতীতি মন্যন্তে তথা বিশ্বং ব্যাপ্তং স্বঃ স্বর্গলোকং দৃশে দ্রষ্টুং প্রত্যঙ্ উদেষি। যথা স্বর্গলোকবাসিনোজনাঃ সূর্য্যাভিমুখ্যেন পশ্যন্তি তথা উদেষীত্যর্থঃ। এতদুক্তং ভবতি। লোকত্রয়বর্ত্তিনোজনাঃ সর্ব্বেঽপি স্বস্বাভিমুখ্যেন সূর্য্যং পশ্যন্তি ইতি। তথা চাম্নায়তে,— "তস্মাৎ সর্ব্ব এব মন্যতে মাং প্রত্যুদগাদিতি ॥ ৩৩ ॥

যেনাপাবক ইত্যাদি। হে পাবক সর্ব্বস্য শোধক বরুণ অনিষ্টনিবারক সূর্য্য ত্বং জনান্ জাতান্ প্রাণিনঃ ভুরণ্যন্তং ধারয়ন্তং পোষয়ন্তং বা ইমং লোকং যেন চক্ষুসা প্রকাশেন অনু পশ্যসি অনুক্রমেণ প্রকাশয়সি। তং প্রকাশং স্তুম ইতি শেষঃ ॥৩৪॥

সমস্ত জগতের দর্শনীয় এবং প্রকাশক, তাই পরিব্যাপ্ত শোভমান এই আকাশকে প্রকাশিত করিতেছেন। ৩২।

হে সূর্য্যদেব! আপনি মরুৎনামক দেবগণের অভিমুখে উদিত হইয়াছেন, মনুষ্যলোকের অভিমুখে উদিত হইয়াছেন, এবং স্বর্গলোকবাসীদিগের দর্শন দেওয়ার নিমিত্ত তদীয় সম্মুখে উদিত হইয়াছেন, আপনি একই পদার্থ সর্ব্বত্র সমভাবে প্রকাশিত রহিয়াছেন। ৩৩।

বিদ্যামেষি রজস্পৃথ্বহা মিমানোহক্তুভিঃ পশ্যন্ জন্মানি সূর্য্য। ৩৫।
সপ্ত ত্বা হরিতোরথে বহন্তি দেব সূর্য্য শোচিষ্কেশং বিচক্ষণ। ৩৬।

বিদ্যামেষী ইত্যাদি।—হে সূর্য্য ত্বং পৃথু বিস্তীর্ণং রজঃ লোকং। লোকা রজাংস্যুচ্যন্তে ইতি যাস্কঃ। কং লোকং দ্যামন্তরীক্ষলোকং ব্যেষি বিশেষেণ গচ্ছসি। কিং কুর্ব্বন্ অহা অহানি অক্তুভিঃ সহ মিমান উৎপাদয়ন্ আদিত্যগত্যধীনত্বা-দহোরাত্রবিভাগস্য। তথা জন্মানি জননবন্তি ভূতজাতানি পশ্যন্ প্রকাশয়ন্॥ ৩৫॥

সপ্ত ত্বা ইত্যাদি। হে সূর্য্যদেব দ্যোতমান বিচক্ষণ সর্ব্বস্য প্রকাশয়িতঃ। সপ্ত সপ্তসংখ্যাকা হরিতোঽশ্বা রসহরণশীলা রশ্ময়ঃ বা ত্বা ত্বাং বহন্তি প্রাপয়ন্তি কীদৃশং রথে অবস্থিতমিতি শেষঃ। তথা শোচিষ্কেশং শোচীংষি তেজাংস্যেব যস্মিন্ কেশা ইব দৃশ্যন্তে স তথোক্তঃ তং॥ ৩৬॥

হে সূর্য্য। আপনি পবিত্রকারক এবং অনিষ্ট নিবারক। আপনি যে প্রকাশের দ্বারা এই সমস্ত লোককে প্রকাশিত করিতেছেন, সেই প্রকাশকে অর্থাৎ জ্যোতিঃপদার্থকে আমরা স্তব করি। ৩৪।

হে সূর্য্য। আপনি দিন রাত্রি উৎপন্ন করিয়া অর্থাৎ দিন রাত্রির বিভাগ করিয়া এই উৎপত্তিশীল পদার্থসমূহকে প্রকাশ করিতেছেন এবং বিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষলোকে বিশেষরূপে গমন করিতেছেন। ৩৫।

হে সর্ব্বপ্রকাশক সূর্য্য! কেশের ন্যায় তেজঃ সম্পন্ন আপনাকে সপ্ত অশ্ব রথের দ্বারা বহন করিতেছে। ৩৬।

অযুক্ত সপ্ত শুন্ধ্যুবঃ সূরোরথস্য নপ্ত্যঃ তাভির্যাতি স্বযুক্তিভিঃ ।৩৭। উদ্বয়ং তমসঃ পরি জ্যোতিঃ পশ্যন্ত উত্তরং দেবং দেবত্রা সূর্য্যমগন্ম. জ্যোতিরুত্তমম্।৩৮। উদ্যন্নদ্য মিত্র মহ আরোহন্নুত্তরাং দিবং হৃদ্রোগং মম সূর্য্য হরিমাণঞ্চ নাশয়।৩৯। শুকেষু

অযুক্ত সপ্ত ইত্যাদি। সূবঃ সর্ব্বস্য প্রেরক সূর্য্য শুন্ধ্যুবঃ শোধিকা অশ্বাস্ত্রিয়ঃ তাদৃশীঃ সপ্ত সপ্তসংখ্যাকাঃ অযুক্ত স্বরথে যোজিতবান্। কীদৃশ্যঃ রথস্য নপ্ত্যঃ ন পাতয়িত্র্যঃ যাভির্যুক্তাভিঃ রথোযাতি ন পততি তাদৃশীভিরিত্যর্থঃ। এবম্ভূতাভিস্তাভিরশ্বাভিঃ স্বযুক্তিভিঃ স্বকায়যোজনেন রথে সম্বদ্ধাভির্যাতি যজ্ঞগৃহং প্রতি আগচ্ছতি অতস্তস্মৈ হবির্দ্দ্যাতব্যমিতি বাক্যশেষঃ॥৩৭॥

উদ্বয়মিত্যাদি। বয়ং অনুষ্ঠাতারঃ তমসস্পরি তমস উপরি রাত্রেরূর্দ্ধং বর্ত্তমানং তমসঃ পাপাৎ পরি উপরি বর্ত্তমানং বা পাপরহিতমিত্যর্থঃ। তথা চাম্নায়তে,—"উদ্বয়ং তমসস্পরীত্যাহ পাপ্মা বৈ তমঃ পাপ্মানমেবাস্মাদপহন্তি"। ইতি। জ্যোতিস্তেজস্বিনমুত্তরমুদ্‌গততরমুৎকৃষ্টতরং বা দেবত্রা দেবেষু মধ্যে দেবং দানাদিগুণযুক্তং সূর্য্যং পশ্যন্তঃ স্তুতিভির্হবির্ভিশ্চোপাসীনাঃ সন্তঃ উত্তমমুৎকৃষ্টতমং জ্যোতিঃ সূর্য্যরূপমগন্ম প্রাপ্তবাম। তথা চ শ্রূয়তে,—"অগন্ম জ্যোতিরুত্তমমিত্যাহাসৌ বাদিত্যঃ জ্যোতিরুত্তমমাদিত্যস্যৈব সাযুজ্যং গচ্ছতীতি যুক্তং চৈতৎ "তং যথা যথোপাসতে তদেব ভবতী"তি শ্রুত্যন্তরাৎ॥৩৮॥

সকলের প্রেরয়িতা সূর্য্যদেব অতি সাবহিত সপ্তসংখ্যক অশ্বকে রথে নিযুক্ত করিয়া যজ্ঞ গৃহে গমন করিতেছেন।৩৭।

যে হরিমাণং রোপণাকাসু দধ্মসি অথোহারিদ্রবেষু যে হরিমাণং নিদধ্মসি। ৪০। উদগাদয়মাদিত্যোবিশ্বেন সহসা সহ দ্বিষন্তং মহ্যং রন্ধয়ন্মোঽহং দ্বিষতে রধং"। ৪১।

উদ্যন্নদ্য ইত্যাদি। হে সূর্য্য সর্ব্বস্য প্রেরক মিত্রমহ সর্ব্বেষামনুকূলদীপ্তিযুক্ত অদ্য অস্মিন্ কালে উদ্যন্ উদয়ং গচ্ছন্ উত্তরামুদ্গততরাং দিবমন্তরীক্ষমারোহন্ আভিমুখ্যেন প্রাপ্নু-বন্। যদ্বা দিবমন্তরীক্ষমুত্তরামারোহন্ উৎকর্ষেণ প্রাপ্নুবন্। এবম্বিধস্ত্বং মম হৃদ্রোগং হৃদয়গতমান্তরং রোগং হরিমাণং শরীর-গতকান্তিহরণশীলং বাহ্যং রোগং। যদ্বা শরীরগতং হরিদ্বর্ণং রোগপ্রাপ্তং বৈবর্ণ্যমিত্যর্থঃ তদুভয়মপি নাশয় মাং স্তোতারমুভ-য়বিধাৎ রোগাৎ মোচয়েত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

শুকেষু ইত্যাদি। যে মদীয়ং হরিমাণং শরীরগতং হরিদ্বর্ণস্য ভাবং শুকেষু তাদৃশং বর্ণং কাময়মানেষু পক্ষিষু তথা রোপণাকাসু শারিকাসু পক্ষিবিশেষেষু দধ্মসি স্থাপয়ামঃ। অথো অপি চ হারিদ্রবেষু হরিতালদ্রুমেষু তাদৃক্‌বর্ণবৎসু যে মদীয়ং হরিমাণং নিদধ্মসি নিদধীমহি স চ হরিমা তত্রৈব সুখেনাস্তামস্মান্ মা বাধিষ্টেত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

হে অনুকূলদীপ্তি-সম্পন্ন সূর্য্য! অদ্য উদিত হইয়া অন্তরীক্ষ আরোহণ পূর্ব্বক আমার হৃদয়গত এবং শরীরগত বাহ্য হরিদ্বর্ণ রোগ বিনাশ করুন। ৩৯।

আমরা মদীয় হরিদ্বর্ণ ব্যাধিকে হরিদ্বর্ণপ্রার্থী শুক ও শারিকা পক্ষীতে স্থাপন করিতেছি এবং হরিতালবৃক্ষেও মদীয় হরিদ্বর্ণ ব্যাধি স্থাপিত করিতেছি। ৪০।

সায়ংসূর্য্যোপস্থান মন্ত্র,—"মোষু বরুণেতি পঞ্চর্চ্চস্য বশিষ্ঠ ঋষি র্ব্বরুণো দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ৪২।
ওঁ মোষু বরুণ মৃন্ময়ং গৃহং রাজন্নহং গমং মৃডা সুক্ষত্র মৃড়য়। ৪৩।
যদেমি প্রস্ফুরন্নিব দৃতির্ন ধ্মাতোঽদ্রিব মৃডা সুক্ষত্র মৃড়য়। ৪৪।

উদগাদয়মিত্যাদি। অয়ং পুরোবর্ত্তী আদিত্যঃ অদিতেঃ পুত্রঃ সূর্য্যঃ বিশ্বেন সহসা সর্ব্বেণ বলেন সহ উদগাৎ উদয়ং প্রাপ্ত-বান্। কিং কুর্ব্বন্ মহ্যং দ্বিষন্তং রন্ধয়ন্ মম উপদ্রবকারিণং হিংসন্। অপি চ অহং দ্বিষন্ত অনিষ্টকারিণে রোগায় মো রধং নৈব হিংসাং করোমি। সূর্য্য এব অস্মদনিষ্টকারিণং রোগং বিনাশয়তু ইত্যর্থঃ॥ ৪১॥

মোষু বরুণেত্যাদি। হে রাজন ঈশ্বর বরুণ ত্বদীয়ং মৃণ্ময়ং মৃদাদিভির্নির্ম্মিতং গৃহং মো মাউ নৈবাহং গমং গতোঽস্মি, অপি তু সু শোভনং সুবর্ণময়মেব ত্বদীয়ং গৃহং প্রাপ্তবানি স ত্বং মাং মৃড়া সুখয়, হে সুক্ষত্র শোভনধন বরুণ মৃডয় উপদয়াং চ কুরু॥ ৪৩॥

যদেমীত্যাদি। হে অদ্রিব আয়ুধবন্ বরুণ যৎ যদা প্রস্ফুরন্নিব শৈত্যেন প্রবিচলন্নিব ত্বস্তয়াৎ বেপমানঃ দৃতির্ন দৃতিবিব ধ্মাতো

এই পুরোবর্ত্তী অদিতি-তনয় সূর্য্য মদীয় উপদ্রবকারী শত্রুকে হিংসা করতঃ সর্ব্ববল সম্পন্ন হইয়া উদিত হইয়াছেন। পরন্তু এই সূর্য্যদেবই আমার অনিষ্টকারী রোগ বিনাশ করুন, আমি তাহার প্রতি হিংসা করিব না। ৪১।

হে রাজন্ বরুণ। আমি ত্বদীয় মৃন্ময়-গৃহে গমন করিব না, পরন্তু আমি ত্বদীয় সুবর্ণময় গৃহ প্রাপ্ত হইব। হে প্রশস্ত ধন। তুমি আমাকে সুখিত এবং দয়া কর। ৪৩।

ক্রত্বঃ সমহ দীনতা প্রতীপং জগমাশুচে মৃড়া সুক্ষত্র মৃডয়। ৪৫।
অপাং মধ্যে তস্থিবাংসং তৃষ্ণাবিদজ্জরিতারং মৃডা সুক্ষত্র মৃডয়।৪৬

বায়ুনা পূর্ণঃ সন ত্বয়া বদ্ধোঽহমেমি গচ্ছামি তদানীং মৃডা সুখয়। হে সুক্ষত্র সুধন মৃড়য় উপদয়াং কুরু॥ ৪৪॥

ক্রত্বঃ সমহ ইত্যাদি। সমহ সধন শুচে স্বভাবতোনির্ম্মল বরুণ দীনতা দীনতয়া অশক্ততয়া ক্রত্বঃ কর্ম্মণঃ কর্ত্তব্যত্বেন বিহিতস্ত শ্রৌত-স্মার্ত্তাদিলক্ষণস্য প্রতীপং প্রতিকূলমনমুষ্ঠানং জগম প্রাপ্ত বানস্মি, অতএব ত্বয়া বদ্ধঃ তাদৃশং মাং মৃডা সুখয় মৃডয় উপদয়াং কুরু॥৪৫॥

অপাং মধ্যে ইত্যাদি। অপাং সমুদ্রাণাং উদকানাং মধ্যে তস্থিবাংসং স্থিতবন্তমপি জরিতারং তব স্তোতারং তৃষ্ণা পিপাসা বিদৎ প্রাপ্তবতী লবণোৎকটস্য সমুদ্রজলস্য পানানর্হত্বাৎ, অত-স্তাদৃশং মাং মৃড়া সুখয়। হে সুক্ষত্র মৃড়য় উপদয়াং কুরু॥ ৪৬॥

হে আয়ুধধারি বরুণ। আমি যখন তোমার ভয়ে কম্পমান, বায়ুপূর্ণ চর্ম্মপাত্রের ন্যায় স্ফীত এবং তোমাদ্বারা বদ্ধ হইয়া গমন করিব, তৎকালে তুমি আমাকে সুখী করিও। ৪৪।

হে ধনশালিন হে নির্ম্মলস্বভাব বরুণ। আমরা অশক্তি নিবন্ধন শ্রুতি স্মৃতি বিহিত ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠান করিতে পারি নাই, অতএব যখন তোমাদ্বারা বদ্ধ হইয়া গমন করিব, তখন আমাকে সুখী করিও। ৪৫।

আমি সমুদ্রমধ্যে বাস করিয়া এবং তোমার উপাসনা করিয়াও পিপাসা পীড়িত হইতেছি, কারণ লবণাক্ত জল লোকের অপেয়, তাহা পান করিতে পারিতেছি না, অতএব তুমি তৃষ্ণাতুর আমাকে সুখী কর। ৪৬।

যৎ কিঞ্চেদং বরুণ দৈব্যে জনেঽভিদ্রোহং মনুষ্যাশ্চরামসি অচিত্তী যত্তব ধর্ম্মাযুযোপিম মা নস্তস্মাদেনসোদেব রীরিষঃ। ৪৭।

এইরূপে সূর্য্যোপস্থান করিয়া অঙ্গন্যাস করিবে। যথা,—"ওঁ হৃদয়ায় নমঃ" বলিয়া অঙ্গুলির দ্বারা হৃদয় এবং "ওঁ ভূঃ শিরসে স্বাহা" শিরঃ, "ওঁ ভুবঃ শিখায়ৈ বষট্" শিখা, "ওঁ স্বঃ কবচায় হুং" বাহু, "ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্" নেত্র, "ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ অস্ত্রায় ফট্" করতল, "ওঁ তৎসবিতুঃ হৃদয়ায় নমঃ" আবার হৃদয়, "বরেণ্যং শিরসে স্বাহা" শিরঃ, "ভর্গোদেবস্য শিখায়ৈ বষট্" শিখা, "ধীমহি কবচায় হুং" বাহু "ধিয়োয়োনঃ নেত্রত্রায় বৌষট্" নেত্র, প্রচোদয়াৎ অস্ত্রায় ফট্" বলিয়া করতল স্পর্শ করিবে। অনন্তর তিন বেলায় গায়ত্রীকে তিনরূপে ধ্যান করিবে।

প্রাতঃকালে ধ্যান,—"বালাং বালাদিত্যমণ্ডলস্থাং রক্তবর্ণাং রক্তাম্বরানুলেপনস্রগাভরণাং চতুর্ম্মুখীং দণ্ডকমণ্ডলক্ষসূত্রাভয়াঙ্ক-চতুর্ভুজাং হংসারূঢ়াং ব্রহ্মদৈবত্যাং ঋগ্বেদমুদাহরন্তীং ভূর্লোকা-ধিষ্ঠাত্রীং গায়ত্রীং নাম তাং ধ্যায়েৎ॥ ৪৮।

যৎ কিঞ্চেদমিত্যাদি। হে বরুণ দৈব্যে দেবসমূহরূপে জনে যদিদং কিঞ্চন অভিদ্রোহমপকারজাতং মনুষ্যা বয়ং চরামসি চরামঃ নির্ব্বর্ত্তয়ামঃ তথা অচিত্তী অচিত্ত্যা অজ্ঞানেন তব যদীয়ং যদ্ধর্ম্মধারকং কর্ম্ম যুযোপিম বয়ং বিমোহিতবন্তঃ, হে দেব তস্মাদেনসঃ পাপাৎ নোঽস্মান্ মারীরিষঃ মা হিংসীঃ॥ ৪৭॥

হে বরুণ। আমরা দেবগণ সম্বন্ধে অপকার করিয়াছি, এবং অজ্ঞান বশতঃ তোমার কর্ম্মে মুগ্ধ হইয়াছি, সুতরাং তজ্জন্য আমাদের পাপ হইয়াছে। হে দেব! তুমি সেই পাপ বশতঃ আমাদিগকে হিংসা করিও না। ৪৭।

মধ্যাহ্ণ-ধ্যান,—"যুবতীং যুবাদিত্যমণ্ডলস্থাং শ্বেতবর্ণাং শ্বেতাম্বরানুলেপনস্রগাভরণাং সত্রিনেত্রপঞ্চবক্ত্রাং চন্দ্রশেখরাং ত্রিশূলখড়্গাখট্টাঙ্গডমরুকরাং চতুর্ভুজাং বৃষারূঢ়াং রুদ্রদৈবত্যাং যজুর্ব্বেদমুদাহরন্তীং ভুবর্লোকাধিষ্ঠাত্রীং সাবিত্রীং নাম তাং ধ্যায়েৎ। ৪৯।

সায়াহ্নে-ধ্যান,—"বৃদ্ধাং বৃদ্ধাদিত্যমণ্ডলস্থাং শ্যামবর্ণাং শ্যামাম্বরানুলেপনস্রগাভরণাং একবক্ত্রাং শঙ্খচক্রগদাপদ্মাঙ্কচতুর্ভুজাং গরুড়ারূঢ়াং বিষ্ণুদৈবত্যাং সামবেদমুদাহরন্তীং স্বর্লোকাধিষ্ঠাত্রীং সরস্বতীং নাম তাং ধ্যায়েৎ। ৫০।

এইরূপে ধ্যান করিয়া কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক নিম্ন লিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া গায়ত্রীর আবাহন করিবে। যথা,—

প্রাতঃকালে বালিকা বালসূর্য্যমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তিনী রক্তবর্ণা রক্তবস্ত্র, অনুলেপন ও মাল্যদ্বারা শোভিতা চতুর্মুখী, চারিহস্তে দণ্ড, কমণ্ডলু, জপমালা ও অভয়ধারিণী হংসারূঢ়া ঋগ্বেদবক্ত্রী এবং ভূলোকের অধিষ্ঠাত্রী ব্রহ্মাণী দেবীকে গায়ত্রী নামে ধ্যান করিবে। ৪৮।

মধ্যাহ্নকালে, যুবতী মধ্যাহ্নকালীয়-রবিমণ্ডলমধ্যবর্ত্তিনী শুভ্রা শুভ্রবস্ত্র, অনুলেপন ও মাল্যশোভিতা পঞ্চমুখী, পঞ্চদশনয়না চন্দ্রশেখরা চারিহস্তে ত্রিশূল, খড়্গ, খট্টাঙ্গ, এবং ডমরুধারিণী বৃষারূঢ়া যজুর্ব্বেদবক্ত্রী ভুবলোকাধিষ্ঠাত্রী রুদ্রাণী দেবীকে সাবিত্রী নামে ধ্যান করিবে। ৪৯।

সায়ংকালে, বৃদ্ধা বৃদ্ধ আদিত্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তিনী শ্যামবর্ণা শ্যামবস্ত্র, অনুলেপন ও মাল্য ভূষিতা একমুখী চারিহস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মধারিণী গরুড়ারূঢ়া সামবেদবক্ত্রী স্বর্গলোকের অধিষ্ঠাত্রী বৈষ্ণবী দেবীকে সরস্বতী নামে ধ্যান করিবে।

ওঁ আয়াহি বরদে দেবি। অক্ষরং ব্রহ্মসম্মিতং। গায়ত্রি! ছন্দসাং মাতর্ব্রহ্মযোনে। নমোঽস্তু তে ॥ ৫১ ॥ "ওঁ ওজোঽসি সহোঽসি বলমসি ভ্রাজোঽসি দেবানাং ধামনামাসি বিশ্বমসি বিশ্বায়ুঃ সর্ব্বমসি সর্ব্বায়ুঃ অভিভূরোঁ ॥ ৫২ ॥ ওঁ আগচ্ছ বরদে দেবি জপ্যে মে সন্নিধা ভব। গায়ন্তং ত্রায়তে যস্মাৎ গায়ত্রী ত্ব-মতঃ স্মৃতা ॥ ৫৩ ॥

অনন্তর গায়ত্রীর ঋষ্যাদি স্মরণ করিবে। ঋষ্যাদি যথা, "ওঁকারস্য ব্রহ্ম ঋষিরগ্নির্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দোমহাব্যাহৃতীনাং পরমেষ্ঠী প্রজাপতির্ঋষিঃ প্রজাপতির্দেবতা বৃহতীচ্ছন্দোগায়ত্র্যা বিশ্বামিত্র ঋষিঃ সবিতা দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্বেতোবর্ণঃ অগ্নির্মুখং ব্রহ্মা শিরোবিষ্ণুর্হৃদয়ং রুদ্রোললাটং পৃথিবী কুক্ষিস্ত্রৈলোক্যং চরণাঃ সাংখ্যায়নং গোত্রং অশেষপাপক্ষয়ায় জপে বিনিয়োগঃ। ৫৪।

হে বরদাত্রি হে ছন্দঃপ্রসবকর্ত্রি হে বেদোৎপন্নে গায়ত্রি। তুমি আমাদিগকে অবিনশ্বর ব্রহ্মতত্ব অনুভূতি করাইবার নিমিত্ত আগমন কর। হে গায়ত্রি! তুমি দেহের কারণীভূত ধাতুস্বরূপা, তুমি শত্রুগণের অভিভবের শক্তিরূপা, তুমি সামর্থ্যস্বরূপা, তুমি দীপ্তিস্বরূপা, তুমি অগ্ন্যাদিদেবগণের তেজোরূপা, তুমি সর্ব্ব জগদ্রূপা, তুমি জীবনীশক্তিস্বরূপা, তুমি পাপনাশিনী এবং প্রণব-প্রতিপাদ্য পরমাত্মস্বরূপিণী। হে অভীষ্টদাত্রি গায়ত্রি! তুমি মদীয় জপসময়ে আগমন কর অর্থাৎ তোমার স্বরূপ মদীয় হৃদয়ে আবির্ভূত হউক, তুমি গায়ন্ত অর্থাৎ তোমার সেবক জনকে ত্রাণ করিয়া থাক, এই নিমিত্ত মুনিগণ তোমাকে গায়ত্রী নামে অভিহিতা করিয়াছেন। ৫১, ৫২, ৫৩।

অতঃপর গায়ত্রী জপ (৫৫ পৃঃ দেখ) করিবে। গায়ত্রী যথা,—"ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ"। ৫৫।

১০ বা ১০৮ বার এই গায়ত্রী জপ করিয়া কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক গায়ত্রীর উপস্থান করিবে। মন্ত্র যথা,—"জাতবেদসে ইত্যস্য কাশ্যপ ঋষিঃ জাতবেদাগ্নির্দ্দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ শান্ত্যর্থং জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ জাতবেদসে সুনবাম সোমমরাতীয়তোনিদহাতি বেদঃ স নঃ পর্ষদাতি দুর্গাণি বিশ্বা নাবেব সিন্ধুং দুরিতাত্যগ্নিঃ।৫৬। তচ্ছং যো রিত্যস্য শংযুর্ঋষিঃ বিশ্বেদেবা দেবতা শর্করীচ্ছন্দঃ। নমোব্রহ্মণ ইত্যস্য প্রজাপতির্ঋষির্ব্বিশ্বেদেবা দেবতা জগতীচ্ছন্দঃ শান্ত্যর্থজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ তচ্ছং যোরাবৃণীমহে। ওঁ নমোব্রহ্মণে অস্তুগ্নয়ে। ৫৫।

অতঃপর "ওঁ পূর্ব্বাদিদিগ্‌ভ্যোনমঃ, ওঁ দিগীশেভ্যোনমঃ, ওঁ সন্ধ্যায়ৈ নমঃ, ওঁ গায়ত্র্যৈ নমঃ, ওঁ সাবিত্র্যৈ নমঃ, ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ, ওঁ সর্ব্বাভ্যোদেবতাভ্যোনমঃ" এই বলিয়া প্রত্যেককে নমস্কার করিয়া গায়ত্রী বিসর্জ্জন করিবে।

গায়ত্রী বিসর্জ্জন মন্ত্র,—"ওঁ উত্তরে শিখরে দেবি ভূম্যাং

প্রণবের ঋষি ব্রহ্মা, দেবতা অগ্নি, ছন্দঃ গায়ত্রী, মহাব্যাহৃতির পরমেষ্ঠি প্রজাপতি ঋষি, দেবতা প্রজাপতি, ছন্দঃ বৃহতী। গায়ত্রীর ঋষি বিশ্বামিত্র (ব্রহ্মা) সূর্য্য দেবতা, ছন্দঃ গায়ত্রী। গায়ত্রীর বর্ণ শুক্ল, মুখ অগ্নি, মস্তক ব্রহ্মা, হৃদয় বিষ্ণু, ললাট রুদ্র, উদর পৃথিবী, চরণ ব্রহ্মাণ্ড, গোত্র সাংখ্যায়ন, এবং সমস্ত পাপ বিনাশের নিমিত্ত প্রয়োগ। ৫৪।

পর্ব্বতমূর্দ্ধনি। ব্রাহ্মণেভ্যোঽভ্যনুজ্ঞাতা গচ্ছ দেবি যথাসুখং” ॥৫৬॥ এই বলিয়া এক গণ্ডূষ জল দিবে। অতঃপর ব্রহ্মযজ্ঞ করিবেন (১১২ পৃঃ দেখ)। তৎপর তর্পণাধিকারী ব্যক্তি তর্পণ (৪৯ পৃঃ দেখ) করিয়া সূর্য্যার্ঘ্য দান করিবেন, আর যিনি তর্পণে অধিকারী নহেন, তিনি ব্রহ্মযজ্ঞের পর সূর্য্যার্ঘ্য দান করিবেন।

অর্ঘ্যদান মন্ত্র,—"ওঁ নমোবিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে। জগৎসবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে। এহি সূর্য্য সহস্রাংশো তেজোরাশে জগৎপতে। অনুকম্পয় মাং ভক্তং গৃহাণার্ঘ্যং দিবাকর"। এই বলিয়া সূর্য্য উদ্দেশ্যে এক অঞ্জলি জল দান করিয়া প্রণাম করিবে। মন্ত্র (৮২ পৃঃ দেখ)।

ইতি ঋগ্বেদীয় সন্ধ্যাপদ্ধতি সমাপ্ত।

পঞ্চযজ্ঞ।

ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, এবং নৃযজ্ঞ এই পাঁচটীকে পঞ্চযজ্ঞ বলে। বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠের নাম ব্রহ্মযজ্ঞ, নিত্যশ্রাদ্ধ ও তর্পণাদির নাম পিতৃযজ্ঞ, দেবতাপূজা ও হোমের নাম দেবযজ্ঞ, পিতৃগণ ও ইতরপ্রাণীদিগকে মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক অন্নদানের নাম ভূতযজ্ঞ এবং অতিথিপূজার নাম নৃযজ্ঞ। এই পঞ্চযজ্ঞ গৃহীর নিত্য কর্ত্তব্য (১) ইহা না

হে গায়ত্রি দেবি। তুমি উত্তর দিকস্থ পর্ব্বত শৃঙ্গে বাস করিয়া থাক। কিন্তু জপকালে এখানে সন্নিহিতা হইয়াছিলে, এখন তোমার উপাসকগণের অনুজ্ঞা অনুসারে যথাস্থানে সুখে গমন কর। ৫৬।

---

(১) শূদ্রেরও পঞ্চযজ্ঞানুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু পঞ্চযজ্ঞানুষ্ঠানের

করিলে পাপভাগী হইতে হয়। এই পঞ্চযজ্ঞের মধ্যে পিতৃযজ্ঞ (তর্পণ) পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এখন ব্রহ্মযজ্ঞ বলা হইতেছে। অপর তিনটী অতঃপর যথাসময়ে বলা হইবে।

ব্রহ্মযজ্ঞ।

হস্ত পদ প্রক্ষালন পূর্ব্বক পূর্ব্বাগ্র-কুশোপরি পূর্ব্বাস্য হইয়া পদ্মাসন (৪ পৃঃ দেখ) করতঃ উপবেশন করিয়া বামহস্তে কুশ ধারণ পূর্ব্বক তাহার উপরে দক্ষিণহস্ত অধোমুখ ভাবে স্থাপন করতঃ প্রথমে গায়ত্রী পাঠ করিবেন।

গায়ত্রী-পাঠের ক্রম।

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং। ওঁ ভর্গোদেবস্য ধীমহি। ওঁ ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি। ওঁ ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ।

এইরূপে গায়ত্রী পাঠ করিয়া ঋষ্যাদি সহ ব্রহ্মযজ্ঞের ৪টী মন্ত্র (২) পাঠ করিবেন। ১ম মন্ত্রের ঋষ্যাদি যথা,—"মধুচ্ছন্দঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ অগ্নির্দ্দেবতা ব্রহ্মযজ্ঞজপে বিনিয়োগঃ।

মন্ত্র পাঠ করা নিষিদ্ধ। মন্ত্রগুলি ব্রাহ্মণদ্বারা পাঠ করাইয়া নিজে "নমোনমঃ" বলিয়া কার্য্যগুলি করিবেন। ব্রাহ্মণের অভাব হইলে কেবল "নমোনমঃ" বলিয়া পঞ্চযজ্ঞীয় কার্য্যগুলি করিবেন।

(২) যথা শক্তি চতুর্ব্বেদ, ধর্ম্মশাস্ত্র এবং ইতিহাসাদি পাঠের নাম ব্রহ্মযজ্ঞ, তাহা সম্ভব হইয়া উঠে না বলিয়া চারিবেদের চারিটী আদ্য মন্ত্র পঠিত হইয়া থাকে। ইহাও শাস্ত্রানুমোদিত। অশক্ত ব্যক্তির পক্ষে চতুর্ব্বেদাদি মন্ত্র চতুষ্টয়-পাঠ ব্যবস্থাপিত হইয়াছে।

১ম মন্ত্র যথা,—"অগ্নিমীলে (অগ্নিমীড়ে) পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং। হোতারং রত্নধাতমম্॥ ১॥

২য় মন্ত্রের ঋষ্যাদি যথা,—"যাজ্ঞবল্ক্য ঋষিরুষ্ণিক্ ছন্দো-বায়ুর্দ্দেবতা ব্রহ্মযজ্ঞজপে বিনিয়োগঃ।

২য় মন্ত্র যথা,—"ইষে ত্বোর্জ্জে ত্বা বায়বঃ স্থ দেবোবঃ সবিতা প্রার্পয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণে। ২।

অগ্নিং দেবং ঈড়ে স্তৌমি। কাদৃশং পুরোহিতং পুরঃ প্রথমতোহিতং আহিতমর্পিতমিতি যাবৎ। পুনঃ কিম্ভূতং যজ্ঞস্য ঋত্বিজং যজমানানুরোধেন যাগকারী ঋত্বিক্, অগ্নিশ্চ যজমানাভ্যুদয়ায় যাগকারী অত ঋত্বিগুচ্যতে। অপি কিম্ভূতং হোতারং হোমস্য সাধনত্বেন কর্ত্তৃভূতং। রত্নধাতমং রত্নং স্বর্ণাদি তদ্দদাতীতি রত্নধা অতিশয়েন রত্নধা রত্নধাতমং। অয়ং বাক্যার্থঃ,—প্রথমতোঽর্পিতং ধনদাতারং অগ্নিং স্তৌমি, ততোঽয়মগ্নির্মহ্যং ধনং দদাতু ইতি। ১।

হে শাখে। ইষে বৃষ্ট্যৈ ত্বা ত্বাং ছিনদ্মি। (তথা) হে শাখে। উর্জ্জে অন্নায় ত্বা ত্বাং সন্নয়ামি। অত্র ছিনদ্মি সন্নয়ামি ইতি ক্রিয়াপদদ্বয়ং যথাক্রমং অধ্যাহরণীয়ং। যজ্ঞপরিণামোহি বৃষ্টিরন্নাদিকঞ্চ, তদভিপ্রায়ৌ মন্ত্রৌ। শ্রুতিশ্চাস্মিন্নর্থে ভবতি—"অগ্নেরৈর্বধূমোজায়তে ধূমাদভ্রমভ্রাদ্বৃষ্টিঃ" ইতি। হে বৎসাঃ। বায়বঃ স্থ যথা বায়ুর্বৃষ্ট্যাদিদ্বারেণ জগতামাপ্যায়কঃ, তথা যূয়ং ধেনুপ্রস্রবনদ্বারেণ যজ্ঞনিষ্পত্তিকারিণঃ, যজ্ঞাচ্চ বৃষ্টিরিতি পরম্পরং জগতামাপ্যায়কাঃ স্থ ভবথ। দেবঃ দানাদিগুণযুক্তঃ বোযুষ্মান্ শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণে যজ্ঞায় প্রার্পয়তু। কীদৃশঃ দেবঃ

৩য় মন্ত্রের ঋষ্যাদি যথা,—"গোতম ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নি-র্দ্দেবতা ব্রহ্মযজ্ঞজপে বিনিয়োগঃ।

৩য় মন্ত্র যথা,—অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানোহব্যদাতয়ে নিহোতা সৎসি বর্হিষি॥ ৩॥

৪র্থ মন্ত্রের ঋষ্যাদি যথা,—"পিপ্পলাদ ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো-বরুণোদেবতা ব্রহ্মযজ্ঞজপে বিনিয়োগঃ।

৪র্থ মন্ত্র যথা,—শন্নোদেবীরভীষ্টয়ে আপোভবন্তু পীতয়ে সংযোরভিস্রবন্তু নঃ।

(সামবেদীরা "আপোভবন্তু" স্থলে "শন্নোভবন্তু" পাঠ করিবেন। (ক)

এই প্রকারে সামবেদী ও ঋগ্বেদীগণ ব্রহ্মযজ্ঞ করিবেন, কিন্তু যজুর্ব্বেদীরা উপরোক্ত ঋষ্যাদি বলিবেন না। তাঁহারা

সবিতা জগতাং প্রসবিতা অনেন চ সর্ব্বেষামিষ্যমাণতয়া বৃষ্টিক্রিয়তে। ২।

হে অগ্নে। (ত্বং) আয়াহি আগচ্ছ অত্র মম সন্নিহিতোভব ইত্যর্থঃ। কিমর্থং বীতয়ে খাদনার্থং অস্মদ্দাতব্যান্নস্য খাদনায়ে-ত্যর্থঃ। কিম্ভূতস্ত্বং গৃণানঃ স্তূয়মানঃ। কিমর্থং হব্যমন্নং তস্য দাতয়ে দানায়। ন কেবলং আয়াহি, অপিতু বর্হিষি কুশে সৎসি সংস্থিতোভবেত্যর্থঃ। কিম্ভূতস্ত্বং নিহোতা নিরবশেষহোতা সাঙ্গ-স্যৈনস্য প্রধানসাধনতয়া কর্ত্তৃভূত ইত্যর্থঃ। হে অগ্নে। যজ্ঞ-কর্ম্মণি দেয়স্য হবিষঃ অদনায় আগত্য বর্হিষি নিষীদ ইত্যগ্নি-প্রার্থনা। ৩।

(ক) এই মন্ত্রটীর ভাষ্য ঋগ্বেদীয় সন্ধ্যায় দেওয়া হইয়াছে (৮৯ পৃঃ দেখ)।

নিম্ন লিখিত ঋষ্যাদি স্মরণ করিয়া উপরোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবেন। ১ম মন্ত্রের ঋষ্যাদি যথা,—"ঋগ্বেদাদিসর্ব্বস্ত মধুচ্ছন্দ ঋষি রগ্নির্দ্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ স্বাধ্যায়ে বিনিয়োগঃ।"

২য় মন্ত্রের ঋষ্যাদি,—"যজুর্ব্বেদাদি মন্ত্রস্ত পরমেষ্ঠী ঋষিঃ শাখাবৎসগাবোদেবতা শাখাচ্ছেদনসন্নয়বৎসোপস্পর্শনে বিনিয়োগঃ।

৩য় মন্ত্রের ঋষ্যাদি যথা,—সামবেদাদিমন্ত্রস্ত গোতম ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা ব্রহ্মযজ্ঞজপে বিনিয়োগঃ।

৪র্থ মন্ত্রের ঋষ্যাদি যথা,—"অথর্ব্ববেদাদিমন্ত্রস্য দধ্যঙ্ভাথর্ব্বণ ঋষিরাপোদেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শান্তিকরণে বিনিয়োগঃ।

এই প্রকারে ব্রহ্মযজ্ঞ সমাপন করিয়া সকলবর্ণই তান্ত্রিক সন্ধ্যা করিবেন (১) এই সন্ধ্যাও তিন বেলায় করিতে হয়। সন্ধ্যার কাল অতীত হইলে আচমন করিয়া ইষ্টদেবতার গায়ত্রী দশবার জপ করিয়া পরে সন্ধ্যানুষ্ঠান করিবেন। সন্ধ্যার কাল বিষয়ে ৫১ পৃষ্ঠার সন্ধ্যার সামান্য বিধি দেখুন।

তান্ত্রিক-সন্ধ্যা।

"ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা" এই বলিয়া তিনবার জলপান করিয়া দুইবার আচমন (১৮ পৃঃ দেখ) করিবে। (২) পরে অঙ্কুশ মুদ্রার (২৭ পৃঃ

(১) শূদ্র ও স্ত্রীলোক প্রাতঃ স্নানের পর তান্ত্রিক সন্ধ্যা, তৎপর তর্পণ করিবেন। অনেক স্থানে তর্পণের পরে তান্ত্রিক সন্ধ্যা করার ব্যবহার আছে। তর্পণের অনধিকারী ব্যক্তিও এই নিয়মে করিবেন।

(২) "ওঁ আত্মতত্ত্বায়" ইত্যাদি বলিয়া শাক্তগণ আচমন করিবেন, বৈষ্ণবাদিরা মন্ত্র ব্যতীত দুইবার আচমন (১৮ পৃঃ দেখ) করিবেন।

দেখ) দ্বারা জলে তীর্থাবাহন করিবে। (মন্ত্র ২৮ পৃঃ, ১ পঙ্‌ক্তিতে দেখ)। তৎপর প্রত্যেকবার মূল মন্ত্র পড়িয়া তত্ত্ব মুদ্রার (১) দ্বারা কোশা হইতে জল উঠাইয়া প্রথমে মৃত্তিকায় তিনবার পরে মস্তকে সাতবার বিন্দু বিন্দু করিয়া দিবে। তৎপর মূলমন্ত্রদ্বারা অঙ্গন্যাস (৭ পৃঃ দেখ) করিবে। (২) অনন্তর বামহস্ত তলে কিঞ্চিৎ জল লইয়া দক্ষিণহস্ত দ্বারা আচ্ছাদন করতঃ "হং যং বং লং রং" এই মন্ত্র ঐ জলের উপর তিনবার জপ করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক বামহস্তের ছিদ্র দিয়া গলিত জল হইতে তত্ত্ব-মুদ্রার দ্বারা সাতবার বিন্দু বিন্দু মস্তকে দিবে, বামহস্তস্থ শেষ জল দক্ষিণহস্তে আনিয়া ঐ জলকে তেজোময় চিন্তা করতঃ বাম-নাসিকার দ্বারা আকর্ষণ করতঃ "দেহান্তস্থ পাপ ঐ জলে সম্মি-শ্রিত হইয়াছে, এবং পাপ সংস্পর্শে ঐ জল কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে" এই প্রকার চিন্তা করিয়া দক্ষিণনাসিকাদ্বারা সেই জল বাহির করিয়া "ফট্" এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক পাপমিশ্রিত ঐ জল বামহস্ততলে নিক্ষেপ করিবে। (ইহার নাম অঘমর্ষণ)। পরে হস্ত প্রক্ষালন ও একবার আচমন (১৮ পৃঃ দেখ) করিয়া "হ্রাং হংসঃ ইদমর্ঘ্যং সূর্য্যায় স্বাহা" (৩) এই বলিয়া সূর্য্যার্ঘ্য অর্থাৎ

(১) তত্ত্বমুদ্রা,—দক্ষিণহস্ত অধোমুখ করিয়া মধ্যমা ও অনামিকার অগ্রভাগে অঙ্গুষ্ঠ যোগ করিবে, ইহার নাম তত্ত্বমুদ্রা।

(২) এখানে অঙ্গন্যাসের মন্ত্র মূলমন্ত্রের অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন, সুতরাং গুরুর নিকট শুনিতে হইবে।

(৩) তারার উপাসকেরা "হ্রাং হংসঃ মার্ত্তণ্ডভৈরবায় প্রকাশশক্তি সহিতায় ইদমর্ঘ্যং স্বাহা" এই বলিয়া সূর্য্যার্ঘ দিবে। শ্রীবিদ্যার উপা-সকেরা "ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হ্রাঁ হ্রীঁ সঃ মার্ত্তণ্ডভৈরবায় প্রকাশশক্তিসহিতায়

সূর্য্য উদ্দেশ্যে এক অঞ্জলি জল দিবে। পরে "ও সূর্য্যমণ্ডলস্থায়ৈ অমুক দেবতায়ৈ নমঃ" এই বলিয়া অথবা দেবতার গায়ত্রী পাঠ পূর্ব্বক তিনবার ইষ্টদেবতাকে অর্ঘ্য অর্থাৎ তিন অঞ্জলি জল দিবে। (ক) অনন্তর তিন বেলায় গায়ত্রীর তিন প্রকার ধ্যান করিয়া যিনি যে দেবতার উপাসক তিনি সেই দেবতার গায়ত্রী ১০ বার অথবা ১০৮ বার জপ করিবেন। নিজ নিজ দেবতার গায়ত্রী গুরুর নিকট শিক্ষা করিতে হইবে।

প্রাতর্ধ্যান,—"উদ্যদাদিত্যসঙ্কাশাং পুস্তকাক্ষকরাং স্মরেৎ। কৃষ্ণাজিনধরাং ব্রাহ্মীং ধ্যায়েন্তারকিতেঽম্বরে" ॥ ১ ॥ মধ্যাহ্নে ধ্যান,—"শ্যামবর্ণাং চতুর্ব্বাহুং শঙ্খচক্রলসৎকরাং। গদাপদ্মধরাং

গ্রহরাশিনক্ষত্রতিথিযোগকরণপরিবারসহিতায় ইদমর্ঘ্যং স্বাহা" এই বলিয়া সূর্য্যার্ঘ্য দিবে।

(ক) তারার উপাসকেরা তাম্রপাত্রে চন্দন, আকন্দপুষ্প ও অপরাজিতা পুষ্প লইয়া "উদ্যদাদিত্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তিনৈা নিত্যচৈতন্যোদিতায়ৈ শ্রীমদেক-জটায়ৈ স্বাহা" এই বলিয়া তারাকে অর্ঘ্য দিবে। কালীর উপাসকেরা ও এইরূপ ভাবে কালিকাকে অর্ঘ্য দিবে। কিন্তু "শ্রীমদেকজটায়ৈ" এই স্থলে "শ্রীমৎ কালিকায়ৈ" বলিবে।

উদয় কালীন দিবাকর সদৃশী পুস্তক ও জপমালা ধারিণী কৃষ্ণসার-চর্ম্ম পরীধানা ব্রাহ্মী শক্তিকে নক্ষত্রযুক্ত আকাশমণ্ডলবাসিনী ভাবে ধ্যান করিবে। ১।

মধ্যাহ্ন কালে গায়ত্রী দেবীকে শ্যামবর্ণা চতুর্ভুজা চারি হস্তের দ্বারা শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মধারিণী এবং সূর্য্যমণ্ডলবাসিনীরূপে চিন্তা করিবে। ২। সায়ংকালে সংযত-সাধক গায়ত্রী দেবীকে শুক্লবর্ণা শুক্লবস্ত্রপরীধানা বৃষবাহনা ত্রিনয়না বর-পাশ-শূল ও নরকপালধারিণী এবং সূর্য্যমণ্ডলবাসিনীরূপে চিন্তা করিবে। ৩।

দেবীং সূর্য্যাসনকৃতাশ্রয়াং” ॥ ২ ॥ সায়াহ্নে ধ্যান,—“সায়াহ্নে বরদাং দেবীং গায়ত্রীং সংস্মরেৎ যতিঃ। শুক্লাং শুক্লাম্বরধরাং বৃষাসনকৃতাশ্রয়াং। ত্রিনেত্রাং বরদাং পাশং শূলঞ্চ নৃকরোটিকাং। সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থাং ধ্যায়ন্ দেবীং সমভ্যসেৎ ॥ ৩ ॥ (ক) এইরূপে ধ্যানপূর্ব্বক ১০ বা ১০৮ বার গায়ত্রী জপ করিয়া জপ বিসর্জ্জন দিবে। (মন্ত্র ৮ পৃঃ দেখ)। পরে তান্ত্রিক তর্পণ করিবে। (১)

তান্ত্রিক তর্পণ।

“দেবাংস্তর্পয়ামি, ঋষীংস্তর্পয়ামি, পিতৃংস্তর্পয়ামি, (২) গুরুং

(ক) ত্রিপুরাসুন্দরীর উপাসকেরা নিম্ন লিখিত রূপে তিন বেলায় গায়ত্রীর তিনরূপ ধ্যান করিবেন। প্রাতঃকালে যথা,—“প্রাতরাধার-কমলে হুতভুঙ্মণ্ডলোপরি। বাগ্বীজরূপাং বিদ্যায়া বিদ্যুচ্ছৎপলভাস্বরাং। পুষ্পবাণেক্ষুকোদণ্ডপাশাঙ্কুশলসৎকরাং স্বেচ্ছাগৃহীতবপুষীং গুরুবিদ্যাকরা-ত্মিকাং”। ১। মধ্যাহ্নধ্যান,—“মধ্যাহ্নে হৃদয়াম্ভোজকর্ণিকে সূর্য্যমণ্ডলে। কামবীজাত্মিকাং দেবীমলক্তকরসারুণাং। প্রসূনবাণপুণ্ড্রেক্ষুচাপপাশাঙ্কুশা-ন্বিতাং। পরিতঃ বাস্তুমুখ্যাভিঃ ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বশক্তিভিঃ”। ২। সায়াহ্নে ধ্যান,—সায়মাজ্ঞাসরোজস্থে চন্দ্রে চন্দ্রসমদ্যুতিং। শক্তিবীজাত্মিকাং চাপবাণপাশা-ঙ্কুশান্বিতাং। যুগনিত্যার্কিয়াকারাং ঘটিকাবরণান্বিতাং। চিন্তয়িত্বা ভগবতীং নিত্যাভিঃ পরিবারিতাং। ৩।

(১) দীক্ষিত সকল ব্যক্তিই তিন বেলায় এই তান্ত্রিক তর্পণ করিবেন। বৈদিক তর্পণের ন্যায় ইহাতে কোন অধিকারাদির বিচার নাই।

(২) বৈষ্ণবগণ পিতৃতর্পণের পরে “নারদং তর্পয়ামি পর্ব্বতং তর্পয়ামি, জিষ্ণুং তর্পয়ামি, নিশঠং তর্পয়ামি, উদ্ধবং তর্পয়ামি, দারুকং তর্পয়ামি, বিষ্বক সেনং তর্পয়ামি, শৈনেয়ং তর্পয়ামি” এই বলিয়া প্রত্যেককে তিন তিন অঞ্জলি জল দিয়া গুরু হইতে পরমেষ্ঠী গুরু পর্য্যন্ত প্রত্যেককে তিন তিন অঞ্জলি জল দিবে।

তর্পয়ামি, পরমগুরুং তর্পয়ামি, পরাপরগুরুং তর্পয়ামি, পরমেষ্ঠি-গুরুং তর্পয়ামি" এই বলিয়া প্রত্যেককে জলাঞ্জলি দিবে। অনন্তর মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া "অমুকদেবীং তর্পয়ামি স্বাহা" (১) এইরূপ তিনবার বলিয়া ইষ্টদেবতা উদ্দেশ্যে তিন অঞ্জলি জল দিবে। (২) পরে মূল মন্ত্র ১০ বা ১০৮ বার জপ (জপপ্রণালী দেখ) করিয়া জপ বিসর্জ্জন (৮ পৃঃ দেখ) দিয়া ইষ্টদেবতার প্রণাম মন্ত্র পড়িয়া (১৪ পৃঃ দেখ) প্রণাম করিবে।

প্রাতঃকৃত্য হইতে এই পর্য্যন্ত যে কিছু কর্ম্মানুষ্ঠান পদ্ধতি লিখিত হইল। তাহা সমাপ্ত করিয়া দিবসীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিবে। ঋষিগণ দিনমানকে অষ্টভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। ইহার প্রত্যেক ভাগকে যামার্দ্ধ বলে। দিনমানের ন্যূনাধিক্য অনুসারে যামার্দ্ধ পরিমাণেরও ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে। মোটের উপর ৩। দণ্ড হইতে ৪। দণ্ড পর্য্যন্ত কালকে যামার্দ্ধ বলিয়া ধরা হয়। (২৪ মিনিটে এক দণ্ড)। এই অষ্টযামার্দ্ধে পৃথক্ পৃথক্ ক্রিয়াপদ্ধতি শাস্ত্রে নিবদ্ধ আছে, আমরাও এখানে তাহা যথাক্রমে লিখিব। তৎপরে রাত্রিকৃত্য লিখিত হইবে।

(১) বৈষ্ণবগণ প্রথম মূল মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া "অমুকদেবং তর্পয়ামি নমঃ" এইরূপ বলিবেন। শৈব প্রভৃতি মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, "অমুক-দেবং তর্পয়ামি" এই বলিয়া তর্পণ করিবেন। শাক্তগণের বিষয় মূলেই লিখিত হইল।

(২) সমর্থ হইলে ইষ্টদেবের তর্পণের পর তদীয় আবরণ দেবতা-দিগকে একবার করিয়া তর্পণ করিবে। আবরণ দেবতা গুরুর নিকট শুনিবেন।

প্রথম যামার্দ্ধ কৃত্য।

ব্রাহ্ম্য মৌহুর্ত্তিক-ক্রিয়া ও তর্পণাদি সমাপ্ত করিয়া পুষ্পাদি আহরণ করিবে। পুষ্পাদি প্রাতঃকালেই আহরণ করা কর্ত্তব্য, এবং ব্রাহ্মণগণের স্বয়ং আহরণ করা উচিত। যদি উহা ক্রয় করিতে হয় তবে একদরে ক্রয় করিবে। পুষ্পাদি, অন্য কোন পাত্র ব্যতীত কেবল হস্তোপরে রাখিবে না, এবং বামহস্তদ্বারা চয়ন করিবে না। বকুল ও শেফালিকা ভিন্ন ভূমি-পতিত অন্য পুষ্প ও দেবালয়স্থ পুষ্প গ্রহণ করিবে না।

দ্বাদশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, সংক্রান্তি, মধ্যাহ্নকাল ও রাত্রি-কালে তুলসী চয়ন করিবে না। স্ত্রীলোকেরও তুলসী চয়ন করিতে নাই। মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক বোঁটার সহিত এক একটী করিয়া তুলসী চয়ন করিতে হয়।

তুলসী চয়নমন্ত্র,—"তুলস্যমৃতনামাসি সদা ত্বং কেশবপ্রিয়ে। কেশবার্থে চিনোমি ত্বাং বরদা ভব শোভনে" ॥

বিল্বপত্র চয়ন,—অমাবস্যা, পূর্ণিমা, দ্বাদশী, মধ্যাহ্নকাল ও সায়ংকালে বিল্বপত্র তুলিবে না। বৃক্ষের শাখা ভগ্ন না হয় এইরূপ ভাবে মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক এক একটী করিয়া পত্র তুলিয়া আনিবে। বিল্বপত্র চয়নমন্ত্র,—"পুণ্যবৃক্ষ মহাভাগ মালুর শ্রীফল প্রভো। মহেশপূজনার্থায় ত্বৎপত্রাণি চিনোম্যহং" ॥

দ্বিতীয়যামার্দ্ধ কৃত্য।

পুষ্পাদি আহরণ করিয়া ব্রাহ্মণগণ বেদাভ্যাস, ও ধর্ম্মশাস্ত্রাদির আলোচনা করিবেন। স্ত্রীলোকগণ সাংসারিক কার্য্যাদি নির্ব্বাহ

করিবেন। শূদ্রগণ পোষ্যবর্গের ভরণ পোষণের নিমিত্ত অর্থ উপার্জ্জন করিবেন।

তৃতীয়যামার্দ্ধ-কৃত্য।

এই সময়ে পোষ্যবর্গের পোষণের নিমিত্ত স্বকীয় বৃত্তিদ্বারা ব্রাহ্মণগণ অর্থ উপার্জ্জন করিবেন। মাতা, পিতা, গুরু, ভার্য্যা, দরিদ্র, প্রজা, আশ্রিতব্যক্তি, অভ্যাগত এবং অতিথি ইহারা পোষ্যবর্গ বলিয়া পরিগণিত। গৃহস্থ অবশ্যই ইহাদের পোষণ করিবেন। ইহাদের পোষণ না করিয়া যে ব্যক্তি কেবলমাত্র আত্ম উদর পরিপূরণ করেন, তিনি জীবিত থাকিয়াও মৃত বলিয়া পরিগণিত। শূদ্র তৃতীয়যামার্দ্ধেও অর্থ উপার্জ্জনে ব্যয়িত করিবেন (১)।

চতুর্থযামার্দ্ধ-কৃত্য।

চতুর্থযামার্দ্ধে পুনর্ব্বার পূর্ব্বোক্ত অবগাহন-স্নানবিধি (২৬ পৃঃ দেখ) অনুসারে স্নান করিতে হইবে। বিশেষ এই যে এই সময়ে তৈল মাখিতে হয়। কিন্তু পর্ব্বদিন (২৪ পৃঃ দেখ) ষষ্ঠী, নবমী, রবিবার, মঙ্গলবার, বৃহস্পতিবার, শুক্রবার উপবাসের দিন, ব্রত-দিন, কেশচ্ছেদনের দিন, চিত্রা, অশ্বিনী, হস্তা, এবং শ্রবণানক্ষত্রে তৈলাভ্যঙ্গ করিবে না। যদি এই সকল দিনে নিতান্তই তৈল মাখিতে হয় তবে রবিবারে পুষ্প,

---

(১) বর্ত্তমান পাপসঙ্কুল-দিনে এই প্রকার যথানিয়মে কার্য্য হওয়া অসম্ভব ইহা আমরা অবগত আছি। কিন্তু যথা নিয়মে দৈনিক কার্য্যাবলী লিখিতে সংকল্প করিয়াছি, তাই বাধ্য হইয়া সমস্ত বিষয়ই লিখিতে চেষ্টা না করিয়া থাকিতে পারিব না।

বৃহস্পতিবারে দূর্ব্বা, মঙ্গলবারে কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা, শুক্রবারে কিঞ্চিৎ গোময় এবং অন্য নিষিদ্ধ দিনে পুষ্প তৈলমধ্যে ফেলিয়া দিয়া পরে সেই তৈল মাখিবে। তৈল মর্দ্দন করিয়া শৌচ প্রস্রাবাদি করিবে না এবং স্নানের পর তৈল মাখিতে নাই।

তৈলাভ্যঙ্গের প্রণালী।

প্রথমে উপবেশন করিয়া কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠদ্বারা কিঞ্চিৎ তৈল "অশ্বত্থায়ে নমঃ" বলিয়া মৃত্তিকায় ফেলিয়া দিয়া প্রথমে পদদ্বয়, তৎপরে মস্তক ও পরে সমস্ত অবয়বে তৈল মাখিবে।

এই প্রকারে তৈলাভ্যঙ্গ করিয়া স্নান করতঃ পূর্ব্বোক্ত নিয়মে বস্ত্র পরিধান, (৩৭ পৃঃ দেখ) শিখাবন্ধন (২৩ পৃঃ দেখ) ও তিলক (৩৮ পৃঃ দেখ) করিয়া সন্ধ্যাবিধি অনুসারে বৈদিক ও তান্ত্রিক (১) সন্ধ্যা করিবে এবং পুনরপি তর্পণপদ্ধতি অনুসারে (স্নানাঙ্গ) তর্পণ করিতে হইবে। অনন্তর পূজাগৃহে প্রবেশ করিয়া যথাক্রমে শিব পূজাদি (২) করিতে হইবে। পূজাপদ্ধতির সুবোধের নিমিত্ত প্রথমে কতিপয় বিষয় লিখিত হইতেছে। তৎপরে পদ্ধতি লিখিত হইবে।

উপচার।

শাস্ত্রে অনেক প্রকার উপচারের কথা বর্ণিত আছে, তৎসমস্ত এখানে বলার প্রয়োজন নাই, এই নিমিত্ত নিত্যপূজা যে যে উপচারের দ্বারা করা হয় তাহাই এখানে বলা যাইতেছে।

---

(১) শূদ্র ও স্ত্রী বৈদিকসন্ধ্যা করিবেন না।

(২) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সকলেরই শিবপূজা অবশ্য কর্ত্তব্য এবং শাক্ত, বৈষ্ণব, গাণপ ও সৌর প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়েরই প্রথমে শিবপূজা করিয়া পরে ইষ্টদেবের পূজা করিতে হইবে। (লিঙ্গার্চ্চন তন্ত্র—১ম পটল)।

ষোড়শ উপচার।

আসন, স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, পুনরাচমনীয়, স্নানীয়, বস্ত্র, আভরণ, গন্ধ, পুষ্প (বিল্বপত্র) ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, (পানার্থ জল পুনরাচমনীয়, এবং তাম্বুল (ক)) এবং বন্দন।

দশোপচার।

পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, পুনরাচমনীয়, গন্ধ, পুষ্প, (বিল্বপত্র) ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য। (১)

পঞ্চোপচার।—গন্ধ, পুষ্প, (বিল্বপত্র) ধূপ, দীপ, এবং নৈবেদ্য।

শিবপূজা-বিষয়ে গন্ধ।

শ্বেতচন্দন, অগুরু, রক্তচন্দন, কর্পূর, কুঙ্কুম, কুড়, তমাল ও বালা। এই সমস্ত দ্রব্য শিবপূজায় দিবে। ইহাকে শৈবগন্ধ বলে।

(ক) আসন—রজত বা স্বর্ণ নির্ম্মিত, চতুরঙ্গুল পরিমিত করিবে, অভাবে বিল্বপত্র আসনরূপে দিবে। স্বাগত—দেবতাকে শুভাগমন প্রশ্ন করিবে ইহার নাম স্বাগত। স্নানীয়—স্নানার্থ জল। অন্যান্য গুলির অর্থ দশোপচারে বলিব।

(১) পাদ্য পাদ প্রক্ষালনার্থ জল, অর্ঘ্য—গন্ধ, পুষ্প, দূর্ব্বা, আতপচাউল, এবং জল। আচমনীয়—আচমনার্থ জল, মধুপর্ক—জল, মধু, ঘৃত, চিনি এবং দধি এই কএক দ্রব্য মিশ্রিত করিলে তাহাকে মধুপর্ক বলে। পরিমাণ জল আধ ছটাক, মধু দুই ছটাক, এবং ঘৃত, চিনি ও দধি প্রত্যেক আধ ছটাক করিয়া দিতে হয়। ঘৃত, মধু ও দধি এই তিন দ্রব্যেও মধুপর্ক হয়। পুনরাচমনীয়—পুনর্ব্বার আচমনার্থ জল, গন্ধ শ্বেতচন্দন, নৈবেদ্য—আতপচাউল, রম্ভা ও নানাপ্রকার মধুর দ্রব্য।

বিষ্ণুপূজা-বিষয়ে গন্ধ।

শ্বেতচন্দন, অগুরু, কুঙ্কুম, কর্পূর, বেনার মূল, দেবদারু বা পদ্মক, কুড় ও জটামাংসী।

শক্তিপূজা-বিষয়ে গন্ধ।

শ্বেতচন্দন, অগুরু, রক্তচন্দন, কর্পূর, শঠী, কুঙ্কুম, গোরোচনা, জটামাংসী ও গাঁটিয়ালা।

পুষ্প বিল্বপত্রাদি।

অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীদ্বারা বোঁটা ধরিয়া পুষ্প বিল্বপত্রাদি দেবতাকে দিবে। তুলসীপত্র চিত করিয়া দিবে। পুষ্প যে ভাবে প্রস্ফুটিত হয়, সেই ভাবে দিবে। বিল্বপত্র উবুড করিয়া দিবে। বিল্বপত্রের বোঁটা ফেলিয়া শিবকে দিবে। অনেক পুষ্প বা অনেক বিল্বপত্রাদি একত্রে দিলে চিত উবুড় ইত্যাদি নিয়ম নাই। আঘ্রাত, পর্য্যুষিত, মলিন, গন্ধহীন, উগ্রগন্ধ, কীট কেশাদি দূষিত ও পাদাদি অঙ্গস্পৃষ্ট পুষ্পদ্বারা পূজা করা নিষিদ্ধ। বিল্বপত্র ও তুলসীপত্র পর্য্যুষিত এবং বিল্বপত্র ছিন্ন ভিন্ন হইলেও তদ্দ্বারা পূজা করিতে পারে।

দেবতাবিশেষে বর্জ্জনীয় পুষ্পাদি।

গণেশকে তুলসী, কৃষ্ণকে রক্তপুষ্প, রক্তচন্দন, বিল্বপত্র ও বিল্বফুল দিবে না। শিবকে শেফালিকা, জবা, কুন্দ, জাতি, মালতী এবং গর্ভযুক্ত দূর্ব্বা দিবে না, কিন্তু মৃণ্ময়-শিবপূজায় দিতে পারে। পরন্তু ভক্তিমান্ সাধক সকল পুষ্পই সকল দেবতাকে দিতে পারেন, তাহাতে দোষ নাই।

শক্তিপূজায় বিহিত-পুষ্প।

কুমুদ, উৎপল, কহ্লার, কুন্দ, শেফালিকা, জবা, শ্বেতদ্রোণ, রক্তজবা, পদ্ম, রক্ত ও শুক্ল করবীর এবং কৃষ্ণ ও শুক্ল অপরাজিতা শক্তি পূজায় প্রশস্ত। শেষোক্ত পাঁচটীকে যন্ত্রপুষ্প বলে।

শিবপূজায় বিহিত-পুষ্প।

দ্রোণ, করবীর, পদ্ম, অপরাজিতা, ধুস্তুর, আকন্দ, কহ্লার, তগর, মল্লিকা, যূথিকা, কেতকী, কুমুদ, রক্তপদ্ম, বনজাত-পুষ্প, চম্পক ও বিল্বপুষ্প শিব পূজায় প্রশস্ত।

বিষ্ণুপূজায় বিহিত-পুষ্প।

মল্লিকা, মালতী, জাতি, কেতকী, অশোক, চম্পক, বকুল, পদ্ম, করবীর, পলাশ, নাগকেশর, বক, তগর, শ্বেতজবা, ভূমি-চম্পক, অতসী, শেফালিকা, যূথিকা, কুন্দ, কদম্ব, পাটল, লবঙ্গ, কুরবক, কহ্লার, ও বাসক পুষ্প বিষ্ণু পূজায় প্রশস্ত।

ধূপ।

ধূপপাত্র অঙ্গুষ্ঠ ও অনামাদ্বারা ধরিয়া দেবতার পাদাদি নাসিকা পর্য্যন্ত তিনবার ঘুরাইয়া বামে কোন পাত্রের উপরে রাখিবে। ঘট, আসন ও মৃত্তিকায় রাখিবে না।

দীপ।

দীপ অঙ্গুষ্ঠ ও অনামাদ্বারা ধরিয়া দেবতার পাদ হইতে চক্ষু পর্য্যন্ত দশবার ঘুরাইয়া কোন্ পাত্রের উপরে দেবতার দক্ষিণ দিকে রাখিবে। প্রদীপ তিল তৈল বা ঘৃত দ্বারা জ্বালাইবে।

প্রণাম প্রণালী।

প্রণাম তিন প্রকার, কায়িক, বাচনিক ও মানসিক। তন্মধ্যে কায়িক তিনপ্রকার,—উত্তম, মধ্যম, অধম। যথা—হস্ত, পদ প্রসারণ পূর্ব্বক দণ্ডাকার ভূমিষ্ঠ হইয়া জানু, বক্ষ এবং মস্তকদ্বারা মৃত্তিকালুণ্ঠন পূর্ব্বক যে প্রণাম করা হয়, তাহার নাম উত্তম কায়িক প্রণাম। জানুদ্বয় এবং মস্তক ভূমি সংযুক্ত করতঃ যে প্রণাম করা হয়, তাহার নাম মধ্যম, এবং জানু ও মস্তক ভূমি সংযুক্ত না করিয়া কেবল যোড়হস্ত করিয়া মস্তকে স্পর্শ করানের নাম অধম কায়িক প্রণাম।

বাচনিক প্রণাম তিন প্রকার,—উত্তম, মধ্যম ও অধম। যথা,—নিজে স্তবাদি রচনা পূর্ব্বক ভক্তি ভাবে যে প্রণাম করা হয়, তাহা উত্তম বাচনিক। পুরাণোক্ত বা বেদোক্ত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক যে প্রণাম করা হয়, তাহার নাম মধ্যম এবং এতদ্ভিন্ন যে বাচনিক প্রণাম করা হয় তাহা অধম। অতিশয় একাগ্র ও মগ্ন হইয়া মনে মনে যে প্রণাম করা হয় তাহাব নাম মানসিক প্রণাম।

পার্থিব শিবলিঙ্গ-পূজা-পদ্ধতি। (১)

ব্রাহ্মণ শুক্লবর্ণ, ক্ষত্রিয় রক্তবর্ণ, বৈশ্য হরিদ্রাবর্ণ এবং শূদ্র কৃষ্ণবর্ণ একতোলা বা দুইতোলা মৃত্তিকার দ্বারা শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ

---

(১) শিবলিঙ্গ শব্দের অর্থ সম্বন্ধে অনেকে ভ্রান্ত হইয়া "শিবের শিশ্ন" এইরূপ মনে করেন। বস্তুতঃ এইরূপ অর্থ নিতান্তই ভ্রান্তি বিজৃম্ভিত, শাস্ত্র-নিরূপিত নহে। শাস্ত্র বলেন, "আলয়ং লিঙ্গমিত্যাহুর্ন লিঙ্গং লিঙ্গমুচ্যতে। যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি লীয়ন্তে বুদ্বুদা ইব"। আবার অন্যত্র বলিয়াছেন, "প্রত্যহং পরমেশানি যাবজ্জীবং ধরাতলে। পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা লিঙ্গং

করিবে। মৃত্তিকা গ্রহণ কালে "ওঁ হরায় নমঃ" বলিবে এবং "ওঁ মহেশ্বরায় নমঃ" বলিয়া লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিবে। মৃত্তিকা সমান তিনভাগ করিয়া উপরের ভাগে লিঙ্গ, মধ্যভাগে গৌরী-পীঠ এবং শেষভাগ দ্বারা বেদী করিবে। উপরের লম্বমানভাগ লিঙ্গ, মধ্যভাগ গৌরীপীঠ এবং অধোভাগের নাম বেদী। লিঙ্গ বৃদ্ধ অঙ্গুলীর অগ্রভাগ মধ্যপর্ব্ব-পরিমিত করিবে।

ব্রহ্মময়ং শিবে।" ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে, যেমন সমুদ্রে বুদ্বুদাবলী উত্থিত হইয়া আবার উহাতে বিলীন হইতেছে, সেইরূপ অনন্তকোটি-ব্রহ্মাণ্ড যে ব্রহ্ম-সমুদ্রে বিলয় প্রাপ্ত হইতেছে, সেই পরমব্রহ্মই লিঙ্গশব্দের অর্থ। তাই বলিলেন "লিঙ্গং ব্রহ্মময়ং" কিন্তু ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপক হইলেও হৃদয়পুণ্ডরীকের অভ্যন্তরে অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত স্থানেই সাধক তাঁহার উপলব্ধি করিতে পারেন, তাই বাহ্য দৃশ্যতায় ও অঙ্গুষ্ঠমাত্র পরিমিত তাঁহার মূর্ত্তি করা হয়। ইহাই কঠ-শ্রুতিতে বলিয়াছেন,—"অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ"। লিঙ্গের নিম্নভাগে "গৌরীপীঠ বা যোনি-পীঠ" করিতে হয়। এই যোনিপীঠ বলিতেও ভগ নহে। যাহা হইতে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রসূত হইয়াছে, তাহাই এই যোনিপীঠ শব্দের অর্থ, তাই ইহাকে "শক্তিপীঠ" বলে। ইহাই সূতসংহিতায় সুব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন,— 'সদা-শিবত্বং যৎ প্রাপ্তঃ শিবঃ সাক্ষাদুপাধিনা। সা তস্যাপি ভবেচ্ছক্তিস্তয়া হীনোনিরর্থকঃ।" শঙ্করাচার্য্যও বলিয়াছেন "শিবঃ শক্ত্যা যুক্তোযদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুং" * * * ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্ম নির্গুণ পদার্থ, সুতরাং চিন্তা ধ্যানাদির অবিষয়, ইহাও শ্রুতিই বলিয়াছেন—"যম্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনোমতং। তদেব ব্রহ্ম ত্বংবিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে" ইত্যাদি। অতএব শক্তি সহযোগে তাঁহার ধ্যান করিতে হইবে, গুণের আলম্বন করিয়া তাঁহাকে মনের বিষয় করিতে হইবে, তাই শিবের নীচে শক্তি বিরাজমানা। তন্নিম্নে বেদী অর্থাৎ আসন, উহা বসিবার নিমিত্ত কল্পনা করিতে হয়। এখন বুঝিলাম, শিবলিঙ্গোপাসনা ঈশ্বরোপাসনা ভিন্ন আর কিছু নহে।

হস্তদ্বয়ের একতর দ্বারা লিঙ্গ নির্ম্মাণই প্রশস্ত, যদি না পারে তবে দুই হস্তদ্বারা গঠন করিবে। এইরূপে লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার উপরে মৃত্তিকাদ্বারা একটী গোল মত বজ্র দিবে। যদি অন্য ব্যক্তি লিঙ্গ নির্ম্মাণ করে, তবে পূজক এককালেই "ওঁ হরায় নমঃ, ওঁ মহেশ্বরায় নমঃ" বলিবেন।

লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া উত্তরমুখে উপবেশন পূর্ব্বক পাদ প্রক্ষালন (২৩ পৃঃ দেখ) করতঃ উত্তরমুখ হইয়া উপবেশন করিবে। শিব ও বিষ্ণু পূজাদিতে কুশাসন, কম্বলাসন এবং মৃগরোমজ আসনের অন্যতম আসনে বসিবে। ইচ্ছাপূর্ব্বক যে কোন আসন বা মৃত্তিকায় বসিয়া পূজা করিবে না। আসন দুইহস্তের অধিক লম্বা ও দেড় হস্তের অধিক প্রশস্ত এবং তিন অঙ্গুলির অধিক উচ্চ হইবে না। এইরূপ আসনের উপর পদ্মাসন (৪পৃঃ-দেখ) করতঃ বসিয়া দক্ষিণহস্তে কএকটী আতপতণ্ডুল লইয়া আপন বেদ অনুসারে নিম্ন লিখিত মন্ত্র পাঠ এবং স্ত্রী ও শূদ্র "নমঃ স্বস্তি, নমঃ স্বস্তি" উচ্চারণ করতঃ হস্তস্থ তণ্ডুল নিক্ষেপ করিবে।

ঋগ্বেদীয় স্বস্তিবাচন,—ওঁ স্বস্তি নোমিমীতামশ্বিনীভগঃ স্বস্তি দেব্যাদিতেরনর্ব্বণঃ স্বস্তি পূষা অসুরোদধাতু নঃ। স্বস্তি দ্যাবা পৃথিবী সুচেতনা স্বস্তিনোবায়ুমুপব্রুবামহৈ। সোমং স্বস্তি ভুবনস্যয়স্পতিঃ। বৃহস্পতিঃ সর্ব্বগণং স্বস্তয়ে স্বস্তয় আদিত্যা শোভবন্তু নঃ বিশ্বেদেবা নো অদ্যাঃ স্বস্তয়ে। বৈশ্বানরোবসুরগ্নিঃ স্বস্তয়ে দেবা অভবন্ত ঋভবঃ স্বস্তয়ে। স্বস্তিনোরুদ্রঃ পাত্বংহসঃ স্বস্তি মিত্রাবরুণা স্বস্তি পথ্যে রেবতিঃ স্বস্তি ন ইন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ স্বস্তিনো অদিতয়ে কৃধি। স্বস্তি পন্থা অনুচরেম সূর্য্যাচন্দ্রমসাবিব। পুন-

র্দ্দদতা স্বতা জানতা সঙ্গমেমহি। স্বস্ত্যয়নং তার্ক্ষ্যমরিষ্টনেমিং মহদ্ভূতং বায়সং দেবানাং। অসুরঘ্নমিন্দ্রসখং সমৃৎসুর্ব্বৃহদ্যশোনাব মিবারুহেম। অংহো মুচমাঙ্গিরসঙ্গয়ঞ্চ স্বস্ত্যাত্রেয়ং মনসা চ তার্ক্ষ্যং প্রেতপাণেঃ শরণং প্রপদ্যে। স্বস্তি সম্বাধে সভয়ং নোহস্ত। ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি।

যজুর্ব্বেদী স্বস্তিবাচন মন্ত্র,—ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রোবৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যোহরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নোবৃহস্পতি-র্দ্দধাতু। ওঁ গণানাম্ভা গণপতিং হবামহে প্রিয়াণাম্ভা প্রিয়পতিং হবামহে নিধীনাম্ভা নিধিপতিং হবামহে বসোমম। ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি।

সামবেদীয় স্বস্তিবাচন মন্ত্র,—ওঁ সোমং রাজানং বরুণমগ্নি-মন্বারভামহে। আদিত্যং বিষ্ণুং সূর্য্যং ব্রহ্মাণঞ্চ বৃহস্পতিং। ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি।

অনন্তর কৃতাঞ্জলি হইয়া "ওঁ সূর্য্যঃ সোমোযমঃ কালঃ সন্ধ্যে ভূতান্যহঃক্ষপাঃ। পবনোদিক্‌পতির্ভূমিরাকাশং খচরামরাঃ। ব্রাহ্মং শাসনমাস্থায় কল্পধ্বমিহ সন্নিধিং"। এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পরে আসন শুদ্ধি করিবে।

আসন-শুদ্ধি।

আসনের এক দিকে একটী ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া—এতে গন্ধ-পুষ্পে (১) "ওঁ হ্রীঁ আধারশক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ" এই বলিয়া একটী চন্দনযুক্ত পুষ্প আসনের উপর দিয়া আসন ধরিয়া,—

(১) পুষ্পের অভাব হইলে "এতে গন্ধাক্ষতে" বলিয়া চন্দনযুক্ত আতপতণ্ডুল আসনে দিবে। আতপ তণ্ডুলকে অক্ষত বলে। এইরূপ সর্ব্বত্র করিতে হয়।

"আসনমন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠ ঋষিঃ সুতলং ছন্দঃ কূর্ম্মোদেবতা আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা। ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রমাসনং কুরু"। এই বলিয়া আসন শুদ্ধ করিয়া সূর্য্যার্ঘ্য দিবে।

সূর্য্যার্ঘ্য।

কুশীর অগ্রভাগে সচন্দন পুষ্প ত্রিপত্রযুক্ত দূর্ব্বা এবং আতপ-তণ্ডুল ও বিল্বপত্র রাখিয়া ঐ পাত্র জল পূর্ণ করতঃ উহা দুই হস্ত দ্বারা গ্রহণ পূর্ব্বক সূর্য্য উদ্দেশ্যে দিয়া সূর্য্যকে প্রণাম করিবে। (অর্ঘ্যদান ও প্রণামের মন্ত্র ৮২ পৃঃ দেখ) পরে সামান্যার্ঘ্য স্থাপন করিবে।

সামান্যার্ঘ্য।

নিজের সম্মুখে মৃত্তিকাতে একটু জলের ছিটা দিয়া তাহার উপরে একটী চতুষ্কোণ, তন্মধ্যে গোলাকার এবং তন্মধ্যে ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া তাহার উপরে "এতে গন্ধপুষ্পে" পুষ্পের অভাবে "এতে গন্ধাক্ষতে ওঁ আধার শক্তয়ে নমঃ, ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ, ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ, এই চার মন্ত্রে চার বার গন্ধ পুষ্প দিবে। পরে "অস্ত্রায় ফট্" এই বলিয়া কোশাকে ধৌত করিয়া নীচে একটী পাত্র রাখিয়া তাহার উপরে ঐ কোশা রাখিয়া পূর্ব্বোক্ত মণ্ডলের উপর স্থাপন করিয়া "নমঃ" বলিয়া জলদ্বারা কোশা পূর্ণ করিবে। পরে কোশার অগ্রভাগে বিল্বপত্র, তাহার উপর গর্ভশূন্য ত্রিপত্র দূর্ব্বা, গন্ধ, পুষ্প, এবং আতপ তণ্ডুল রাখিয়া অঙ্কুশমুদ্রা (২৭ পৃঃ দেখ) করিয়া তর্জ্জনীর অগ্রভাগ দ্বারা ঐ জল আলোড়ন করতঃ "ওঁ গঙ্গে চ (২৮ পৃঃ মন্ত্র দেখ)

ইহা বলিয়া তীর্থ আবাহন করিয়া "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ জলায় নমঃ" বলিয়া জলে গন্ধপুষ্প দিবে। এবং সেই জলের উপরে ধেনুমুদ্রা (১) প্রদর্শন করাইয়া জলের উপর "ওঁ" (স্ত্রী ও শূদ্র নমঃ) এই মন্ত্র দশ অথবা আটবার জপ করিয়া সেই জলের কিঞ্চিৎ লইয়া আপন শরীরে এবং পূজার সমস্ত দ্রব্যে অভ্যুক্ষণ দিবে।

বিঘ্নাপসরণ।

"ওঁ নমঃ শিবায়" এই মন্ত্র পড়িয়া ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করতঃ ঊর্দ্ধস্থ "অস্ত্রায় ফট্" এই মন্ত্র পড়িয়া দক্ষিণহস্তদ্বারা দক্ষিণাবর্ত্তে মস্তকের চতুর্দ্দিক আকাশে জল অভ্যুক্ষণ দিয়া আকাশস্থ, এবং বামপাদের গুল্‌ফদ্বারা বামদিকে ভূমিতে তিনবার আঘাত করতঃ ভূমিস্থ সমস্ত বিঘ্ন নিবারণ হইয়াছে এইরূপ মনে করিয়া "ফট্" এই মন্ত্র সাতবার তণ্ডুলের উপর জপ করিয়া ঐ তণ্ডুল নারাচ মুদ্রার (ক) দ্বারা গ্রহণ করিয়া "ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভুবি সংস্থিতাঃ। যে ভূতা বিঘ্নকর্ত্তারস্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া"॥ এই মন্ত্র পড়িয়া ঐ তণ্ডুল ভূমির্ত্তে নিক্ষেপ করিবে। এবং গৃহ মধ্যে যে বিঘ্ন আছে, তাহা নিঃশেষে নিবারিত হইল, এইরূপ চিন্তা করিতে হইবে। অতঃপর গণেশাদি-পূজা করিবে।

---

(১) ধেনুমুদ্রা,—দক্ষিণহস্তের তর্জ্জনী ও অনামিকা বামহস্তের মধ্যমা ও কনিষ্ঠাতে এবং দক্ষিণহস্তের মধ্যমা ও কনিষ্ঠা বামহস্তের তর্জ্জনী ও অনামিকাতে সংযোগ করিতে হইবে, ইহার নাম ধেনুমুদ্রা।

(ক) নারাচমুদ্রা,—দক্ষিণহস্তের বৃদ্ধ অঙ্গুলির অগ্রভাগে তর্জ্জনী যোগ করিয়া মধ্যমা অনামা এবং কনিষ্ঠাকে করতলস্থ ঊর্দ্ধরেখার সহিত বদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে। ইহার নাম নারাচমুদ্রা।

গণেশাদি-পূজা।

শালগ্রাম অথবা জলে গণেশাদি দেবতার পূজা করিবে। শূদ্র ও স্ত্রীলোক জলে করিবেন। "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গণেশায় নমঃ" (১) এই বলিয়া একটী গন্ধ পুষ্প জলের উপর দিবে। পরে "এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ শিবাদি পঞ্চদেবতাভ্যোনমঃ" বলিয়া জলে গন্ধপুষ্প দিবে। তৎপর গুরু পঙ্‌ক্তি নমস্কার (৭ পৃঃ দেখ) করিয়া করশুদ্ধি করিবে।

করশুদ্ধি।

সচন্দন একটী পুষ্প লইয়া "ঐঁ রং অস্ত্রায় ফট্" এই মন্ত্র পড়িয়া দুই হস্তদ্বারা সেই পুষ্পটীকে ঘর্ষণ করিয়া বাম দিকে নিক্ষেপ করিবে। পরে সম্মুখে ক্রমে ক্রমে ঊর্দ্ধে তিনটী তালি দিয়া দক্ষিণাবর্ত্তে পূর্ব্ব দিক্ হইতে দশদিকে তুড়ি দিয়া দশদিক্ (২) বন্ধন করিয়া ভূতশুদ্ধি করিবে।

ভূতশুদ্ধি।

"রং" এই মন্ত্র পড়িয়া জলধারার দ্বারা নিজের শরীরকে বেষ্টন করতঃ ঐ জলধারাকে বহ্নিময় প্রাচীর চিন্তা করিয়া করদ্বয় উত্তানভাবে বাম দক্ষিণ ক্রমে উপর্য্যুপরি স্বক্রোড়ে স্থাপন করিয়া সোঽহং (শক্তিবিষয়ে হংসঃ, শূদ্র সম্বন্ধে নমঃ) এই

---

(১) শূদ্র ও স্ত্রীলোক "ওঁ" এইস্থলে "নমঃ" বলিবে। ইহা যেন সর্ব্বত্রই মনে থাকে।

(২) দশ দিক্ যথা,—পূর্ব্ব, অগ্নি, দক্ষিণ, নৈঋত, পশ্চিম, বায়ু, উত্তর, ঈশান, ঊর্দ্ধ, অধঃ।

রূপ চিন্তা করিয়া হৃদয়স্থিত দীপ-কলিকাকার জীবাত্মাকে মূলাধারস্থিত কুণ্ডলিনী-শক্তির সহিত সুষুম্নাপথে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, এবং আজ্ঞা নামক ক্রমে চতুর্দ্দল, ষড়্‌দল, দশদল, দ্বাদশদল, ষোড়শদল, এবং দ্বিদল পদ্ম ভেদ পূর্ব্বক শিরঃস্থিত অধোমুখ সহস্রদল পদ্মের কর্ণিকার মধ্যগত পরমাত্মাতে সংযোগ করিয়া তাহাতেই শারীরিক ক্ষিতি, জল, বায়ু, তেজ, আকাশ, গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ, ঘ্রাণ, রসনা, চক্ষু, ত্বক্, শ্রোত্র, বাক্, হস্ত, পদ, পায়ু, উপস্থ, প্রকৃতি, মন, বুদ্ধি, এবং অহঙ্কার এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বকে লীন চিন্তা করিবে। তৎপরে বামনাসিকা পুটে "যং" এই বায়ুবীজকে ধূম্রবর্ণ চিন্তা করিয়া প্রাণায়াম প্রণালী (৫৪ পৃঃ দেখ) অনুসারে উক্ত বীজকে ১৬ বার জপ করিয়া বায়ুদ্বারা দেহ পূর্ণ করিয়া নাসাপুট রোধ করতঃ ৬৪ বার জপ করিয়া কুম্ভক করতঃ বামকুক্ষিস্থ কৃষ্ণবর্ণ খর্ব্ব পিঙ্গলাক্ষ পিঙ্গলকেশ পাপপুরুষের সহিত স্ব-দেহকে শোষণ পূর্ব্বক ঐ বীজ ৩২ বার জপ করিয়া দক্ষিণ নাসাপুট দ্বারা বায়ু ত্যাগ করিতে হইবে। আবার রক্তবর্ণ "রং" এই বহ্নিবীজ দক্ষিণ নাসাপুটে চিন্তা করিয়া উহা ১৬ বার জপ করতঃ বায়ু দ্বারা দেহপূর্ণ করিয়া নাসাপুট দ্বয় রোধ করিয়া উহার ৬৪ বার জপের দ্বারা কুম্ভক করিয়া উক্তবীজ-জনিত মূলাধার হইতে উত্থিত অগ্নিদ্বারা পাপপুরুষের সহিত স্বদেহ দগ্ধ করিয়া পুনঃ ৩২ বার জপ করতঃ বামনাসায় দ্বারা দগ্ধ ভস্মের সহিত বায়ু পরিত্যাগ করিতে হইবে। পুনঃ শুক্লবর্ণ "ঠং" এই চন্দ্র বীজ বামনাসায় চিন্তা করিয়া তাহা ১৬ বার জপ করতঃ শ্বাস আকর্ষণ করিয়া ঐ বীজাকার চন্দ্রকে ললাটে চিন্তা

করিয়া উভয় নাসিকাপুট অবরোধ করতঃ "বং" এই বরুণ-বীজ ৬৪ বার জপ করত কুম্ভকদ্বারা উক্ত ললাটস্থ চন্দ্র হইতে নিঃসৃত পঞ্চাশৎ মাতৃকাবর্ণ স্বরূপ অমৃতধারার দ্বারা সমস্ত শরীরকে নূতন গঠিত চিন্তা করিয়া "লং" এই পৃথিবী বীজ ৩২ বার জপ করতঃ আত্মদেহকে সুদৃঢ় চিন্তা করিয়া দক্ষিণ নাসার দ্বারা বায়ু রেচন করিবে, পরে "হংসঃ" (১) এই মন্ত্রদ্বারা লয়প্রাপ্ত কুণ্ডলীর সহিত জীবাত্মা ও চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বকে পুনরায় স্বস্থানে প্রাদুর্ভূত চিন্তা করিবে। অনন্তর আত্মশরীর দেব-শরীরের সহিত অভেদ চিন্তা করিবে। ইহাকেই ভূতশুদ্ধি বলে।

ইহা সাধন করা অতীব দুরূহ ব্যাপার অতএব সাধক ভূত-শুদ্ধির লিখিত ভাবে চিন্তা করিতে না পারিলেও কেবল মাত্র উক্ত বীজ কএকটীর দ্বারা তিনবার প্রাণায়াম করিবেন। যদি ১৬, ৬৪, ৩২ বার জপ করিয়া প্রাণায়াম করিতে অশক্ত হন, তবে ৪, ১৬, ৮ বার জপ করিয়া প্রাণায়াম (প্রাণায়াম প্রণালী ৫৪ পৃঃ দেখ) করিবেন। অনন্তর মাতৃকা ন্যাস করিতে হইবে।

মাতৃকান্যাস। (ক)

হাত জোড় করিয়া "অস্য মাতৃকামন্ত্রস্য ব্রহ্মা ঋষির্গায়ত্রী-চ্ছন্দোমাতৃকাসরস্বতী দেবতা হলোবীজানি স্বরাঃ শক্তয়ো মাতৃকা ন্যাসে বিনিয়োগঃ" এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক শিরে হস্ত দিয়া "ওঁ ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ" (সর্ব্বত্রই দক্ষিণ হস্ত দিতে হইবে) মুখে

---

(১) শূদ্র ও স্ত্রী হংস মন্ত্র স্থলে "নমঃ" বলিবেন।

(ক) মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক যথানির্দ্দিষ্টস্থানে অঙ্গুলী স্থাপনের নাম ন্যাস। যে ন্যাসে কোন অঙ্গুলীর নির্দ্দেশ নাই, সে স্থলে পুষ্প বা অঙ্গুষ্ঠ ও অনামা যোগ করিয়া ন্যাস করিবে।

"ওঁ গাত্রীচ্ছন্দসে নমঃ" হৃদি "ওঁ মাতৃকাসরস্বত্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ" গুহ্যে "ওঁ ব্যঞ্জনেভ্যোবীজেভ্যোনমঃ" পাদয়োঃ "ওঁ স্বরেভ্যঃ শক্তিভ্যোনমঃ," পরে "অং, কং, খং, গং, ঘং, ঙং, আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ" "ইং, চং, ছং, জং, ঝং, ঞং, ঈং, তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা" "উং, টং, ঠং, ডং, ঢং, ণং, ঊং মধ্যমাভ্যাং বষট্" "এং, তং, থং, দং, ধং, নং, ঐং, অনামিকাভ্যাং হুং" "ওং, পং, ফং, বং, ভং, মং, ঔং," কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্ "অং, যং, রং, লং, বং, শং, ষং, সং, হং, লং, ক্ষং, অঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্" এই বলিয়া যথাক্রমে পূর্ব্ববৎ করন্যাস করিবে। পরে,—"অং কং খং গং ঘং ঙং আং হৃদয়ায় নমঃ," "ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং শিরসে স্বাহা," উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং শিখায়ৈ বষট্," "এং তং থং দং ধং নং ঐং কবচায় হুং" "ওঁ পং ফং বং ভং মং ঔং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্" "অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্." এই বলিয়া অঙ্গন্যাস করিবে। অঙ্গন্যাস করন্যাসে কোথায় কোন অঙ্গুলি দিতে হয় তাহা ৬।৭ পৃঃ দেখ।

অনন্তর শিবের মূলমন্ত্র অথবা প্রণব (ওঁ) ১৬ বার জপ করিয়া পূরণ, ৬৪ বার জপ করিয়া কুম্ভক, এবং ৩২ বার জপ করিয়া রেচক রূপ প্রাণায়াম করিবে। যদি এই রূপ করিতে না পারে তবে ৪ বার জপ করিয়া পূরণ ১৬ বার জপ করিয়া কুম্ভক এবং ৮ বার জপ করিয়া রেচন করিবে। (প্রাণায়ামের প্রণালী ৫৪ পৃষ্ঠায় দেখ) এই প্রকারে প্রাণায়াম করিয়া কাংস্য, রজত অথবা স্বর্ণপাত্রে একটী বিল্বপত্র চিত করিয়া তাহার উপর গৌরীপীঠের অগ্রভাগ উত্তর মুখ করিয়া শিবলিঙ্গ বসাইবে। অনন্তর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে।

প্রাণপ্রতিষ্ঠা।

লেলিহামুদ্রা (ক) করতঃ দূর্ব্বা, তণ্ডুল অথবা পুষ্পদ্বারা শিবলিঙ্গ ধরিয়া "ওঁ শূলপাণে ইহ সুপ্রতিষ্ঠিতোভব" এই বলিবে। তৎপরে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিবে।

অঙ্গন্যাস।

"ওঁ হৃদয়ায় নমঃ" বলিয়া তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকার অগ্রভাগদ্বারা বক্ষঃস্থল স্পর্শ করিবে। "নং শিরসে স্বাহা" বলিয়া তর্জ্জনী ও মধ্যমার অগ্রভাগ দ্বারা মস্তক, "মং শিখায়ৈ বষট্" বলিয়া বৃদ্ধ অঙ্গুলীর অগ্রভাগদ্বারা শিখা, "শিং কবচায় হুং" বলিয়া দক্ষিণহস্তের পঞ্চ অঙ্গুলীর অগ্রভাগদ্বারা বাম বাহু, এবং, বামহস্তের পঞ্চ অঙ্গুলীর অগ্রভাগদ্বারা দক্ষিণবাহু "বাং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্" বলিয়া দক্ষিণহস্তের তর্জ্জনী, মধ্যমা, ও অনামার অগ্রভাগদ্বারা দুই চক্ষু ও নাসিকার মূলভাগ স্পর্শ করিবে, "যঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্" বলিয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলী যোগ করত বামহস্তের পৃষ্ঠ, ও তল স্পর্শ করিয়া তালি দিবে। এইরূপে অঙ্গন্যাস করিয়া পরে করন্যাস করিবে। (১)

(ক) লেলিহা মুদ্রা।—তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলী সমান করিয়া অধোমুখ করিবে এবং অনামিকার অগ্রভাগে বৃদ্ধঅঙ্গুলি যোগ করিয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলিকে সরল করিবে, ইহার নাম লেলিহা মুদ্রা।

(১) স্ত্রী শূদ্রাদিরা অঙ্গন্যাস ও করন্যাসে ওঁ নং, মং, শিং, বাং, য়ং, ইহার স্থলে যথাক্রমে শাং, শিং, শূং, শৈং, শৌং, শঃ, বলিবে।

করন্যাস।

"ওঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ" বলিয়া তর্জ্জনী অঙ্গুলী বৃদ্ধ অঙ্গুলীর উপর দিবে। "নং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা" মং মধ্যমাভ্যাং বষট্" শিং অনামিকাভ্যাং হুঁ" "বাং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্।" বলিয়া ক্রমে ক্রমে অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলী তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামা ও কনিষ্ঠা অঙ্গুলীর উপর দিবে। পরে "য়ঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্" বলিয়া দক্ষিণহস্তের তর্জ্জনী মধ্যমাতে যোগ করতঃ বাম-হস্তের পৃষ্ঠ ও তল স্পর্শ করিয়া তালি দিবে। অতঃপর ঋষ্যাদি ন্যাস করিবে।

ঋষ্যাদিন্যাস।

"ওঁ বামদেব ঋষয়ে নমঃ" বলিয়া মস্তকে, "ওঁ পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দসে নমঃ" বলিয়া মুখে, "ওঁ ঈশানায় দেবতায়ৈ নমঃ" বলিয়া হৃদয়ে দক্ষিণ কর স্পর্শ করিয়া ব্যাপক ন্যাস করিবে।

ব্যাপকন্যাস।

অনন্তর উভয় হস্তপ্রসারণ করতঃ "ওঁ নমঃ শিবায়" বলিয়া হস্তদ্বয় মস্তক হইতে পাদ পর্য্যন্ত, আবার পাদ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত ৯।৭।৫ অথবা ৩ বার নীবে। পরে কূর্ম্মমুদ্রা (১) দ্বারা

---

(১) কূর্ম্মমুদ্রা।—বাম হস্তের বৃদ্ধ অঙ্গুলীতে দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী, এবং বামহস্তের তর্জ্জনীতে দক্ষিণহস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলী যোগ করিবে, এবং দক্ষিণহস্তের বৃদ্ধ অঙ্গুলী উন্নত করিবে, এবং মধ্যমা ও অনামিকা বামহস্তের বৃদ্ধ ও তর্জ্জনীর মধ্য দিয়া বাঁকা করিয়া রাখিবে। পরে বামহস্তের মধ্যমা, অনামিকা, এবং কনিষ্ঠাঙ্গুলী দক্ষিণ হস্তের পৃষ্ঠে অর্থাৎ ক্রোড়ে বাঁকা করিয়া দিবে এবং দক্ষিণহস্তকে কূর্ম্ম পৃষ্ঠের ন্যায় করিবে। ইহার নাম কূর্ম্মমুদ্রা।

বামহস্তে একটী পুষ্প লইয়া ধ্যান করিতে হইবে। ধ্যান যথা,—

ওঁ ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং
রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নং।
পদ্মাসীনং সমস্তাৎ স্তুতমমরগণৈর্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং
বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রং॥ (১)

এই ধ্যান পড়িয়া হস্তের পুষ্পটী মস্তকে দিবে, এবং প্রার্থনমুদ্রা (২) করিয়া "আমি শিব" এইরূপ চিন্তা করতঃ হৃৎপদ্ম মধ্যে ধ্যানোক্ত আকৃতিটী চিন্তা করিয়া মানস পূজা করিবে।

মানস পূজা।

মানস পূজাতে যাহা কিছু কর্ত্তব্য, তাহা সমস্তই মনে মনে করিতে হয়। অর্থাৎ বাহ্য উপকরণের কোন প্রয়োজন হয় না।

মানস পূজাতে প্রথমে আসন, পরে স্বাগত (অর্চ্চিতব্য দেবকে শুভাগমন জিজ্ঞাসা) এবং ক্রমে পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, পুনরাচমনীয়, স্নানীয়, বস্ত্র, যজ্ঞোপবীত, আভরণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, মাল্য এবং বিল্বপত্র ইত্যাদি প্রদান করিয়া "ওঁ নমঃ শিবায়" বলিয়া যথাশক্তি মূলমন্ত্র মনে মনে জপ

---

(১) রজতগিরি সদৃশ অর্থাৎ শুভ্রবর্ণ, অর্দ্ধচন্দ্রবিভূষিত-ললাট, নানা রত্ন বিভূষিতাঙ্গ, পরশু, মৃগ, বর এবং অভয়হস্ত, প্রশান্ত-মূর্ত্তি, পদ্মাসনে উপবিষ্ট, চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট অমরবৃন্দদ্বারা সংস্তুত, ব্যাঘ্রচর্ম্মসম্বদ্ধ-কটিদেশ, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের আদি এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কারণ, সংসারভয়-তারণ, পঞ্চানন, ত্রিনয়ন-শিবকে ধ্যান করিবে।

(২) প্রার্থনমুদ্রা।—দক্ষিণ ও বামহস্তের সমস্ত অঙ্গুলী সিধা করিয়া বাম হস্তের উপর দক্ষিণ হস্ত চিত করতঃ বক্ষঃস্থলে রাখিতে হইবে, ইহার নাম প্রার্থনমুদ্রা।

করিবে। পরে বক্ষ্যমাণ প্রকারে স্তুতিবাদ ও প্রদক্ষিণ করিয়া নমস্কার করিবে। অতঃপর বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিতে হইবে।

বিশেষার্ঘ্য।

আপন বামে (সম্মুখস্থ কোশার বামদিকে) মৃত্তিকাতে জলের ছিটা দিয়া তাহার উপর ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া তাহার উপরে ত্রিপদী রাখিবে, পরে "ফট্" এই মন্ত্র বলিয়া জলের দ্বারা অর্ঘ্য-পাত্র (যাহাতে অর্ঘ্য স্থাপন করিবে) ধৌত করিয়া ত্রিপদীর উপর রাখিবে। তৎপর "নমঃ" বলিয়া গন্ধ, পুষ্প, তণ্ডুল এবং দূর্ব্বা তাহাতে রাখিয়া " ওঁ নমঃ শিবায়" এই মূল মন্ত্র (১) ও "ক্ষং লং হং সং ষং শং বং লং রং যং মং ভং বং ফং পং নং ধং দং থং তং ণং ঢং ডং ঠং টং ঞং ঝং জং ছং চং ঙং ঘং গং খং কং অঃ অং ঔং ওং ঐং এং ৯ং ৯ং ৠং ঋং ঊং উং ঈং ইং আং অং" এই বিলোম মাতৃকাবর্ণ বলিয়া পরিষ্কার জলের দ্বারা অর্ঘ্যপাত্র পরিপূর্ণ করিবে। পরে ত্রিপদীতে "মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ" অর্ঘ্য পাত্রেতে "অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ" জলে "উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ" বলিয়া তণ্ডুল দিয়া পূজা করতঃ অঙ্কুশমুদ্রা (২৭ পৃঃ দেখ) করিয়া অর্ঘ্য পাত্রের জল নাড়িতে নাড়িতে "গঙ্গে চ যমুনে চৈব" এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক সূর্য্যমণ্ডল হইতে অর্ঘ্যপাত্রের জলে তীর্থ আবাহন করিবে। (সূর্য্যমণ্ডল হইতে তীর্থগণ আমার অর্ঘ্য পাত্রে আবি-

---

(১) এই অর্ঘ্যস্থাপনে যতবার "ওঁ নমঃ শিবায়" লিখিত আছে, ঐ স্থলে অন্য দেবতার পূজায় সেই সেই দেবতার মূল মন্ত্র উল্লেখ করিবে।

ভূ্ত হইলেন, এইরূপ চিন্তা করিবে। পরে "ওঁ নমঃ শিবায়" বলিয়া, হৃদয়স্থিত মহাদেবকে ঐ জলে আনয়ন করিয়া "হুঁ" এই মন্ত্রে জলের উপর অবগুণ্ঠন মুদ্রা (১) দেখাইয়া "ফট্" এই মন্ত্রে গালিনীমুদ্রা (২) ঐ জলের উপর করিয়া "ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ" বলিয়া সেই জল দর্শন পূর্ব্বক গন্ধপুষ্পদ্বারা শিবের ষড়ঙ্গে (৩) পূজা করিতে হইবে। যথা,—এতে গন্ধ পুষ্পে "ওঁ হৃদয়ায় নম" এইরূপে প্রত্যেকবার এতে গন্ধপুষ্পে উল্লেখ করতঃ, "নং শিরসে স্বাহা" "মং শিখায়ৈ বষট্" শিং কবচায় হুং" বাং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্" "য়ঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্" (৪) বলিয়া জলে গন্ধ পুষ্প দিবে।

পরে গন্ধ পুষ্পদ্বারা "ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ" বলিয়া সেই জল-মধ্যে শিবের পূজা করিবে। তৎপরে মৎস্য মুদ্রার (৫) দ্বারা

---

(১) অবগুণ্ঠনমুদ্রা।—দক্ষিণহস্ত মুঠ করিয়া তর্জ্জনী অঙ্গুলী সিধা এবং অধোমুখ করিয়া দক্ষিণাবর্ত্তে সেই তর্জ্জনী অঙ্গুলীকে একবার ঘুরাইবে। ইহার নাম অবগুণ্ঠনমুদ্রা।

(২) গালিনীমুদ্রা।—দক্ষিণহস্তের উপর বামহস্ত রাখিয়া বামহস্তের কনিষ্ঠা ও বৃদ্ধাঙ্গুলী দক্ষিণহস্তের বৃদ্ধা ও কনিষ্ঠাতে যোগ করিয়া উভয় হস্তের তর্জ্জনী, মধ্যমা, এবং অনামা পরস্পর সম্মিলিত করিবে এবং সংযুক্ত কনিষ্ঠা ও বৃদ্ধাঙ্গুলী তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামা হইতে ব্যবহিত রাখিতে হইবে, ইহার নাম গালিনী মুদ্রা।

(৩) অন্যদেবতা পূজায় তদীয় ষড়ঙ্গ মন্ত্রে অর্থাৎ অঙ্গন্যাস মন্ত্রে সেই দেবতার পূজা করিবে।

(৪) ষড়ঙ্গপূজাতে স্ত্রী শূদ্রাদিরা "ওঁ, নং মং, শিং, বাং, য়ঃ" স্থানে যথাক্রমে "শাং, শীং, শূ, শৈং, শৌং, শঃ" বলিবে।

(৫) মৎস্যমুদ্রা।—দক্ষিণহস্তের পৃষ্ঠদেশে বামহস্তের তল ঠিক

ঐ জল আচ্ছাদন করতঃ সেই জলের উপর মূলমন্ত্র ৮ বার জপ করিয়া ধেনুমুদ্রা (১৩১ পৃঃ দেখ) প্রদর্শন করাইবে, পরে "ফট্" বলিয়া ঐ জল নির্ব্বিঘ্নে রক্ষিত হইল এইরূপ চিন্তা করিয়া ঐ জল কিছু উঠাইয়া সামান্যার্ঘ্যপাত্রে দিবে। (২)

এইরূপে বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করতঃ পুনরায় অঙ্গন্যাস করন্যাস (১৩৬ হইতে ১৩৭ পৃঃ দেখ) করিয়া কূর্ম্মমুদ্রা (১৩৭ পৃঃ দেখ) দ্বারা একটী সচন্দনপুষ্প গ্রহণ করিয়া পূর্ব্ববৎ ধ্যান (১৩৮ পৃঃ দেখ) করিয়া সেই পুষ্পে নিশ্বাসদ্বারা ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে দেবতাকে শিবলিঙ্গোপরি আনয়ন করতঃ স্থাপন করিয়া আবাহন মুদ্রা (৩) করিয়া "ওঁ পিনাকধৃক্ ইহাগচ্ছাগচ্ছ"

সমভাবে সংলগ্ন করিয়া উভয় হস্তের বৃদ্ধ অঙ্গুলীদ্বয় বিলক্ষণ রূপে চালনা করিবে, ইহার নাম মৎস্তমুদ্রা।

(২) সমস্ত পূজাতেই এই রূপে বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিতে হয়। কিন্তু দেবতা ভেদে তৎ তৎ মন্ত্র বলিয়া কার্য্য করিতে হয়। যেমন যেখানে "ওঁ নমঃ শিবায়" আছে সেই থানে নারায়ণপূজা হইলে "ওঁ নমোনারায়ণায়" বলিতে হইবে এবং ষডঙ্গপূজায় ও পূজনীয় দেবতার অঙ্গন্যাসের ন্যায় করিতে হইবে; এই মাত্র বিশেষ। ৩৬ অঙ্গুলী পরিমিত অর্ঘ্যপাত্র উত্তম, ২৪ অঙ্গুলী পরিমিত মধ্যম, ১২ অঙ্গুলী পরিমিত অধম। কিন্তু ৮ অঙ্গুলীর কম হইলে হইবে না। শিব এবং সূর্য্যার্চ্চনায় শঙ্খে অর্ঘ্য স্থাপন নিষিদ্ধ। অন্য দেবতার পূজাতে শঙ্খে অর্ঘ্য-স্থাপন করিতে পারে। শিবপূজায় স্বর্ণ, রজত বা তাম্র পাত্রে অর্ঘ্যস্থাপন করিবে।

(৩) আবাহন মুদ্রা।—দুইহস্ত চিত করতঃ মিলিত করিয়া দুই হস্তের অনামা অঙ্গুলীর মূলপর্ব্বে অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলীর অগ্রভাগ মিলাইবে, ইহার নাম আবাহন মুদ্রা।

বলিয়া আবাহন, স্থাপনী মুদ্রা (২) করিয়া "ইহ তিষ্ঠ তিষ্ঠ" বলিয়া স্থাপন, সন্নিধাপনী মুদ্রা (৩) করিয়া "ইহ সন্নিধেহি ইহ সন্নিধেহি" বলিয়া সন্নিধাপন, সংবোধিনী মুদ্রা (৪) করতঃ "ইহ সন্নিরুদ্ধ্যস্ব" বলিয়া সম্বোধন, সম্মুখীকরণমুদ্রা (৫) করিয়া "অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ" বলিয়া সম্মুখীকরণ পূর্ব্বক হাত জোড় করিয়া "যাবৎ পূজাং করোম্যহং তাবৎ স্থিরোভব" বলিতে হইবে। (৬) পরে শিবলিঙ্গকে স্নান করাইবে।

শিবলিঙ্গ স্নাপন।

"ওঁ পশুপতয়ে নমঃ" বলিয়া তিনবার লিঙ্গোপরি জল দিয়া স্নান করাইবে। তৎপর পূজক যে সম্প্রদায় হন, তদনুসারে বস্ত্র নিক্ষেপ করিবেন।—শাক্ত, সৌর ও শৈব ঈশানকোণে, গাণপ শিবলিঙ্গের মূলদেশে এবং বৈষ্ণব পৃষ্ঠদেশে বস্ত্রটীকে ফেলিয়া দিয়া পূজা করিবেন।

পূজা।

শিব পঞ্চবক্ত্র, পাঁচ দিকে পাঁচ মুখ অবস্থিত। পূর্ব্বদিকে,

---

(২) স্থাপনীমুদ্রা।—হস্তকে অধোমুখ করতঃ আবাহনী মুদ্রার ন্যায় করিলেই তাহাকে স্থাপনী মুদ্রা বলে।

(৩) সন্নিধাপনী মুদ্রা।—দুই হস্ত মুঠ করিয়া পরস্পর সংলগ্ন করতঃ বৃদ্ধ অঙ্গুলীদ্বয় উন্নত করিতে হইবে। ইহার নাম সন্নিধাপনী মুদ্রা।

(৪) সংবোধিনী-মুদ্রা।—দুই হস্ত মুঠ করিয়া বৃদ্ধ অঙ্গুলীদ্বয় মুষ্টির মধ্যে প্রবেশ করাইতে হইবে ইহার নাম সংবোধিনী মুদ্রা।

(৫) সম্মুখীকরণী মুদ্রা।—দুই হস্ত মুঠ করতঃ পরস্পর চিত-ভাবে সংলগ্ন করিতে হইবে, ইহার নাম সম্মুখীকরণী মুদ্রা।

(৬) সকল পূজাতেই এইরূপে আবাহন করিবে।

সদ্যোজাত মুখ, পশ্চিম দিকে বামদেব, উত্তরে অঘোর, দক্ষিণে তৎপুরুষ এবং ঊর্দ্ধদেশে ঈশান নামক মুখ। সাধক উপচারাদি পূর্ব্বদিকস্থ সদ্যোজাতমুখে অর্পণ করিবেন, অন্য বক্ত্রে নহে। সমস্ত উপচার শিবের "ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ" এই মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দিতে হইবে। স্ত্রী ও শূদ্র "নমঃ শিবায় নমঃ" বলিবেন। পূর্ব্বে যে উপচারের বিষয় বলা হইয়াছে, তাহার একতম উপচারে পূজা করিবেন। সমস্ত দ্রব্য দিতেই "অমুক দ্রব্যং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ" বলিয়া দিতে হইবে। সর্ব্বদা দশোপচারে পূজা হইয়া থাকে, সুবোধের জন্য তাহার উচ্চারণের প্রণালী বলা হইতেছে।—"এতৎ পাদ্যং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ" এই রূপ "ইদমর্ঘ্যং, ইদমাচমনীয়ং, ইদং স্নানীয়ং, এষ মধুপর্কঃ, ইদং পুনরাচমনীয়ং, এষ গন্ধঃ, এতৎ পুষ্পং" (অনেক পুষ্প হইলে "এতানি পুষ্পাণি" "এতৎ বিল্বপত্রং" (অনেক বিল্বপত্র হইলে এতানি বিল্বপত্রাণি") "এষ ধূপঃ, এষ দীপঃ, এতৎ নৈবেদ্যং (ক) এতৎ পানার্থজলং, ইদং পুনরাচমনীয়ং, এতৎ তাম্বূলং, এষসচন্দনপুষ্পবিল্বপত্রাঞ্জলিঃ" (এই অঞ্জলি তিনবার দিবে) এই বলিয়া সমস্ত দ্রব্য দিয়া পূজা করিবে। এই রূপে পূজা সমাপ্ত করিয়া অষ্টমূর্ত্তির পূজা করিবে।

অষ্টমূর্ত্তি-পূজা।

শিবের অষ্টদিকে গন্ধ-পুষ্প, অভাবে গন্ধাক্ষতদ্বারা অষ্টমূর্ত্তির পূজা করিবে। ১ম—পূর্ব্বদিকে "এতে গন্ধপুষ্পে সর্ব্বায় ক্ষিতি-

(ক) গন্ধ হইতে নৈবেদ্য পর্য্যন্ত পঞ্চ উপচার গন্ধাদি পঞ্চমুদ্রা (৬ পৃঃ দেখ) করিয়া দিবে। নৈবেদ্য দেবতার দক্ষিণ, বাম অথবা সম্মুখে রাখিবে, পৃষ্ঠদেশে রাখিবে না।

মূর্ত্তয়ে নমঃ”। ঈশানকোণে “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ভবায় জল-মূর্ত্তয়ে নমঃ”। উত্তরদিকে “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ রুদ্রায় অগ্নি-মূর্ত্তয়ে নমঃ”। এই বলিয়া গন্ধপুষ্প প্রদান পূর্ব্বক দক্ষিণাবর্ত্তে হস্ত ফিরাইয়া আনীয়া আবার বায়ুকোণ হইতে পূজা করিবে। বায়ুকোণে “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ উগ্রায় বায়ুমূর্ত্তয়ে নমঃ। পশ্চিম দিকে “এতে গন্ধপুষ্পে ভীমায় আকাশমূর্ত্তয়ে নমঃ। নৈঋ‌র্ত কোণে “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পশুপতয়ে যজমানমূর্ত্তয়ে নমঃ”। দক্ষিণ দিকে “এতে গন্ধপুষ্পে মহাদেবায় সোমমূর্ত্তয়ে নমঃ”। অগ্নিকোণে “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ঈশানায় সূর্য্যমূর্ত্তয়ে নমঃ”। এই রূপে পূজা করিয়া প্রাণায়াম (১৩৫ পৃঃ—১৪ পঙ্‌ক্তি দেখ) করতঃ শিবের মূলমন্ত্র ১০, ১০৮ অথবা যতবার সামর্থ্য হয়, ততবার জপ (জপপ্রণালী দেখ) করিয়া জপ বিসর্জ্জন (৮ পৃঃ দেখ) করিবে। শিবের জপফল উর্দ্ধস্থিত ঈশানবক্ত্রে সমর্পণ করিতে হয়। তৎপর কবচ ও স্তব পাঠ করিয়া নিম্নলিখিত প্রণাম (প্রণামপ্রণালী ১২৬ পৃঃ দেখ) মন্ত্র পড়িয়া প্রণাম করিবে।

প্রণামমন্ত্র।

নমস্তভ্যং বিরূপাক্ষ নমস্তে দিব্যচক্ষুষে।
নমঃ পিনাকহস্তায় বজ্রহস্তায় বৈ নমঃ॥
নম ত্রিশূলহস্তায় দণ্ডপাশাসিপাণয়ে।
নমস্ত্রৈলোক্যনাথায় ভূতানাং পতয়ে নমঃ॥
বাণেশ্বরায় নরকার্ণবতারণায় জ্ঞানপ্রদায় করুণাময়-সাগরায়।
কর্পূরকুন্দধবলেন্দুজটাধরায় দারিদ্র্যদুঃখ-দহনায় নমঃ শিবায়॥

নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর॥

পরে দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধ এবং তর্জ্জনী অঙ্গুলী যোগ করিয়া তদ্দ্বারা দক্ষিণকপোলে আঘাত করতঃ বম্, বম্ শব্দে গাল বাদ্য করিবে। তৎ পর আত্ম সমর্পণ করিতে হইবে।

আত্মসমর্পণ।

বিশেষার্ঘ্য-পাত্রস্থিত জল দক্ষিণহস্তে লইয়া "ইতঃ পূর্ব্বং প্রাণবুদ্ধিদেহধর্ম্মাধিকারতো জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যবস্থাসু মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না যৎ স্মৃতং যদুক্তং যৎকৃতং তৎসর্ব্বং শ্রীশিবায় স্বাহা। মাং মদীয়ং সকলং সম্যক্ শ্রীশিবচরণে সমর্পয়ে"। ইহা পাঠ পূর্ব্বক শিবলিঙ্গোপরি ঐ জল অর্পণ করিবে। এইরূপে আত্মসমর্পণ করিয়া কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক নিম্নস্থ মন্ত্র পাঠ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবে।

ওঁ আবাহনং ন জানামি নৈব জানামি পূজনং।
বিসর্জ্জনং ন জানামি ক্ষমস্ব পরমেশ্বর॥

এই বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া সংহারমুদ্রাদ্বারা (১) বিসর্জ্জন করিতে হইবে। যথা,—

ঈশানকোণে জলাভ্যুক্ষণ দিয়া ত্রিকোণমণ্ডল করতঃ সংহারমুদ্রাদ্বারা একটী নির্ম্মাল্য পুষ্প গ্রহণ করিয়া তাহাতে লিঙ্গস্থ-

(১) সংহারমুদ্রা।—বামহস্ত অধোমুখ করতঃ তদুপরি দক্ষিণহস্ত ঊর্দ্ধভাবে রাখিবে এবং কনিষ্ঠা অবধি সকল অঙ্গুলীর মধ্যে অঙ্গুলী স্থাপন করিয়া পরস্পর বন্ধন করতঃ ঘুরাইয়া সম্মুখে লইবে। ইহার নাম সংহার মুদ্রা।

তেজোময় শিবকে আনীত মনে ভাবিয়া "ওঁ মহাদেব ক্ষমস্ব" বলিয়া নাসিকাগ্রে লইয়া ঘ্রাণ লইতে হইবে। সেই ঘ্রাণদ্বারা তেজোরূপ মহাদেবকে হৃদয়ে সংস্থিত মনে করিয়া পুনরায় আনয়ন ক্রমে ঐ পুষ্প পূর্ব্বকৃত মণ্ডলে রাখিবে, পরে "এতে গন্ধপুষ্পে" অথবা "এতৎ জলং ওঁ চণ্ডেশ্বরায় নমঃ" এই মন্ত্রে ঐ মণ্ডলোপরি পূজা করিয়া, শিবলিঙ্গ উত্তমস্থানে রাখিবে। পরে চরণামৃত এবং নির্ম্মাল্যাদি গ্রহণ করিবে। শিবনির্ম্মাল্য ও নৈবেদ্যাদি প্রথমতঃ বিষ্ণুকে নিবেদন করিয়া গ্রহণ করিবে।

ইতি পার্থিব শিবপূজা-বিধি সমাপ্ত। (১)

শিবরাত্রি-কৃত্য।

(১) এই পার্থিব শিবলিঙ্গপূজা বিষয়ে শিবরাত্রিতে কিছু বিশেষ আছে। তাহা এই স্থলে লিখিতেছি।—শিবরাত্রিদিনে রাত্রিতে চার প্রহরে চার বার শিব পূজা করিতে হয়। প্রত্যেক প্রহরে শিব স্নান এবং অর্ঘ্যদানের মন্ত্র পৃথক্, তাহা এই স্থলে লিখিতেছি।—প্রথমপ্রহরে "হ্রৌঁ ঈশানায় নমঃ" বলিয়া দুগ্ধদ্বারা স্নান করাইয়া পরে পূর্ব্ববৎ জলদ্বারা শিবলিঙ্গকে স্নান করাইবে, এবং বিশেষার্ঘ্যের প্রণালী অনুসারে অর্ঘ্য স্থাপন করিয়া "শিবরাত্রিব্রতং দেব পূজাজপপরায়ণঃ। করোমি বিধিবদ্দত্তং গৃহাণার্ঘ্যং মহেশ্বর"॥ এই মন্ত্র পড়িয়া "ইদমর্ঘ্যং হ্রৌঁ ঈশানায় নমঃ" বলিয়া প্রদান করিবে। দ্বিতীয়প্রহরে হ্রৌঁ অঘোরায় নমঃ" এই মন্ত্র পড়িয়া দধিদ্বারা শিব লিঙ্গকে স্নান করাইয়া পরে জলদ্বারা পূর্ব্ববৎ স্নান করাইবে এবং "নমঃ শিবায় শান্তায় সর্ব্বপাপহরায় চ। শিবরাত্রৌ দদাম্যর্ঘ্যং প্রসীদ উময়া সহ"॥ এই মন্ত্র পাঠ করিয়া "ইদমর্ঘ্যং হ্রৌঁ অঘোরায় নমঃ" বলিয়া অর্ঘ্য প্রদান করিবে।

শিব-ষড়ক্ষর-কবচ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি কবচং সর্ব্বসিদ্ধিদং। ত্রৈলোক্যরক্ষণং নাম সর্ব্বাপদ্বিনিবারণং॥ বক্তুকোটিসহস্রৈস্তু কল্পকোটিশতৈ-রপি। কবচস্য গুণান্ বক্তুং নৈব শক্তোমহেশ্বরঃ॥ ওঁ কারোমে মুখে পাতু নকারঃ কর্ণদেশকে। মকারঃ শিরসি পাতু শিকারো-হৃদয়ে মম॥ বাকারোনেত্রযুগ্মে চ যকারোবাহুযুগ্মকে। অকা-রস্তু মুখে পাতু উকারোহৃদয়ে মম॥ মকারঃ পৃষ্ঠদেশে চ পঞ্চার্ণঃ পাতু সর্ব্বতঃ। ইতি তে কথিতং দেবি কবচং সর্ব্বসিদ্ধিদং॥ ত্রৈলোক্যরক্ষণং নাম সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কং। কণ্ঠে বা দক্ষিণে বাহৌ কবচস্য চ ধারণাৎ। সর্ব্বব্যাধিবিনির্ম্মুক্তঃ স ভবেন্নাত্র সংশয়ঃ॥ ইতি লিঙ্গার্চ্চনতন্ত্রে মহাদেবস্য ষড়ক্ষরকবচং সমাপ্তং॥

তৃতীয়প্রহরে "হৌঁ বামদেবায় নমঃ" বলিয়া ঘৃতদ্বারা স্নান করাইয়া পরে জলদ্বারা স্নান করাইবে এবং "দুঃখদারিদ্রশোকেন দগ্ধোঽহং পার্ব্বতীশ্বর। শিবরাত্রৌ দদাম্যর্ঘ্যং উমাকান্ত গৃহাণ মে" ॥ এই মন্ত্র পড়িয়া "ইদমর্ঘ্যং হৌঁ বামদেবায় নমঃ" বলিয়া অর্ঘ্য প্রদান করিবে। চতুর্থপ্রহরে "হৌঁ সদ্যোজাতায় নমঃ" এই বলিয়া মধুদ্বারা স্নান করাইয়া পরে জলদ্বারা পূর্ব্ববৎ স্নান এবং "ময়া কৃতান্যনেকানি পাপানি হর শঙ্কর। শিবরাত্রৌ দদাম্যর্ঘ্যং উমাকান্ত গৃহাণ মে" ॥ এই মন্ত্র পড়িয়া "ইদমর্ঘ্যং হৌঁ সদ্যোজাতায় নমঃ" এই বলিয়া অর্ঘ্য প্রদান করিবে। এই রূপে শিবরাত্রি-দিনে পূজা করিয়া পর দিবস "ওঁ সংসার-ক্লেশদগ্ধস্য ব্রতেনানেন শঙ্কর। প্রসীদ সুমুখোনাথ জ্ঞান-দৃষ্টিপ্রদোভব" ॥ এই বলিয়া জল পান করিয়া আহারাদি করিবে।

শিবস্তোত্র।

ওঁ নমঃ শিবায়। শান্তং পদ্মাসনস্থং শশধরমুকুটং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রং শূলং বজ্রঞ্চ খড়্গং পরশুমপি বরং দক্ষিণাঙ্গে বহন্তং। নাগং পাশঞ্চ ঘণ্টাং ডমরুকসহিতং চাঙ্কুশং বামভাগে নানালঙ্কারদীপ্তং স্ফটিকমণিনিভং পার্ব্বতীশং ভজামি॥ ১॥ বন্দে দেব মুমাপতিং সুরগুরুং বন্দে জগৎকারণং বন্দে পন্নগভূষণং মৃগধরং বন্দে পশূনাং পতিম্। বন্দে সূর্য্যশশাঙ্কবহ্নিনয়নং বন্দে মুকুন্দপ্রিয়ং বন্দে ভক্তজনাশ্রয়ঞ্চ বরদং বন্দে শিবং শঙ্করং॥ ২॥ আদৌ কর্ম্মপ্রসঙ্গাৎ কলয়তি কলুষং মাতৃগর্ভে স্থিতঃ সন্ বিণ্মূত্রামেধ্যমধ্যে ব্যথয়তি নিতরাং জাঠরোজাতবেদাঃ। যদ্যদ্বা তত্র দুঃখং ব্যথয়তি সততং শক্যতে কেন বক্তুং ক্ষন্তব্যোমেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো॥ ৩॥ বাল্যে দুঃখাতিরেকোমললুলিতবপুঃ স্তন্যপানে পিপাসা নো শক্যশ্চেন্দ্রিয়েভ্যোভবগুণজনিতা জন্তবোমাং তুদন্তি। নানারোগোত্থদুঃখাদ্রুদনপরবশঃ শঙ্করং ন স্মরামি, ক্ষন্তব্যোমেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো॥ ৪॥ প্রৌঢ়োঽহং যৌবনস্থোবিষয়বিষধরৈঃ পঞ্চভির্ম্মর্ম্মসন্ধৌ দষ্টোনষ্টোবিবেকঃ সুতধনযুবতিস্বাদুসৌখ্যে নিষণ্ণঃ। শৈবে চিন্তাবিহীনং মম হৃদয়মহো মানগর্ব্বাধিরূঢ়ং ক্ষন্তব্যোমেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো॥ ৫॥ বার্দ্ধক্যে চেন্দ্রিয়াণাং বিষয়গতমতেরাধিদৈবাদিতাপৈঃ পাপৈ রোগৈর্ব্বিয়োগৈর্ব্বিষসদৃশবপুঃপ্রৌঢ়হীনঞ্চ দীনং। মিথ্যামোহাভিলাষৈর্ভ্রমতি মম মনোধূর্জ্জটের্ধ্যানশূন্যং ক্ষন্তব্যোমেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো॥ ৬॥ নো শক্যং স্মার্ত্তকর্ম্মপ্রতিপদগহনে

প্রত্যবায়াকুলাখ্যে শ্রৌতে বার্ত্তা কথং মে দ্বিজকুলবিহিতে ব্রহ্মমার্গে স্মরারে। নাস্থা ধর্ম্মে বিচারঃ শ্রবণমননয়োঃ কোনিধিধ্যাসিতব্যঃ ক্ষন্তব্যোমেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো॥ ৭॥ স্নাত্বা প্রত্যূষকালে স্নপনবিধি-বিধৌ নাহৃতং গাঙ্গতোয়ং পূজার্থম্বা কদাচিৎ পুথুতরগহনাৎ খণ্ডবিল্বৈকপত্রং। নানীতা পদ্মমালা সরসি বিকসিতা গন্ধধূপৌ ত্বদর্থং ক্ষন্তব্যোমেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো॥ ৮॥ দুগ্ধৈর্ম্মধ্বাজ্যযুক্তৈর্ঘটশতমিলিতৈঃ স্নাপিতং নৈব লিঙ্গং নো লিপ্তং চন্দনাদ্যৈঃ কনকবিরচিতৈঃ পূজিতং ন প্রসূনৈঃ। ধূপৈঃ কর্পূরদীপৈর্ব্বিবিধরসযুতৈর্ণাপি ভক্ষ্যোপহারৈঃ ক্ষন্তব্যোমেঽপরাধঃ শিব শিবঃ শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো॥ ৯॥ স্থিত্বা স্থানে সরোজে প্রণবময়মরুৎকুম্ভিতে সূক্ষ্মমার্গে শান্তে শান্তিপ্রলীনে প্রকটিতবিভবে জ্যোতীরূপে পরোক্ষে। । লিঙ্গাগ্রে ব্রহ্মবাক্যে সকলতনুগতং শঙ্করং ন স্মরামি ক্ষন্তব্যোমেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো॥ ১০॥ ধ্যাত্বা চিত্তে শিবাখ্যং প্রচুরতরধনং নৈব দত্তং দ্বিজেভ্যোহব্যং তে লক্ষসংখ্যং হুতবহবদনে নার্পিতং বীজমন্ত্রৈঃ। নাভিষ্ঠদ্‌গাঙ্গতীরে ব্রতপরিচরণাৎ রুদ্রজাপৈস্ত্বদর্থং ক্ষন্তব্যোমেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো॥ ১১॥ নগ্নোনিঃসঙ্গশুদ্ধস্ত্রিগুণবিরহিতোধ্বস্তমোহান্ধকারোনাসাগ্রে ন্যস্তদৃষ্টির্ব্বিগতভবগুণোনৈব দৃষ্টিঃ কদাচিৎ। উন্মত্তাবস্থয়া ত্বাং বিগতকলিমলং শঙ্করং ন স্মরামি ক্ষন্তব্যোমেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো॥ ১২॥ চন্দ্রোদ্ভাসিতশেখরে স্মরহরে গঙ্গাধরে শঙ্করে সর্পৈর্ভূষিতকণ্ঠকর্ণবিবরে নেত্রোত্থবৈশ্বানরে। দন্তিত্বক্‌কৃতসুন্দরাম্বরধরে ত্রৈলোক্যসারে হরে মোক্ষার্থং কুরু

চিত্তবৃত্তিমচলামন্যৈস্তু কিং কর্ম্মভিঃ ॥ ১৩॥ কিং দানেন ধনেন বাজিকরিভিঃ প্রাপ্তেন রাজ্যেন কিং কিম্বা পুত্রকলত্রমিত্রপশুভি র্দ্দেহেন গেহেন কিং। জ্ঞাত্বৈতৎ ক্ষণভঙ্গুরং সপদি রে ত্যাজ্যং মনোদূরতঃ স্বাত্মার্থং গুরুবাক্যতোভজ ভজ শ্রীপার্ব্বতীবল্লভং ॥১৪॥ আয়ুর্নশ্যতি পশ্যতাং প্রতিদিনং যাতি ক্ষয়ং যৌবনং প্রত্যায়ান্তি গতাঃ পুনর্ন দিবসাঃ কালোজগৎভক্ষকঃ। লক্ষ্মীস্তোয়তরঙ্গভঙ্গচপলা বিদ্যুচ্চলং জীবনং তস্মান্মাং শরণাগতং শরণদ ত্বং রক্ষ রক্ষাধুনা ॥ ১৫ ॥ গঙ্গাতীরেঽপ্যুষিত্বা দলকুসুমফলৈঃ ক্ষালিতৈর্গাঙ্গতোয়ৈর্গাঙ্গং নির্ম্মায় লিঙ্গং শতশতশতকং নার্চ্চিতং ভূতলে মে। নো লিঙ্গং গেহমধ্যে ধরণীতলগতৈর্ম্মৃত্তিকাগোময়ৈর্ব্বা ক্ষন্তব্যোমেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥ ১৬ ॥ করচরণকৃতং বাক্কায়জং কর্ম্মজং বা শ্রবণনয়নজং বা মানসং বাপরাধং। বিদিতমবিদিতং বা সর্ব্বমেতৎ ক্ষমস্ব শিব শিব করুণাব্ধে শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥ ১৭ ॥ গাত্রং ভস্মসিতং সিতঞ্চ হসিতং হস্তে কপালং সিতং খট্টাঙ্গঞ্চ সিতং সিতশ্চ বৃষভঃ কর্ণে সিতে কুণ্ডলে। গঙ্গাফেনসিতা জটা পশুপতেশ্চন্দ্রঃ সিতোমূর্দ্ধনি সোঽয়ং সর্ব্বসিতোদদাতু বিভবং পাপক্ষয়ং শঙ্কর ॥ ১৮ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং অপরাধভঞ্জনস্তোত্রং সমাপ্তং।

প্রতিষ্ঠিত-লিঙ্গে শিবপূজা।

যদি প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গে দৈনন্দিন শিবপূজা করিতে হয়, তবে "ওঁ নমঃ শিবায়" বলিয়া স্নান করাইয়া পূজা করিবে। ইহাতে আবাহন, বিসর্জ্জন এবং প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে হয় না। আর সমস্তই পার্থিব শিবলিঙ্গ পূজাপদ্ধতি অনুসারে করিতে হইবে।

বাণলিঙ্গে শিবপূজা।

যদি বাণলিঙ্গে দৈনন্দিন শিবপূজা করিতে হয়, তবে প্রথমে পার্থিব শিবলিঙ্গ-পূজাপদ্ধতি অনুসারে বাণলিঙ্গের পূজা করিবে। ইহাতে বিশেষ এই যে, পূর্ব্বোক্ত "ধ্যায়েন্নিত্যং" ইত্যাদিরূপ ধ্যান না করিয়া "ওঁ প্রমত্তং শক্তিসংযুক্তং বাণাখ্যঞ্চ মহাপ্রভং। কামবাণান্বিতং দেবং সংসারদহনক্ষমং। শৃঙ্গারাদিরসোল্লাসং বাণাখ্যং পরমেশ্বরং॥" এই রূপ ধ্যান করিবে এবং সমস্ত উপচারাদি "হৌঁ বাণেশ্বরায় নমঃ" বলিয়া দিবে ও যেখানে মূলমন্ত্রের দ্বারা কোন কার্য্য করিতে হয় সেখানে "হৌঁ মন্ত্রদ্বারা করিবে। ইহাতে আবাহন, বিসর্জ্জন ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা নাই। এইরূপে বাণলিঙ্গের পূজা করিয়া তাহাতে পার্থিব-শিবলিঙ্গ-পূজাপদ্ধতি অনুসারে শিবপূজা করিবে। তৎপরে পূর্ব্ব লিখিত শিবের স্তব কবচ পাঠ করিয়া যদি সামর্থ্য হয় তবে বাণলিঙ্গের কবচ ও স্তব পাঠ করিবে।

বাণলিঙ্গের কবচ।

অস্য শ্রীবাণলিঙ্গকবচস্য সংহারভৈরব ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো-হৌঁ বীজং হুং শক্তিঃ নমঃ কালকং শ্রীবাণলিঙ্গসদাশিবোদেবতা মমাভীষ্টসিদ্ধ্যর্থং জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ কারোমে শিরঃ পাতু নমঃ পাতু ললাটকং। শিবশ্চ কণ্ঠদেশং মে বক্ষোদেশং ষড়ক্ষরং। বাণেশ্বরঃ কটিং পাতু দ্বাবূরূ চন্দ্রশেখরঃ। পাদৌ বিশ্বেশ্বরঃ সাক্ষাৎ সর্ব্বাঙ্গং লিঙ্গরূপধৃক্॥ ইতি কবচমপূর্ব্বং বাণলিঙ্গস্য কান্তে পঠতি যদি মনুষ্যঃ প্রাঞ্জলিঃ শুদ্ধচিত্তঃ। ব্রজতি শিব-

সমীপং রোগশোকপ্রমুক্তো বহুধনসুখভোগী বাণলিঙ্গপ্রসাদাৎ॥ ইতি বিশ্বেশ্বরতন্ত্রে দেবীশ্বরসংবাদে বাণলিঙ্গকবচং সমাপ্তং।

বাণলিঙ্গস্তব।

বাণলিঙ্গ মহাভাগ সংসারাং ত্রাহি মাং প্রভো। নমস্তে চোগ্ররূপায় নমস্তেঽব্যক্তযোনয়ে॥ সংহারকারিণে তুভ্যং নমস্তে সূক্ষ্মরূপিণে। প্রমত্তায় মহেন্দ্রায় কামরূপায় তে নমঃ॥ দহনায় নমস্তভ্যং নমস্তে যোগকারিণে। ভোগিনাং ভোগকর্ত্রে চ মোক্ষদাত্রে নমোনমঃ॥ নমঃ কামাঙ্গনাশায় নমঃ কল্মষহারিণে। নমোবিশ্বপ্রদাত্রে চ নমোবিশ্বস্বরূপিণে॥ বাণস্য বরদাত্রে চ রাবণস্য ক্ষয়ায় চ। রামস্যানুগ্রহার্থায় রাজ্যায় ভরতস্য চ॥ মুনীনাং যোগদাত্রে চ রাক্ষসানাং ক্ষয়ায় চ। নমস্তভ্যং নমস্তভ্যং নমস্তভ্যং নমো নমঃ॥ ঐঁ দাহিকাশক্তিযুক্তায় মহামায়াপ্রিয়ায় চ। ভগপ্রিয়ায় সর্ব্বায় বৈরিণাং নিগ্রহায় চ॥ পরিত্রাণায় যোগিনাং কৌলিকানাং প্রিয়ায় চ। কুলাঙ্গনানাং ভক্তায় কুলাচাররতায় চ॥ কুলভক্তায় যোগায় নমোনারায়ণায় চ। মধুপানপ্রমত্তায় যোগেশায় নমোনমঃ॥ কুলনিন্দাপ্রণাশায় কৌলিকানাং সুখায় চ। কুলযোগায় নিষ্ঠায় শুদ্ধায় পরমাত্মনে॥ পরমাত্মস্বরূপায় লিঙ্গমূলাত্মকায় চ। সর্ব্বেশ্বরায় সর্ব্বায় শিবায় নির্গুণায় চ॥ ইত্যেতৎ পরমং গুহ্যং বাণলিঙ্গস্য শঙ্কর। যঃ পঠেৎ সাধকশ্রেষ্ঠোগাণপত্যং লভেত সঃ॥ স্তবস্যাস্য প্রসাদেন যোগী যোগিত্বমাপ্নুয়াৎ॥ রাজ্যার্থিনাং ভবেদ্রাজ্যং ভোগিনাং ভোগ এব চ। সাধূনাং সাধনং দেব কৌলিকানাং কুলং ভবেৎ॥ যং যং কাময়তে মন্ত্রী তং তমাপ্নোতি লীলয়া। বাণলিঙ্গ-

প্রসাদেন সর্ব্বমাপ্নোতি সত্বরং ॥ কিমন্তং কাময়ামীহ সর্ব্বং বেৎসি কুলেশ্বর। মহাভয়ে সমুৎপন্নে রাজদ্বারে কুলেশ্বর। দেশান্তরে ভয়েপ্রাপ্তে দস্যুচৌরাদিসঙ্কুলে। পঠনাৎ স্তবরাজস্য ন ভয়ং লভতে কচিৎ॥ বাণলিঙ্গস্য মাহাত্ম্যং সংক্ষেপাৎ কথিতং ময়া। যস্য শ্রবণমাত্রেণ নরোমোক্ষমবাপ্নুয়াৎ ॥ বাণলিঙ্গঃ সদারাধ্যঃ যোগিনাং যোগসাধনে। কৌলিকানাং কুলাচারে পশূনাং শত্রুনিগ্রহে। বেদজ্ঞানাং বেদপাঠে রোগিণাং রোগনাশনে। যোযোনারাধয়েদেনং সর্ব্বং তন্নিষ্ফলং ভবেৎ ॥ ইতি যোগসারে সর্ব্বাগমোত্তমে পার্ব্বতীশিবসংবাদে বাণলিঙ্গস্তোত্রং সমাপ্তং ॥

এইরূপে শিবপূজা সমাপ্ত করিয়া জলের উপরে গুরু-পূজা করিবে।

গুরুপূজা।

গুরুর করন্যাস (৬পৃঃ দেখ) ও অঙ্গন্যাস (৭ পৃঃ দেখ) করিয়া ধ্যান (৪ পৃঃ দেখ) করতঃ পঞ্চোপচারবা দশোপচারে পূজা করিবে। সমস্ত উপচার দ্রব্যই "ঐং শ্রীগুরবে নমঃ" বলিয়া দিবে। স্ত্রীলোক গুরু হইলে তদীয় ধ্যান (৫ পৃঃ দেখ) করিয়া পূজা করিবে। পরে ৬ পৃষ্ঠার করন্যাস হইতে আরম্ভ করিয়া ৮ পৃষ্ঠার ১০ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লিখিত প্রণালী অনুসারে গুরুর মন্ত্র জপাদি করিয়া গুরুর স্তব (৯ পৃঃ দেখ) কবচ (৯ পৃঃ দেখ) এবং স্ত্রীগুরু হইলে তাঁহার স্তব (১০ পৃঃ দেখ) ও কবচ (১১ পৃঃ দেখ) পাঠ করিবে। যদি সামর্থ্য হয় তবে নিম্নলিখিত গুরু-গীতা পাঠ করিবে। যাঁহার স্ত্রীলোক গুরু, তিনি স্ত্রীগুরুগীতা পাঠ করিবেন।

গুরুগীতা।

শ্রীগুরবে নমঃ। অথ শ্রীগুরুগীতাস্তোত্রস্য সদাশিব ঋষির্বিরাট্ ছন্দঃ শ্রীগুরুঃ পরমাত্মা দেবতা হং বীজং সঃ শক্তিঃ ক্রোং কীলকং শ্রীগুরুপ্রসাদসিদ্ধ্যর্থং জপে বিনিয়োগঃ।

ঋষয় উচুঃ। গুহ্যাৎ গুহ্যতরা বিদ্যা গুরুগীতা বিশেষতঃ। তৎপ্রসাদাদ্ধি শ্রোতব্যা তৎসর্ব্বং ব্রূহি মে সূত॥ সূত উবাচ। কৈলাসশিখরে রম্যে ভক্তিসাধনতৎপরং। প্রণম্য পার্ব্বতী ভক্ত্যা শঙ্করং পরিপৃচ্ছতি॥ শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ। নমস্তে দেবদেবেশ সদাশিব জগৎগুরো। প্রাণেশ্বর মহাদেব গুরুদীক্ষাং প্রদেহি মে॥ কেন মার্গেণ ভোঃ স্বামিন্ দেহী ব্রহ্মময়োভবেৎ। তৎকৃপাং কুরু মে স্বামিন্ নমামি চরণং তব॥ শ্রীশিব উবাচ। যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রবক্ষ্যন্তি মহাত্মনঃ॥ গুকারশ্চান্ধকারঃ স্যাৎ রুশব্দস্তেজ উচ্যতে। অজ্ঞানে গ্রাসকং ব্রহ্ম গুরুরেব ন সংশয়ঃ॥ গুশব্দশ্চান্ধকারঃ স্যাৎ রুশব্দস্তন্নিরোধকঃ। অন্ধকারবিরোধিত্বাদ্গুরুরিত্যভিধীয়তে॥ গুকারঃ প্রথমোবর্ণোমায়াদিগুণভাসকঃ। রুকারোদ্বিতীয়োব্রহ্ম মায়াভ্রান্তিবিমোচকঃ॥ যদঙ্ঘ্রি কমলদ্বন্দ্বং দ্বন্দ্বতাপনিবারণং। তারকং বিপদং বন্দে শ্রীগুরুং প্রণমাম্যহং॥ মম রূপাসি দেবি ত্বং ত্বভক্ত্যর্থং বদাম্যহং। লোকোপকারকং প্রশ্নং ন কেনাপি কৃতং পুরা॥ দুর্লভং ত্রিষু লোকেষু তৎশৃণুষ বদাম্যহং। গুরুব্রহ্ম বিনা নান্যৎ সত্যং সত্যং বরাননে॥ বেদশাস্ত্রপুরাণানি ইতিহাসাদিকানি চ। মন্ত্রযন্ত্রাদিবিজ্ঞানং স্মৃতিরুচ্চাটনাদিকং॥ শৈবশাক্তাগমাদীনি চান্যে চ বহবোমতাঃ। অপ-

ভ্রংশুঃ সমস্তানি জীবানাং ভ্রান্তচেতসাং॥ যজ্ঞব্রততপোদানং জপস্তীর্থং তথৈব চ। গুরুতত্ত্বমবিজ্ঞায় মূঢ়াস্তচ্চরতা জনাঃ॥ গুরুবুদ্ধ্যাত্মনোনান্যং সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ। তল্লাভার্থং প্রযত্নেন কর্ত্তব্যশ্চ মনীষিভিঃ॥ গূঢ়বিদ্যা যথা যোগদেহমজ্ঞানসংজ্ঞিতং। উদয়ং স্বপ্রকাশেন গুরুশব্দেন কথ্যতে॥ দেহী ব্রহ্ম ভবেত্তস্মাৎ তৎকৃপার্থং বদামি তে। সর্ব্বপাপবিশুদ্ধ্যর্থং শ্রীগুরোঃ পাদশঙ্কজং॥ সর্ব্বতীর্থাবগাহস্ত কিং প্রাপ্নোতি ফলং নরঃ। গুরুপাদাম্বুজং সিক্ত্বা জলং শিরসি দাপয়েৎ। শোষণং পাপসম্পন্না দীপনং জ্ঞানচেতসাং। গুরুপাদোদকং পীত্বা সংসারার্ণব তারকং॥ অজ্ঞানমৃত্যুহরণং জন্মকর্ম্মনিবারণং। জ্ঞানবৈরাগ্যসিদ্ধ্যর্থং গুরুপাদোদকং পিবেৎ॥ গুরুপাদোদকং পীতং গুরোরুচ্ছিষ্টভোজনং। গুরুমূর্ত্তেঃ সদা ধ্যানং গুরুস্তোত্রং সদা জপেৎ। কাশীক্ষেত্রে নিবাসশ্চ জাহ্নবীচরণোদকং। গুরুর্ব্বিশ্বেশ্বরঃ সাক্ষাৎ তারকব্রহ্ম নিশ্চিতং॥ শিরঃপাদোক্ষিতোভূত্বা গয়াস্বশ্চাক্ষয়োবটঃ। তীর্থরাজং প্রয়াগাখ্যং গুরুমূর্ত্তের্নিরঞ্জনং॥ গুরুমূর্ত্তিং স্মরেন্নিত্যং গুরোর্নাম সদা জপেৎ। গুরোরাজ্ঞাং প্রকুর্ব্বীত গুরোরন্যং ন ভাবয়েৎ॥ গুরুবক্ত্রস্থিতং ব্রহ্ম প্রাপ্যতে মৎপ্রসাদতঃ। গুরুমূর্ত্তিঃ সদা ধ্যেয়া যথা স্বামিনি রোষিতে॥ আশময়শ্চ জাতিঞ্চ স্বকীর্ত্তি-পুষ্টিবর্দ্ধনং। অন্যৎ সর্ব্বং পরিত্যজ্য গুরোরন্যং ন ভাবয়েৎ॥ অনন্যচিত্তযোগঃ স্যাৎ সুলভং তৎ পরং সুখং। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গুরোরারাধনং কুরু॥ গুরুবক্ত্রে স্থিতা বিদ্যা গুরুভক্ত্যেষু লভ্যতে। ত্রৈলোক্যে স্ফুটবক্তব্যা দেবতাসুরপন্নগৈঃ॥ সর্ব্বাৎগুরুপদং শ্রেষ্ঠং দেবানামপি দুর্ল্লভং। হাহাহূহূগণৈশ্চৈব গন্ধর্ব্বৈশ্চৈব পূজ্যতে॥ এবং তেষাঞ্চ সর্ব্বেষাং

নাতীতত্ত্বং গুরোঃ পরং। গুরৌ রোষোন কর্ত্তব্যঃ সচ্ছন্দং যদি ভাবয়েৎ॥ আসনং শয়নং বস্ত্রং বাহনঞ্চাপি ভূষণং। সাধকেন প্রদাতব্যং গুরোঃ সন্তোষকারণাৎ॥ গুরোরারাধনং কার্য্যং স্বজীবং বৈ নিবেদয়েৎ। কর্ম্মণা মনসা বাচা সদা আরাধয়েদ্‌-গুরুং॥ দীর্ঘদণ্ডং নমস্কৃত্য প্রণমেদ্‌গুরুসন্নিধৌ। শরীরমর্থং প্রাণাংশ্চ সদ্‌গুরুভ্যোনিবেদয়েৎ॥ আত্মদারাদিকাংশ্চৈব সদ্‌-গুরুভ্যোনিবেদয়েৎ। কৃমিকীটভস্মবিষ্ঠাদুর্গন্ধমলমূত্রকং। শ্লেষ্ম-রক্তং ত্বচং মাংসং গুরোরগ্রে ন কারয়েৎ॥ সংসারবৃক্ষমারূঢ়াঃ পতন্তশ্চ মহার্ণবে। যেন উদ্ধরিতাঃ সর্ব্বে তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুর্গুরুর্দ্দেবোমহেশ্বরঃ। গুরোরেব পরোনাস্তি তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া। চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং। তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ সর্ব্বশ্রুতিশিরোরত্নবিরাজিতপদাম্বুজং। বেদান্তাম্বুজসূর্য্যায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ চৈতন্যং শাশ্বতং দিব্যং ব্যোমাতীতং নিরঞ্জনং। বিন্দুনাদকলাতীতং তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ যস্য শ্রবণমাত্রেণ জ্ঞানমুৎপদ্যতে স্বয়ং। স এব জ্ঞানসম্পন্নস্তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ স্থাবরং নিশ্চলং শান্তং জঙ্গমং স্থিরমেব চ। ব্যাপ্তং যেন জগৎ সর্ব্বং তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ জ্ঞানশক্তিসমা-রূঢ়ং তথা মালাবিভূষিতং। ভুক্তিং মুক্তিঞ্চ দাতারং তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ অনেকজন্মসম্প্রাপ্তজন্মকর্ম্ম বিধীয়তে। জ্ঞানাঞ্জনপ্রভাবেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ। মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথোমদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ। সর্ব্বাত্মা সর্ব্বভূতাত্মা তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ ধ্যানমূলং গুরোর্ম্মূর্ত্তিঃ পূজামূলং গুরোঃপদং। মন্ত্রমূলং গুরোর্ব্বাক্যং সিদ্ধিমূলং গুরোঃ

রূপা॥ নিত্যং শুদ্ধং নিরাভাসং নিরাকারং নিরঞ্জনং। নিত্য-বোধং চিদানন্দং গুরুং নিত্যং নমাম্যহং॥ গুরুরাদিরনাদিশ্চ গুরুঃ পরমদেবতা। গুরুমন্ত্রসমং নাস্তি তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ সপ্তসাগরপর্য্যন্তং তীর্থস্নানফলং তথা। গুরোরঙ্ঘ্রিজলাদ্বিন্দু সহস্রাংশেন দুর্লভং॥ গুরুরেব জগৎ সর্ব্বং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকং। গুরোঃ পরতরং নাস্তি তস্মাৎ সংপূজয়েদ্‌গুরুং॥ জ্ঞানং বিনা মুক্তিপদং লভতে গুরুভক্তিতঃ। তস্মাৎ পরতরং নাস্তি নেতি নেতীহ তচ্ছ্রুতেঃ॥ মনসা বচসা চৈব অস্মদাদ্যা বিমোহিতাঃ। গুরোঃ রূপাপ্রসাদেন ব্রহ্মবিষ্ণুসদাশিবাঃ। সামর্থ্যং তৎপ্রসাদেন কেবলং গুরুসেবয়া। দেবকিন্নরগন্ধর্ব্বাঃ পিতৃযক্ষাস্ত চারণাঃ। মুনয়োঽপি ন জানন্তি গুরুশুশ্রূষণাবিধিং॥ মহাহংকারশব্দেন বিদ্যতে পরমাত্মতা। সংসারান্ দেহ আবর্ত্তে ঘটমন্ত্রোযথা পুনঃ। ন মুক্তা দেবগন্ধর্ব্বপিতরোযক্ষকিন্নরাঃ। ঋষয়ঃ সর্ব্বসিদ্ধাদ্যা গুরুসেবাপরাঙ্মুখাঃ। ধ্যানং শৃণু মহাদেবি সর্ব্বদানন্দদায়কং। সর্ব্বসৌখ্যকরঞ্চৈব মুক্তিভক্তিপ্রদায়কং॥ শ্রীমৎ পরং ব্রহ্ম গুরুং বদামি শ্রীমৎ পরং ব্রহ্ম গুরুং নমামি। শ্রীমৎ পরং ব্রহ্ম গুরুং স্মরামি শ্রীমৎ পরংব্রহ্ম গুরুং ভজামি॥ ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং জ্ঞানমুক্তিং পরেশং জ্ঞানাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যং। একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বদা সাক্ষিভূতং ভাবাতীতং ত্রিগুণ-রহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি॥ আনন্দমানন্দকরং প্রসন্নং জ্ঞান-স্বরূপং নিজভেদমুক্তং। যোগীন্দ্রমীড্যং ভবরোগবৈদ্যং শ্রীমদ্‌গুরুং নিত্যমহং নমামি॥ ধ্যায়েদ্‌গুরুং ব্রহ্ম সনাতনং মহৎ ব্রহ্মাম্বুজে কার্ণিকমধ্যসংস্থং। সিংহাসনস্থং স্থিতদিব্যমূর্ত্তিং ধ্যায়েদ্‌গুরুং চন্দ্রকলাপ্রকাশং॥ বামাঙ্কপীঠস্থিতবেশশক্তিং মন্দস্মিতং চারু-

কৃপানিধানং। ভীত্যন্তকাভীষ্টবরং দধানং মুক্তাবিভূষং মুদিত-ত্রিনেত্রং॥ সৃষ্টিস্থিতিধ্বংসকরং বিধেয়ানুগ্রহাত্মকং। কৃত্যং পঞ্চ-বিধে শশ্বদ্ভাষিতং-তন্নমঃ শিবং॥ প্রাতঃ শিরসি শুক্লাব্জে দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং গুরুং। বরাভয়করং শান্তং স্মরেত্তন্নামপূর্ব্বকং॥ ন গুরোরধিকং ন গুরোরধিকং শিরসা স নতঃ শিরসা স নতঃ। ন পরোন পর ইদমেব শিবং ইদমেব শিবং ইদমেব শিবং॥ শিবা-দন্তথা দৈবতং নাভিজানে শিবোহহং। এবম্বিধং গুরুং ধ্যাত্বা জ্ঞানমুৎপদ্যতে স্বয়ং। তদা গুরুপ্রসাদেন মুক্তোহহমিতি ভাবয়েৎ॥ গুরোর্নিরূপিতে মার্গে মনঃ শুদ্ধিং প্রকল্পয়েৎ। অনিত্যং খণ্ডয়েৎ সর্ব্বং যৎ কিঞ্চিদাত্মগোচরং॥ জ্ঞেয়ং সর্ব্বমতী-তঞ্চ জ্ঞানঞ্চ মন উচ্যতে। জ্ঞানং জ্ঞেয়সমং কুর্য্যাদ্যথা ভাব-দ্বিতীয়কং। এবং শ্রুত্বা মহাদেবি গুরুনিন্দাং করোতি যঃ। স যাতি নরকং ঘোরং যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ॥ যাবদ্দেহান্তকল্পোহস্তি তাবদ্দেবি গুরুং স্মরেৎ। হুঙ্কারেণ ন কর্ত্তব্যং প্রাজ্ঞশিষ্যৈঃ কদা-চন॥ গুরোর্হুং কৃত্য চ গুরুং গুরুং নির্জ্জিত্য বাদিতঃ। অরণ্যং নির্জ্জনে দেশে স ভাবদ্‌ব্রহ্মরাক্ষসঃ॥ মুনিভিঃ পন্নগৈর্ব্বাপি সুরৈর্ব্বা শাপিতোযদি। কালমৃত্যুভয়াদ্বাপি গুরুরক্ষতি পার্ব্বতি। অশক্তা হি সুরাধ্যক্ষা অশক্তা মুনয়স্তথা গুরুশাপাত্ততঃ ক্ষীণঃ ক্ষয়ং যাতি ন সংশয়ঃ॥ মন্ত্ররাজমিদং দেবি গুরুরিত্যক্ষরদ্বয়ং। স্মৃতিবেদার্থবাক্যানাং গুরুঃ সাক্ষাৎ পরং পদং॥ শ্রুতেঃ স্মৃতেশ্চ বিজ্ঞানং কেবলং গুরুসেবয়া। তে বৈ সন্ন্যাসিনঃ প্রোক্তা ইতরে বেশধারিণঃ॥ নিত্যং ব্রহ্ম নিরাকারং নির্গুণং বোধয়েদ্‌গুরুং। সর্ব্বব্রহ্ম নিরাভাসং দীপোদীপান্তরে যথা॥ গুরোঃ কৃপাপ্রসাদেন আত্মা-রামং নিরীক্ষয়েৎ। অনেন মুক্তিমার্গেণ আত্মজ্ঞানং প্রবর্ত্ততে॥

আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং পরমাত্মস্বরূপিণং। স্থাবরং জঙ্গমং বাপি প্রণমামি জগদ্‌গুরুং॥ বন্দেঽহং সচ্চিদানন্দং ভেদাতীতং সদা গুরুং। নিত্যং পূর্ণং নিরাকারং নির্গুণং আত্মসংস্থিতং॥ পরাৎ পরতরং ধ্যেয়ং নিত্যানন্দকরং সদা। হৃদয়াকাশমধ্যস্থং শুদ্ধস্ফটিকসন্নিভং॥ স্ফটিকপ্রতিমারূপং দৃশ্যতে দর্পণে যথা। তথাত্মানং চিদাকারং আনন্দং সোঽহমিত্যুত॥ অঙ্গুষ্ঠমাত্রপুরুষং ধ্যায়েচ্চিন্ময়ং হৃদি। তত্র স্ফুরতি যস্তাবঃ শৃণু তৎ কথয়াম্যহং॥ অগোচরং তথাগম্যরূপং নামাদিবর্জ্জিতং। নিঃশব্দস্তং বিজানীয়াৎ স্বভাবো ব্রহ্ম পার্ব্বতি॥ যথা নিত্যং স্বভাবেন কর্পূরকুসুমাদিষু। শীতলত্ব স্বভাবেন তথা ব্রহ্ম চ শাশ্বতং॥ স্বয়ং তথাবিধোভূত্বা স্থাতব্যং যত্র কুত্রচিৎ। কীটোভৃঙ্গ ইব ধ্যানাদ্যথা ভবতি পার্ব্বতি॥ গুরুধ্যানাত্তথা ত্যক্তং স্বয়ং ব্রহ্মময়ো ভবেৎ। লৌকিকং কর্ম্মতো যান্তি জ্ঞানহীনং পরন্তপ। জ্ঞানী চ ভাবয়েৎ সর্ব্বং কর্ম্ম নিষ্কর্ম্মাগাম্যতঃ। ইদন্তু ভক্তিভাবেন পঠ্যতে শ্রূয়তে যদি॥ লিখিত্বা বৎ প্রদাতব্যং জ্ঞানং দক্ষিণয়া সহ॥ গুরুগীতামিমাং দেবি শুদ্ধতত্বং ময়োদিতং। ভবব্যাধের্ব্বিনাশার্থং স্বয়মেব জপেৎ সদা॥ গুরুগীতা কৈরেকং মন্ত্ররাজমিমং জপেৎ। অন্তে চ বিবিধা মন্ত্রাঃ কলাং নার্হন্তি ষোড়শীং॥ অনন্তফলমাপ্নোতি গুরুগীতাজপেন চ। সর্ব্বপাপপ্রশমনং সর্ব্বদারিদ্র্যনাশনং॥ অকালমৃত্যুহরণং সর্ব্বসঙ্কটনাশনং। যক্ষরাক্ষসভূতানাং চৌরব্যাঘ্রভয়াদিকং॥ মহাব্যাধিগতাঃ সর্ব্বে জন্তু। ভবন্তি নিরাময়াঃ। অথবা মোহনে বস্তে স্বয়মেব জপেৎ সদা॥ কুশৈর্ব্বা দূর্ব্বয়া বাপি আসনে শুক্লকম্বলে। উপবিশ্য ততোদেবি জপেদেকাগ্রমানসঃ॥ শান্ত্যর্থমাসনং শুক্লং বস্তে রক্তাসনং প্রিয়ে। অভিচারে কৃষ্ণবর্ণং

পীতবর্ণং ধনাগমে ॥ উত্তরে শান্তিজাপঞ্চ বস্ত্রে পূর্ব্বমুখোবিশেৎ। দক্ষিণে মারণং প্রোক্তং পশ্চিমে চ ধনাগমঃ ॥ গুরুধ্যানং তথা কৃত্বা স্বয়ং ব্রহ্মময়োভবেৎ। পিণ্ডে পদে তথা রূপে মুক্তাস্তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ স্বয়ং সর্ব্বময়োভূত্বা তৎপদং চাবলোকয়েৎ ॥ পরাৎ পরতরং নাস্তি সর্ব্বংগুরুনিরাময়ং ॥ তত্ত্বাবলোকনপ্রাপ্তঃ সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিতঃ। একাকী নিস্পৃহঃ শান্তঃ স্থাতব্যং তৎপ্রসাদতঃ ॥ লব্ধং বাথ ন লব্ধং বা স্বল্পং বা বহুলন্তথা। নিষ্কামৈরেব ভোক্তব্যং সদা সন্তুষ্টমানসৈঃ ॥ সর্ব্বত্র পদমিত্যাহুর্দ্দেবি সর্ব্বময়ং বিভুঃ। সদানন্দঃ সদা শান্তো রমতে যত্র কুত্রচিৎ ॥ উপদেশময়ং দেবি গুরুমার্গেণ মুক্তিদং। গুরুভক্তিস্তথা ধ্যানং সকলং তব কীর্ত্তিতং ॥ অনেন যদ্‌ভবেৎ কার্য্যাস্তদ্বদামি মহেশ্বরি। লোকাপকারকং দেবি লৌকিকন্তু ন ভাবয়েৎ ॥ মোহনং সর্ব্ব ভূতানাং বন্ধমোক্ষকরং ভবেৎ। অসাধ্যং সাধয়েৎ সর্ব্বং তথা বন্ধ্যাসুতপ্রদং ॥ অবৈধব্যকরং স্ত্রীণাং সদা সৌভাগ্যদায়কং। আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্য্যপুত্রপৌত্রবিবর্দ্ধনং ॥ অকামভক্তী বিধবা জপেন্মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ। অবৈধব্যং সকামেন লভ্যতে কন্যা-কর্ম্মণি ॥ সর্ব্বদুঃখভয়ং বিঘ্নং নাশয়েৎ স্বপ্নকারকং। সর্ব্ববাধা-প্রশমনং ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদং ॥ যং যং চিন্তয়তে কামং তং তং প্রাপ্নোতি নিশ্চিতং ॥ কামিনাঞ্চ কামধেনুঃ কল্পে তস্য চ কল্পিকঃ ॥ চিন্তামণিশ্চিন্তিতস্য সর্ব্বমঙ্গলদায়কং। লিখিত্বা পঠ্যতে যেন পাঠান্মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ ॥ কামেন জপতে যোবৈ তস্য কামফলপ্রদং। জপেত্তু শাক্তঃ শৈবশ্চ গাণপত্যশ্চ বৈষ্ণবঃ ॥ সৌরশ্চ সিদ্ধিদং দেবি সত্যং সত্যং ন সংশয়ং। অথ কাম্য-জপস্থানং কথয়ামি বরাননে। সাগরান্তে সরিত্তীরে তীর্থে

হরিহরালয়ে। শক্তিদেবালয়ে গোষ্ঠে সর্ব্বদেবালয়ে তথা। বটস্য ধাত্র্যা মূলে বা মঠে বৃন্দাবনে তথা॥ পবিত্রে নির্ম্মলে স্থানে নিত্যানুষ্ঠানতোঽপি বা। নির্ব্বেদনেন মৌনেন জপশ্চৈব সমাচরেৎ॥ শ্মশানে ভয়ভূতশ্চ জপেদেকাগ্রমানসঃ। সিদ্ধ্যন্তি পিপ্পলীমূলে চূতবৃক্ষস্য সন্নিধৌ॥ গুরুঃ পূজ্যো বরং মূর্খোমন্ত্রঃ সিদ্ধ্যতি নান্যথা। শুভাশুভানি কামানি দীক্ষা চ সিদ্ধিদায়িনী॥ সংসারমলনাশার্থং ভবেৎ পাপান্নিবর্ত্ততে। স এব চ গুরুঃ সাক্ষাৎ সদা স ধর্ম্মবিত্তমঃ॥ তস্য স্থানানি সর্ব্বাণি পবিত্রাণি ন সংশয়ঃ। স শুদ্ধঃ স পবিত্রশ্চ মোক্ষভাবেন তিষ্ঠতি॥ তত্র দেবগণাঃ সর্ব্বে ক্ষেত্রপীঠে বসন্তি চ। আসনস্থোঽশনস্থো গুরুগীতাজপেন চ। তস্য দর্শনমাত্রেণ পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥ সমুদ্রে চ তথা তোয়ং ক্ষীরে ক্ষীরং জলে জলং। ভিন্নে কুম্ভে যথাকাশং তথাত্মা পরমাত্মনি॥ যথা তথাবিধোগত্বা যত্র তত্র স্থিতোঽপি বা। তথৈব জ্ঞানজীবাত্মা পরমাত্মনি সর্ব্বদা॥ তস্য সর্ব্বপ্রযত্নেন ভাবভক্তিং করোতি যঃ। সর্ব্বং প্রযত্নং কৃত্বাতু মুক্তোভবতি পার্ব্বতি॥ ভক্তিমুক্তিপ্রদা তস্য ধর্ম্মবৃদ্ধিকরঃ পরঃ। গৃহে লক্ষ্মীস্তথা বাণী জিহ্বাগ্রে বসতে সদা॥ অনেন জ্ঞানিনঃ সর্ব্বে গুরুগীতাস্তবেন চ। সর্ব্বসিদ্ধিমবাপ্নোতি ভক্তিং মুক্তিং ন সংশয়ঃ॥ সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং ধর্ম্মসথ্যং ময়োদিতং। গুরুগীতাসমো-নাস্তি সত্যং সত্যং বরাননে॥ একদেব একধর্ম্ম একনিষ্ঠঃ পরন্তপঃ। গুরোঃ পরতরং নাস্তি তস্মাচ্চৈব গুরোঃ পদং॥ মাতা ধন্যা পিতা ধন্যঃ ধন্যং সর্ব্বকুলন্তথা। ধন্যা চ বসুধা দেবি গুরুভক্তিঃ সুদুর্ল্লভা। শরীরমিন্দ্রিয়ং পাণী অর্থস্বজনবান্ধবাঃ। পিতৃমাতৃকুলং দেবি গুরুরেব ন সংশয়ঃ॥ আকল্পজন্মনাং কোটি-

যজ্ঞব্রততপঃক্রিয়া। তস্য স্বর্গফলং দেবি গুরুসন্তোষমাত্রতঃ॥ বিদ্যাধনৈর্ব্বলেনৈব মন্দভাগ্যাস্তু যে জনাঃ। গুরুসেবাং ন কুর্ব্বন্তি সত্যং সত্যং বরাননে॥ ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাদিদেবর্ষিপিতৃকিন্নরাঃ। সিদ্ধচারণযক্ষাদ্যা যে চান্যে মুনয়োজনাঃ॥ গুরুভাবং পরং তীর্থ-মন্যতীর্থং নিরর্থকং॥ সর্ব্বতীর্থাশ্রয়োদেবি পদাঙ্গুষ্ঠে চ বর্ত্ততে॥ ইদং রহস্যং নোবাচ্যং তবাগ্রে কথিতং ময়া। সুগোপ্যঞ্চ প্রযত্নেন পরমাত্মপ্রিয়ে সতি॥ স্বামিমুখ্যগণেশাদিবৈষ্ণবাদিষু পার্ব্বতি। অভক্তে বৈষ্ণবে ধূর্ত্তে পাষণ্ডে নাস্তিকে পুনঃ। মনসাপি ন দাতব্যা গুরুগীতা কদাচন॥ গুরবোবহবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ। দুর্লভঃ স গুরুর্দ্দেবি শিষ্যসন্তাপহারকঃ॥ বক্তব্যস্তু ইদং দেবি মম প্রাণপ্রিয়ে সতি। সংসার সাগরসমুদ্ধরণৈকমন্ত্রং ব্রহ্মাদিদেবমুনিপূজিতসিদ্ধমন্ত্রং। দারিদ্র্যদুঃখভয়শোকবিনাশমন্ত্রং বন্দে মহাভয়হরং গুরুরাজমন্ত্রং॥

ইতি শ্রীরুদ্রযামলে উমামহেশ্বরসংবাদে শ্রীগুরুগীতা-
নাম পটলং সমাপ্তং॥

স্ত্রীগুরুগীতা।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ। লোকেশ কথ্যতাং নাথ গুরুগীতা ময়ি প্রভো। শ্রীভগবানুবাচ। শৃণু তারিণি বক্ষ্যামি গীতাং ব্রহ্মময়ীং পরাং। গুরুত্বং সর্ব্বশাস্ত্রাণামহমেব প্রকাশকঃ॥ ত্বমেব গুরুরূপেণ লোকানাং ত্রাণকারিণী। গয়া গঙ্গা কাশিকা চ ত্বমেব সকলং জগৎ॥ কাবেরী যমুনা রেবা করতোয়া সরস্বতী। গোমতী চন্দ্রভাগা চ ত্বমেব কুলপালিকে॥ ব্রহ্মাণ্ডং সকলং দেবি কোটি-

ব্রহ্মাণ্ডমেব চ। নহি তে বক্তুমর্হামি ক্রিয়াজালং মহেশ্বরি॥ উক্ত্বা চোক্ত্বা ভাবয়িত্বা ভিক্ষুকোঽহং নগাত্মজে। কথং ত্বং জননী ভূত্বা বধূস্ত্বং মম দেহিনাং॥ তব চক্রং মহেশানি অতীতং পরমাত্মনি। ইতি তে কথিতা গীতা গুরুদেবস্য ব্রহ্মণঃ॥ সংক্ষেপেণ মহেশানি প্রভুরেব গুরুঃ স্বয়ং। জগৎ সমস্তমাস্থায় গুরুরেকোহি কেবলং॥ ইতি তাং তোষয়িত্বা চ নতিভিঃ স্তুতিভিস্তথা। নানাবিধদ্রব্যদানৈঃ সিদ্ধঃ স্যাৎ সাধকোত্তমঃ॥ ইতি কঙ্কালমালিনীতন্ত্রে দ্বিতীয়পটলে শ্রীগুরুগীতা সমাপ্তা।

এইরূপে গুরুপূজা সমাপ্ত করিয়া ইষ্টদেবের পূজা করিবে। ইষ্টপূজা গুরুর নিকট শিক্ষা করিতে হইবে। কারণ ইষ্টপূজা দেবতা ও মন্ত্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন এবং উহার অনেক বিষয় সাধারণ ভাবে বক্তব্য ও নহে, সুতরাং এখানে লিখিত হইল না। ইষ্টপূজা সমাপনান্তে স্তব পাঠ করিতে হয়। শাক্ত শক্তির, বৈষ্ণব বিষ্ণুর এবং শৈব শিবের স্তব পাঠ করিবেন। শিবের স্তব পূর্ব্বেই (১৪৮ পৃঃ দেখ) লিখিত হইয়াছে অন্যান্য স্তব নিম্নে লিখিতেছি।—

আপদুদ্ধার-স্তব। (দেবীবিষয়ে)।

নমস্তে শরণ্যে শিবে সানুকম্পে নমস্তে জগদ্ব্যাপিকে বিশ্বরূপে। নমস্তে জগদ্বন্দ্যপদারবিন্দে নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥ নমস্তে জগচ্চিন্ত্যমানস্বরূপে নমস্তে মহাযোগিনী জ্ঞানরূপে। নমস্তে সদানন্দনন্দস্বরূপে নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥ অনাথস্য দীনস্য তৃষ্ণাতুরস্য ক্ষুধার্ত্তস্য ভীতস্য বদ্ধস্য জন্তোঃ। ত্বমেকা গতির্দ্দেবি নিস্তারকর্ত্রী-নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥ অরণ্যে

রণে দারুণে শত্রুমধ্যেঽনলে সাগরে প্রান্তরে রাজগেহে। ত্বমেকা গতির্দ্দেবি নিস্তারহেতুর্নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥ অপারে মহাদুস্তরেঽত্যন্তঘোরে বিপৎসাগরে মজ্জতাং দেহভাজাং। ত্বমেকা গতির্দ্দেবি নিস্তারনৌকা নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥ নমশ্চণ্ডিকে চণ্ডদোর্দ্দণ্ডলীলাসমুৎখণ্ডিতাখণ্ডলাশেষভীতে। ত্বমেকা গতির্ব্বিঘ্নসন্দোহহন্ত্রী নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥ ত্বমেকা জিতারাধিতা সত্যবাদিন্যমেয়া জিতা ক্রোধনা ক্রোধনিষ্ঠা। ইড়া পিঙ্গলা ত্বং সুষুম্না চ নাড়ী নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥ নমস্তে নমস্তে শিবে ভীমনাদে সরস্বত্যরুন্ধত্যমোঘস্বরূপে। বিভূতিঃ শচী কালরাত্রিঃ সতী ত্বং নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥ শরণমসি সুরাণাং সিদ্ধবিদ্যাধরাণাং মুনিদনুজনরাণাং ব্যাধিভিঃ পীড়িতানাং। নৃপতিগৃহগতানাং দস্যুভির্ব্বা বৃতানাং ত্বমসি শরণমেকা দেবি দুর্গে প্রসীদ॥ ইদং স্তোত্রং ময়া প্রোক্তমাপদুদ্ধারহেতুকং। ত্রিসন্ধ্যমেকসন্ধ্যং বা পঠনাদেব শঙ্কটাৎ। মুচ্যতে নাত্র সন্দেহোভুবি স্বর্গে রসাতলে॥ সমস্তশ্লোকমেকম্বা যঃ পঠেৎ ভক্তিতঃ সদা। স সর্ব্বদুষ্কৃতং তীর্ত্বা প্রাপ্নোতি পরমাং গতিং॥ পঠনাদস্য দেবেশি কিন্ন সিদ্ধ্যতি ভূতলে। স্তবরাজমিদং দেবি সংক্ষেপাৎ কথিতং ময়ি॥ ইতি বিশ্বসারে আপদুদ্ধারকল্পে দুর্গাস্তবরাজঃ সমাপ্তঃ॥

ভবান্যষ্টক (দেবীবিষয়ে)

ন তাতোন মাতা ন বন্ধুর্ন দাতা ন পুত্রোন পুত্রী ন ভৃত্যোঃ ন ভর্ত্তা। ন জায়া ন বিদ্যা ন বৃত্তির্মমৈব গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী॥ ভবাব্ধাবপারে মহাদুঃখভীরৌ পপাত প্রকামী

প্রলোভী প্রমত্তঃ। কুমার্গরজ্জুপ্রবদ্ধঃ সদাহং গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী॥ ন জানামি দানং ন চ ধ্যানযোগং ন জানামি তন্ত্রং ন চ স্তোত্রমন্ত্রং। ন জানামি পূজাং ন চ ন্যাসযোগং গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী॥ ন জানামি পুণ্যং ন জানামি তীর্থং ন জানামি মুক্তিং লয়ং বা কদাচিৎ। ন জানামি ভক্তিং ব্রতং বাপি মাতর্গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী॥ কুকর্ম্মী কুসঙ্গী কুবুদ্ধিঃ কুদাসঃ কুলাচারহীনঃ কদাচারলীনঃ। কুদৃষ্টিঃ কুবাক্যপ্রবদ্ধঃ সদাহং গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী॥ প্রজেশং রমেশং মহেশং সুরেশং দিনেশং নিশিথেশ্বরং বা কদাচিৎ। ন জানামি চান্যং সদাহং শরণ্যে গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী॥ বিবাদে বিষাদে প্রমাদে প্রবাসে জলে চানলে পর্ব্বতে শত্রুমধ্যে। অরণ্যে শরণ্যে সদা মাং প্রপাহি গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী॥ অনাথোদরিদ্রোজরারোগযুক্তোমহাক্ষীণদীনঃ সদা জাড্যবক্ত্রঃ। বিপত্তিং প্রবিষ্টঃ প্রবুদ্ধঃ সদাহং গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী॥ ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যকৃতং ভবান্যষ্টকং সমাপ্তং॥

বিষ্ণু-স্তোত্র।

আদায় বেদাঃ সকলাঃ সমুদ্রান্নিহত্য শঙ্খং রিপুমত্যুদগ্রং। দত্তাঃ পুরা যেন পিতামহায় বিষ্ণুং তমাদিং ভজ মৎস্যরূপং॥ ১॥ দিব্যামৃতার্থং মথিতে মহাব্ধৌ দেবাসুরৈর্ব্বাসুকিমন্দরাদ্যৈঃ। ভূমের্ম্মহাবেগবিঘূর্ণিতায়াস্তং কূর্ম্মমাধারগতং স্মরামি॥ ২॥ সমুদ্রকাঞ্চীসরিদুত্তরীয়া বসুন্ধরা মেরুকিরীটভারা। দত্তাগ্রতোযেন সমুদ্ধৃতা ভূস্তমাদিলোকং শরণং প্রপদ্যে॥ ৩॥ ভক্তার্ত্তিভঙ্গক্ষময়া ধিয়া যঃ স্তম্ভান্তরালাদুদিতোনৃসিংহঃ। রিপুং সুরাণাং

নিশিতৈর্নখাগ্রৈর্ব্বিদারয়ন্তং ন চ বিস্ময়ামি ॥ ৪ ॥ চতুঃ সমুদ্রাভরণা ধরিত্রী ন্যাসায় নালং চরণস্য যস্য। একস্য নান্যস্য পদং সুরাণাং ত্রিবিক্রমং সর্ব্বগতং নমামি ॥ ৫ ॥ ত্রিসপ্তবারং নৃপতিং নিহত্য যস্তর্পণং রক্তময়ং পিতৃভ্যঃ। চকার দোর্দ্দণ্ডবলেন সম্যক্ তমাদি-শূরং প্রণমামি বিষ্ণুং ॥ ৬ ॥ কুলে রঘূণাং সমবাপ্য জন্ম বিধায় সেতুং জলধের্জ্জলান্তঃ। লঙ্কেশ্বরং যঃ সমরাঙ্গনায় সীতাপতিং তং প্রণমামি ভক্ত্যা ॥ ৭ ॥ হলেন সর্ব্বান্ নৃপতীন্ নিহত্য চকার চূর্ণং মূষলপ্রহারৈঃ। যঃ কৃষ্ণমাসাদ্য বলং বলীয়ান্ ভক্ত্যা ভজে তং বলভদ্ররামং ॥ ৮। পুরা সুরাণামসুরান্ বিজেতুং সম্ভাবয়ংশ্চীবর-চিহ্নবেশং। চকার যঃ শাস্ত্রমমোঘকল্পং তং মূলভূতং প্রণতোঽস্মি বুদ্ধং ॥ ৯ ॥ কল্পাবসানে নিখিলৈঃ খুরাগ্রৈঃ সন্ত্রট্টয়ামাস নিমেষ-মাত্রাৎ। যস্তেজসা নির্দ্দহতাভিভীমোবিশ্বাত্মকং তং তুরগং ভজামঃ ॥ ১০ ॥ শঙ্খং সুচক্রং সুগদাং সরোজং দোর্ভির্দ্দধানং গরু-ড়াধিরূঢ়ং। শ্রীবৎসচিহ্নং জগদাদিমূলং তমালনীলং হৃদি বিষ্ণুমীড়ে ॥ ১১ ॥ ক্ষীরাম্বুধৌ শেষবিশেষতল্পে শয়ানমন্তঃ স্মিতশোভিবক্ত্রং। উৎফুল্লনেত্রাম্বুজমম্বুদাভমাদ্যং শ্রুতীনামসকৃৎ স্মরামি ॥ ১২ ॥ শ্রীণ-য়েদনয়া স্তুত্যা জগন্নাথং জগন্ময়ং। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামাপ্তয়ে পুরুষোত্তমং ॥ ১৩ ॥ ইতি তন্ত্রসারোক্তবিষ্ণুস্তবঃ সমাপ্তঃ ॥

এই প্রকারে সকলবর্ণই শিব, গুরু ও ইষ্টপূজা প্রত্যহ করি-বেন এবং ব্রাহ্মণগণ অতঃপরঃ নিম্নলিখিতরূপে নারায়ণ পূজা করিবেন। ইহাতে শূদ্র ও স্ত্রীলোকের অধিকার নাই। এই সমস্ত পূজাই প্রথম যামার্দ্ধেও করিতে পারা যায়।

নারায়ণ-পূজা।

নারায়ণপূজায় বৈষ্ণব তিলক (৩৯ পৃঃ দেখ) ও সংস্কৃত তুলসী-

মালা (১) ধারণ করিবে। তৎপর "ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ। স ভূমিং সর্ব্বতঃ স্পৃষ্ট্বা অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলং॥" এই মন্ত্র পড়িয়া নারায়ণকে স্নান করাইবে। পরে সূর্য্যার্ঘ্য, স্বস্তিবাচন, সামান্যার্ঘ্য, আসনশুদ্ধি এবং গণেশাদিপূজা করিয়া (পার্থিব শিবপূজা-পদ্ধতি দেখ) পরে "নাং, নীং, নূং, নৈং, নৌং, নঃ" এই মন্ত্রদ্বারা অঙ্গন্যাস ও করন্যাস (প্রণালী ৬, ৭ পৃঃ দেখ) করিবে, তৎপর গুরুপংক্তি নমস্কার (৭ পৃঃ দেখ) করিয়া কূর্ম্মমুদ্রা (১৩৭ পৃঃ দেখ) দ্বারা একটি পুষ্প লইয়া নিম্নলিখিত ধ্যান করিবে।

নারায়ণ ধ্যান,—"ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী নারায়ণঃ সরসিজাসনসন্নিবিষ্টঃ। কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরীটী হারী হিরণ্ময়বপুর্ধৃতশঙ্খচক্রঃ"॥ এইরূপ ধ্যান করিয়া নিজ মস্তকে পুষ্পটী দিয়া মানসপূজা (৫ পৃঃ দেখ) করিয়া পরে বিশেষার্ঘ্য স্থাপন (১৩৯ পৃঃ দেখ) করিয়া পুনর্ব্বার ধ্যান করতঃ পুষ্পটী শালগ্রামশিলায় দিবে। অনন্তর দশ বা যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবে। নারায়ণকে সমস্ত দ্রব্যই "ওঁ নমোনারায়ণায় নমঃ" বলিয়া দিবে। পুষ্প পর্য্যন্ত অর্পণ করিয়া পরে নিম্ন লিখিত মন্ত্র পড়িয়া তুলসীতে শ্বেতচন্দন মাখিয়া নারায়ণের উপরে দিবে।

তুলসীদানের মন্ত্র,—"এতৎ সচন্দনতুলসীপত্রং ওঁ নমস্তে

(১) তুলসীমালার সংস্কার,—পঞ্চগব্য (দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, গোময় এবং গোমূত্র) দ্বারা মালাগুলি ধৌত করিয়া তাহার উপরে মূলমন্ত্র ও গায়ত্রী ৮ বার জপ করিয়া বিষ্ণুকে নিবেদন করিয়া ধারণ করিবে।

ব্রহ্মরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ" এই বলিয়া দিবে। এইরূপে ১০, ১০৮ বা যত ইচ্ছা তুলসীপত্র দিতে পারে।

এইরূপে পূজা করিয়া পরে "ওঁ নমোনারায়ণায়" এই মূল মন্ত্র ১০ বা ১০৮ বার জপ করিয়া জপবিসর্জ্জন (৮ পৃঃ দেখ) করিয়া নিম্নস্থ মন্ত্র পড়িয়া প্রণাম করিবে।

নারায়ণ-প্রণাম মন্ত্র,—ওঁ পাপোঽহং পাপকর্ম্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ। ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষঃ সর্ব্বপাপহরোভব" ॥ অনন্তর স্তব পাঠ করিবে।

নারায়ণ-স্তব।

ওঁ ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যং। ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপালভবাব্ধিপোতং বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দং॥ ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজসুরেপ্সিতরাজ্য লক্ষ্মীং ধর্ম্মিষ্ঠ আর্য্যবচসা যদগাদরণ্যং। মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবৎ বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দং॥

বিষ্ণুর-নামাষ্টক।

ওঁ অচ্যুতং কেশবং বিষ্ণুং হরিং সত্যং জনার্দ্দনং। হংসং নারায়ণঞ্চৈব এতন্নামাষ্টকং শুভং॥ ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্নিত্যং পাপং তস্য ন বিদ্যতে। শত্রুসৈন্যং ক্ষয়ং যাতি দুঃস্বপ্নঃ সুখদোভবেৎ॥ গঙ্গায়াং মরণঞ্চৈব দৃঢ়া ভক্তিশ্চ কেশবে। ব্রহ্মবিদ্যা-প্রবোধশ্চ তস্মান্নিত্যং পঠেন্নরঃ॥ ইতি ব্রহ্মপুরাণে শ্রীবিষ্ণোর্নামাষ্টকং সমাপ্তং॥

পঞ্চমযামার্দ্ধ-কৃত্য।

দেবযজ্ঞ।

শিবপূজাদি সমাপ্ত করিয়া পঞ্চমযামার্দ্ধে বৈশ্বদেব-হোম করিতে হইবে। প্রথমতঃ নিজ বেদোক্ত পদ্ধতি অনুসারে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ (১) করিয়া পূর্ব্বমুখে দক্ষিণ জানু (হাঁটু) পাতিত করিয়া উপবেশনানন্তর স্ব স্ব বেদোক্ত বিধান অনুসারে অগ্নিস্থাপন করিয়া অথবা কোন পাত্রস্থিত জলে দেবতীর্থ (অঙ্গুলির অগ্রভাগ) দ্বারা সঘৃত অন্ন বা সঘৃত আমান্ন অথবা কেবল মাত্র জল বা ফলদ্বারা হোম করিবে। যথা,।—"ওঁ ভূঃ স্বাহা, ওঁ ভুবঃ স্বাহা, ওঁ স্বঃ স্বাহা, ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা, ওঁ দেবকৃতস্যৈনসোঽবযজনমসি স্বাহা, ওঁ পিতৃকৃতস্যৈনসোঽবযজনমসি স্বাহা, ওঁ মনুষ্যকৃতস্যৈনসোঽবযজনমসি স্বাহা, ওঁ আত্মকৃতস্যৈনসোঽবযজনমসি স্বাহা, ওঁ যদ্দিবা চ নক্তঞ্চৈনশ্চ কৃতমস্যাবযজনমসি স্বাহা; ওঁ যদ্বিদ্বাংশ্চাবিদ্বাং শ্চৈনশ্চ কৃতমস্যাবযজনমসি স্বাহা, ওঁ এনস এনসোঽবযজনমসি স্বাহা"। এই প্রত্যেক মন্ত্র দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ হোম করিবে।

ভূতযজ্ঞ বা ভূতবলি।

বৈশ্বদেব-হোমের পর অবশিষ্ট দ্রব্যের দ্বারা মৃত্তিকাতে ভূতবলি দিবে। প্রত্যেক বার পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমদিকে জল

(১) আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ পদ্ধতি বিস্তৃত বলিয়া এখানে লিখিত হইল না। যাঁহারা বৈশ্বদেব করিতে প্রোৎসাহী, তাঁহারা শ্রাদ্ধকাণ্ড দেখিয়া ইহা শিক্ষা করিয়া লইবেন। পিতা বর্ত্তমানে বৈশ্বদেব-হোম নিষিদ্ধ।

সিঞ্চন করিয়া একটী রেখা করিবে। তাহার উপরে মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক বলি (অন্নাদি) দিবে এবং বলির উপর জল দিবে।

মন্ত্র ও প্রণালী যথা,—"ওঁবিশ্বেভ্যোদেবেভ্যোনমঃ" এই বলিয়া রেখার উপরে বলি অর্পণ করিয়া পুনরপি ঐ মন্ত্র পড়িয়া দ্রব্যোপরি জল দিবে। তৎপর পূর্ব্বরেখার উত্তরে পূর্ব্ববৎ রেখা করিয়া "ওঁ সর্ব্বেভ্যোভূতেভ্যোনমঃ" বলিয়া বলি দানানন্তর এই বলিয়া তদুপরি জল দিবে। দক্ষিণাস্য হইয়া বামজানু পাতিত ও উত্তরীয় দক্ষিণস্কন্ধে রাখিয়া ঐ রূপ রেখা করিয়া পিতৃতীর্থ (তর্জ্জনীর মূলভাগ) দ্বারা "ওঁ পিতৃভ্যঃ স্বধা" বলিয়া বলিদান করিয়া ঐরূপ জল দিবে। তদুত্তরে রেখা করিয়া দক্ষিণজানু পাতিত ও উত্তরীয় বামস্কন্ধে স্থাপিত করিয়া "ওঁ যক্ষন্ নমস্তেঽস্তু মা মা হিংসীঃ" এই মন্ত্র পড়িয়া দ্রব্য দিয়া "ওঁ যক্ষ্মণে নমঃ" এই মন্ত্র উচ্চারণ করতঃ জল দিবে।

কাম্য-বলি।

অনন্তর যক্ষ-বলির পশ্চিমে জলদ্বারা উত্তরাগ্ররেখা করিয়া এই মন্ত্র পড়িয়া বলিস্থাপন করিবে। মন্ত্র যথা,—

ওঁ দেবা মনুষ্যাঃ পশবোবয়াংসি
সিদ্ধাঃ সযক্ষোরগদৈত্যসঙ্ঘাঃ।
প্রেতাঃ পিশাচাস্তরবঃ সমস্তা
যে চান্নমিচ্ছন্তি ময়া প্রদত্তং॥
পিপীলিকাকীটপতঙ্গকাদ্যা
বুভুক্ষিতাঃ কর্ম্মনিবদ্ধবদ্ধাঃ।
প্রয়ান্তু তে তৃপ্তিমিদং ময়ান্নং
তেভ্যোবিসৃষ্টং সুখিনোভবন্তু॥

যেষাং ন মাতা ন পিতা ন বন্ধুঃ
নৈবান্নসিদ্ধির্ন তথান্নমস্তি।
তত্তৃপ্তয়েঽন্নং ভুবি দত্তমেতৎ
প্রয়াস্তু তৃপ্তিং মুদিতা ভবন্তু॥
ভূতানি সর্ব্বাণি তথান্নমেতৎ
অহঞ্চ বিষ্ণুর্ন যতোঽন্যদস্তি।
তস্মাদহং ভূতনিকায়ভূত-
মন্নং প্রযচ্ছামি ভবায় তেষাং॥
চতুর্দ্দশোভূতগণোয এব
যত্র স্থিতা যেঽখিলভূতসঙ্ঘাঃ।
তৃপ্ত্যর্থমন্নং হি ময়া বিসৃষ্টং
তেষামিদং তে মুদিতা ভবন্তু॥

এই বলিয়া বলি দান করতঃ "ওঁ দেবাদিভ্যোনমঃ" বলিয়া তদুপরি জল দান ও ভূমিতে জল সিঞ্চন করিবে। পরে "চণ্ডালপতিতপাপরোগিভ্যোনমঃ" "ধর্ম্মরাজচিত্রগুপ্তাভ্যাং নমঃ" "বায়সেভ্যোনমঃ" এই বলিয়া প্রত্যেক বার ভূমিতে জল দিবে।

অনন্তর "ঐন্দ্রবারুণবায়ব্যাঃ সৌম্যা বৈ নৈর্ঋতাস্তথা।
বায়সাঃ প্রতিগৃহ্নন্তু ভূমৌ পিণ্ডং ময়ার্পিতং॥

বায়সেভ্যোনমঃ" এই বলিয়া দ্রব্য দিবে। পরে,—"শ্বভ্যাং নমঃ—শ্বানৌ দ্বৌ শ্যাবশবলৌ বৈবস্বতকুলোদ্ভবৌ। তাভ্যাং পিণ্ডং প্রযচ্ছামি স্যাতামেতাবহিংসকৌ" এই বলিয়া বলি প্রদান করিবে।

নৃযজ্ঞ বা অতিথি-পূজা।

অতিথি পূজা না করিয়া আহার করিতে নাই, যদি অতিথি

উপস্থিত না হয়, তবে মুহূর্ত্তের (দুই দণ্ডের) আট ভাগের এক ভাগ সময় অতিথি প্রতীক্ষায় দ্বারে বসিয়া থাকিবে। যদি এই কালের মধ্যে অতিথি উপস্থিত না হয়, তবে আহার করিবে। শত্রু, মিত্র, মূর্খ, পণ্ডিত, ব্রাহ্মণ বা চাণ্ডাল যেই অতিথিভাবে উপস্থিত হউন না কেন, তাঁহাকে দেবতা জ্ঞানে সেবা করিবে। আহার না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার নাম, গোত্র বা দেশ জিজ্ঞাসা করিতে নাই। বলিকার্য্যের পূর্ব্বে কোন ভিক্ষুক (১) আসিলে যথাশক্তি তাহাকে ভিক্ষা দিবে। ভিক্ষু বা অতিথি উপস্থিত না হইলে, ভিক্ষু বা অতিথির অংশ গোরুকে ভোজন করাইবে বা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। যে অতিথি "আমি ব্রাহ্মণ, সদ্বংশজাত" ইত্যাদি পরিচয় দিয়া ভোজনের লোভে অতিথি হন, তাঁহার সে ভোজন ভক্ষার সদৃশ।

গোগ্রাস।

অনন্তর একগ্রাস ঘাস বা অন্য দ্রব্য লইয়া মন্ত্র পড়িয়া গোরুকে অর্পণ করিবে। মন্ত্র যথা,—

সৌরভেয্যঃ সর্ব্বহিতাঃ পবিত্রাঃ পুণ্যরাশয়ঃ।
প্রতিগৃহ্ণন্তু মে গ্রাসং গাবস্ত্রৈলোক্যমাতরঃ॥

অনন্তর এই মন্ত্রে প্রণাম করিবে। মন্ত্র যথা ;—

পঞ্চভূতে শিবে পুণ্যে পবিত্রে সূর্য্যসম্ভবে।
প্রতীচ্ছেমং ময়া দত্তং সৌরভেয়ি। নমোঽস্তু তে॥
নমোগোভ্যঃ শ্রীমতীভ্যঃ সৌরভেয়ীভ্য এব চ।
নমোব্রহ্মসুতাভ্যশ্চ পবিত্রাভ্যোনমোনমঃ॥

---

(১) ব্রহ্মচারী যতি, বিদ্যার্থী, গুরুপোষক, পথিক এবং ক্ষীণবৃত্তি ব্যক্তিকে ভিক্ষুক বলে।

ভোজন-নিয়ম।

প্রতিবাসিনী দরিদ্রা, গর্ভিণী ও প্রতিবাসী বৃদ্ধ বা বালক অভুক্ত থাকিলে, অগ্রে তাহাদিগকে আহার না করাইয়া আহার করিতে নাই। অসুস্থ, কুপথ্য, কেশাদিযুক্ত, দেবতাউদ্দেশ্যে অনিবেদিত বস্তু আহার করিতে নাই। কিছু অবশিষ্ট রাখিয়া আহার করিবে। কিন্তু মধু, জল, অন্ন, দধি, ঘৃত, শাক, পায়স এবং শক্তুর (ছাতুর) অবশেষ রাখিবে না। যদি ভোজন করিতে অসমর্থ হয়, তবে এই সমস্ত দ্রব্যের অবশিষ্ট কাহাকেও দিবে না। দিবাতে এক প্রহরের মধ্যে ও তিন প্রহরের পর আহার করিতে নাই। আড়াই প্রহরই (পঞ্চম যামার্দ্ধই) অর্থাৎ ১২ টার পর দেড়টার মধ্যই আহারের মুখ্যকাল, এবং রাত্রিতে এক প্রহরের পর দেড় প্রহরেই মধ্যে আহার করিবে। হস্ত পদ ধৌত করিয়া মৌনী হইয়া আহার করিবে। ঐ সময় হুঙ্কার পর্য্যন্তও করিতে নাই। উচ্ছিষ্ট ভোজন বা উচ্ছিষ্ট বস্তু কাহাকেও দান করিবে না। অন্যের সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে ভোজন করা নিষিদ্ধ, যদি এক পঙ্‌ক্তিতে বসিতে হয়, তবে জল, ভস্ম বা স্তম্ভাদিদ্বারা মধ্যে রেখা দিয়া ব্যবধান করিয়া লইবে। পঙ্‌ক্তিস্থ লোকের আহার শেষ না হইলে গণ্ডূষ করিতে নাই। দিবা বা রাত্রিতে দুই বার অন্ন (অর্থাৎ সিদ্ধ করা ধান্য,গম ও যব প্রভৃতি শস্য) আহার করিতে নাই। লৌহ ও সীসা নির্ম্মিতপাত্র, ভগ্ন কাঁসার পাত্র, তাম্রপাত্র, মলিনপাত্র, পদ্ম ও পলাশপত্র এবং পত্রের পৃষ্ঠদেশে আহার করিতে নাই। বিধবা, যতিও ব্রহ্মচারীর পক্ষে কাঁসার পাত্র একবারেই নিষিদ্ধ। নিতান্ত নীচভাবে বসিয়া এবং হস্তদ্বারা

না উঠাইয়া গোরুর মত কেবল মুখ দিয়া আহার করিতে নাই। বালবৎসা ও মৃতবৎসা গাভীর দুগ্ধ ও উদ্ধৃতসার দুগ্ধ পান ও ঘৃতহীন ভোজন করিবে না। ঘৃতপক্ক মৎস্য, ঘৃতহীন দাইল, তৈলপক্ক গোধুম এবং তৈলহীন মৎস্য খাইতে নাই। ঘৃতশূন্য অন্নে প্রাণাদি আহুতি দিয়া তাহাতে পশ্চাৎ ঘৃত দিতে নাই। পাদুকা পায় দিয়া আহার করিতে নাই। অনাবৃত অন্ন, ভুক্তান্ন (অন্যের আহারাবশেষ) রন্ধনশালা বা ভাণ্ডার গৃহস্থিত অন্ন, রাজান্ন, নগরাধ্যক্ষের অন্ন, শ্রাদ্ধ ও পঞ্চযজ্ঞ বিহীন ব্যক্তির অন্ন, রজস্বলাস্পৃষ্ট অন্ন, ক্রীতান্ন, (হোটেলের অন্ন) সূতিকান্ন (সূতিকাগৃহে স্ত্রীলোকের জন্য পক্কান্ন) ঘুষ্টান্ন (কে অভুক্ত আছ, আহার কর, এই রূপ উচ্চ শব্দ করিয়া বা ঢেড়া দিয়া যে অন্ন দান করে) অশৌচান্ন, অবজ্ঞা বা কুবাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক প্রদত্ত অন্ন, অবিবার (পতি পুত্রবিহীনা স্ত্রীর) অন্ন, শত্রু, পতিত ও শূদ্রের অন্ন, ক্রূর মত্ত, ক্রুদ্ধ, ও আতুরদিগের অন্ন, পাদস্পৃষ্ট অন্ন, বিড়াল, কাক, কুক্কুর, গোজাতি প্রভৃতির স্পৃষ্টান্ন, পুনঃ পক্ক ও পর্য্যুষিত (বাসী) অন্ন খাইতে নাই। শূদ্র কর্ত্তৃক আহুত হইয়া এবং পাণিতল বা প্রসৃত অঙ্গুলীতনদ্বারা অন্ন খাইবে না। জলপান-কালীন মুখ হইতে জল অন্নপাত্রে পড়িলে সেই অন্ন খাইবে না। পিতা মাতা বর্ত্তমান থাকিলে দক্ষিণমুখ হইয়া এবং পুত্র বর্ত্তমানে উত্তরমুখ হইয়া আহার করিতে নাই। হীরক ভিন্ন অন্য কোন রত্নাঙ্গুরীয়ক হস্তে দিয়া ভোজন করিবে। চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা; পূর্ণিমা, সংক্রান্তি, রবিবার, ব্রত ও শ্রাদ্ধের পূর্ব্বদিন, মৃতাশৌচ, কার্ত্তিকমাস, বিশেষতঃ বকপঞ্চকে (কার্ত্তিকী একাদশী

হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত) মৎস্য, মাংস ভক্ষণ করিবে না। দেবতা ও পিতৃলোকের তৃপ্তি উদ্দেশ্য ব্যতীত নিজ তৃপ্তির জন্য মৎস্য মাংস আহরণ করিয়া খাইবে না। স্ত্রীলোকের মাংস ভক্ষণ নিষেধ, কিন্তু তন্ত্রমতে নিবেদিত মাংস ভক্ষণ করিতে দোষ নাই।

প্রতিপদে কুষ্মাণ্ড, দ্বিতীয়ায় বৃহতী, তৃতীয়ায় পটোল, চতুর্থীতে মূলা, পঞ্চমীতে শ্রীফল, ষষ্ঠীতে নিম্ব, সপ্তমীতে তাল, অষ্টমীতে নারিকেল, নবমীতে অলাবু, দশমীতে কলম্বী, একাদশীতে শিম, দ্বাদশীতে পূতিকা, ত্রয়োদশীতে বার্ত্তাকু, এবং চতুর্দ্দশীতে মাষকলাই ভক্ষণ নিষেধ।

শ্বেতবর্ণ তাল, বার্ত্তাকী, কলম্বী, বর্ত্তুল অলাবু, কুন্দসদৃস বার্ত্তাকী ও কুসুম্ভ ভক্ষণ নিষেধ।

লশুন, গৃঞ্জন, পলাণ্ডু, করক (ছত্রাক) এবং অপবিত্রস্থানজাতফল দ্বিজাতির অভক্ষ্য।

জলপান-নিয়ম।

এক হস্ত দ্বারা জলপান করিবে না ও জলপাত্র বামদিকে রাখিবে না। যদি বামভাগে রাখে তবে ডানদিকে একবার রাখিয়া জল পান করিবে। পীতশেষ জল পান করিবে না।

ভোজন।

কোন বস্তুই দেবতাকে নিবেদন না করিয়া ভোজন করিবে না। যাঁহারা দীক্ষিত, তাঁহারা সমস্ত দ্রব্যই নিজের ইষ্টদেবকে নিবেদন করিয়া ভোজন করিবেন। উপনীত অথচ অদীক্ষিত ব্যক্তি বিষ্ণুকে নিবেদন করিয়া দিয়া ভোজন করিবেন। শূদ্র ও

স্ত্রীলোকের বিধিপূর্ব্বক নিবেদন করিতে হয় না, তাঁহারা মনে মনে-দেবতাকে অর্পণ করিয়া দেবতার প্রসাদ জ্ঞানে ভোজন করিবেন। অনেকগুলি দ্রব্য প্রথম শোধন করিয়া পরে নিবেদন করিতে হয়। শোধনপ্রণালী নিম্নে লিখিতেছি।

মৎস্যশোধন-মন্ত্র,—"ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টি-বর্দ্ধনং। উর্ব্বারুকমিব বন্ধনাৎ মৃত্যোর্ম্মুক্ষীয় মামৃতাৎ" এই বলিয়া পক্বমৎস্যের উপরে জলের অভ্যুক্ষণ দিবে।

মাংসশোধন মন্ত্র,—"ওঁ এতদ্বিষ্ণুঃ স্তবতে বীর্য্যেণ মৃগোন ভীম কুচরোগরিষ্ঠা যস্যোরুষু ত্রিষু বিক্রমে ধিয়স্তি ভুবনানি বিশ্বাঃ" ॥ এই বলিয়া মাংসের উপরে জলাভ্যুক্ষণ দিবে।

মুদ্রাশোধন-মন্ত্র,—"ওঁ তদ্বিষ্ণুঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সুরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততং॥ ওঁ তদ্বিপ্রাসোবিপণ্যবোজাগৃ-বাংসঃ সমিন্ধতে। বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদং" ॥ এই বলিয়া মুদ্রার উপরে জলাভ্যুক্ষণ দিবে। লুচি, রুটি এবং ভ্রষ্ট (ভাজা) দ্রব্যকে মুদ্রা বলে। এইরূপে দ্রব্য শোধন করিয়া পরে অন্নাদি সমস্ত নিবেদন করিবে।

অন্নাদিনিবেদন ও ভোজন-প্রণালী।

"সুপ্রোক্ষিতমস্তু" এই বলিয়া অন্নাদির উপরে জলের অভ্যু-ক্ষণ দিয়া "হুঁ" এই বলিয়া অবগুণ্ঠন মুদ্রাদ্বারা (১৪০ পৃঃ দেখ) অবগুণ্ঠন করতঃ অন্নাদির উপরে ধেনুমুদ্রা (১৩১ পৃঃ দেখ) প্রদর্শন করাইয়া মৎস্য মুদ্রা (১৪০ পৃঃ দেখ) দ্বারা আচ্ছাদন করতঃ মূলমন্ত্র অন্নের উপরে দশবার জপ করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণ করতঃ "এতৎ সম্বৃতোপকরণমন্নং" "অমুকদেবতায়ৈ নমঃ" এই বলিয়া নিবেদন করিবে। তৎপরে,—

"ওঁ তেজোসি সহোসি বলমসি ভ্রাজোসি দেবানাং ধামনামাসি। বিশ্বমসি বিশ্বায়ুঃ সর্ব্বমসি সর্ব্বায়ুরভিভূঃ।"

এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক অন্নকে প্রণাম করিবে, পরে "ভুবঃ পতয়ে স্বাহা," ভুবনপতয়ে স্বাহা, ভূতানাং পতয়ে স্বাহা, স্বঃ পতয়ে স্বাহা, এই সমস্ত মন্ত্র পড়িয়া ভূমিতে তিনবার বলি (কিঞ্চিৎ অন্ন) স্থাপন করিয়া পরে "নাগায় স্বাহা, কূর্ম্মায় স্বাহা, ক্রকরায় স্বাহা, দেবদত্তায় স্বাহা, ধনঞ্জয়ায় স্বাহা" এই মন্ত্র পাঠ করতঃ বাহ্য পঞ্চবায়ুকে পাঁচটি বলি প্রদান করিয়া "পরে অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা," এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক গণ্ডূষ করিয়া (১) "প্রাণায় স্বাহা, অপানায় স্বাহা, সমানায় স্বাহা, উদানায় স্বাহা ব্যানায় স্বাহা, এই মন্ত্র বলিয়া অন্তঃস্থ পঞ্চবায়ুকে প্রাণাদি মুদ্রার (ক) দ্বারা একবার করিয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অন্ন পাঁচবার আহুতি (মুখে) দিয়া নির্জ্জনে উপবেশন পূর্ব্বক আহার করিবে। (১)

---

(১) তন্ত্রমতে—ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতং।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্ম কর্ম্মসমাধিনা॥
এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক গণ্ডূষ করার বিধি আছে।

প্রাণাদি মুদ্রা। (ক)

প্রাণ—তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠ যোগ।
অপান—মধ্যমা, অনামা ও অঙ্গুষ্ঠ যোগ।
সমান—সমস্ত অঙ্গুলী যোগ।
উদান—কনিষ্ঠা, অনামা, মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠ যোগ।
ব্যান—কনিষ্ঠা, অনামা ও অঙ্গুষ্ঠ যোগ।

(১) অনুপনীত, শূদ্র এবং স্ত্রীলোকের এই সমস্ত অনুষ্ঠান নাই।

গণ্ডূষ বা পাত্র পরিত্যাগ।

আহার সমাপ্ত হইলে, হস্ততলে জল লইয়া "অমৃতাপিধানমসি স্বাহা" মন্ত্র পড়িয়া অর্দ্ধেক জল পান করিয়া অর্দ্ধেক ভূমিতে স্থাপন পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ উচ্ছিষ্ট অন্ন ও জল লইয়া "উচ্ছিষ্টভাগধেয়েভ্যোনমঃ (২) বলিয়া ভূমিতে স্থাপন করিবে।

ভোজনান্তে আচমন।

অনন্তর জল ও মৃত্তিকাদ্বারা হস্ত প্রক্ষালন করিয়া আচমন ও দন্তলগ্ন দ্রব্য বাহির করিবে। এমন ভাবে বাহির করিবে, যেন রক্তপাত ও ক্ষত না হয়। নখদ্বারা বাহির করা নিষেধ। অনন্তর পাদ ধৌত করিয়া উপবেশন পূর্ব্বক আচমন (১৮ পৃঃ দেখ) করিয়া দক্ষিণপাদের অঙ্গুষ্ঠে নিম্নলিখিত মন্ত্র পড়িয়া জল দিবে। (৩)

"অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ অঙ্গুষ্ঠঞ্চ সমাশ্রিতঃ।
ঈশঃ সর্ব্বস্ত জগতঃ প্রভুঃ প্রীণাতু বিশ্বভুক্॥

অনন্তর এই মন্ত্র পড়িয়া উদরে হস্ত বুলাইবে। যথা,—

অগ্নিরাপ্যায়তাং ধাতুং পার্থিবং পবনেরিতঃ। দত্তাবকাশোনভসা জরয়ত্বস্ত মে সুখং॥ প্রাণাপানসমানানামুদান-

(২) রৌরবে পুণ্যনিলয়ে পদ্মার্ব্বুদনিবাসিনাং।
প্রার্থিনাং সর্ব্বভূতানামক্ষয্যমুপতিষ্ঠতাং॥
এই মন্ত্র পড়িয়া ও দিবার বিধি আছে।

(৩) যতক্ষণ উচ্ছিষ্টপাত্র স্থানান্তরিত এবং উচ্ছিষ্টস্থান পরিষ্কার না হয়, তাবৎ অশুচি থাকিতে হয়, অতএব আহারান্তেই সেই স্থান পরিষ্কার করা কর্ত্তব্য।

ব্যানয়োস্তথা। অন্নং পুষ্টিকরং চাস্ত। মমাস্ত্বব্যাহতং সুখং॥ অগস্ত্যবহ্নির্ব্বড়বানলশ্চ ভুক্তং মন্নান্নং জরয়ত্বশেষং। সুখং মমৈতৎ পরিণামসম্ভবং যচ্ছন্তরোগং মম চাস্ত দেহে॥

অথবা নিম্নলিখিত মন্ত্র পড়িবে,—

যথা সমস্তেন্দ্রিয়দেহিদেহে প্রধানভূতোভগবান্ যথৈকঃ। সত্যেন তেনান্নমশেষমেতদারোগ্যদং মে পরিণামমেতু॥ বীর্য্যবত্তা যথৈবান্নং পরিণামমবৈতি বৈ। সত্যেন তেন যদ্‌ভুক্তং জীর্য্য ত্বন্নমিদং তথা॥

এইরূপে ভোজন কার্য্য সমাপ্ত করিয়া তাম্বূল ভক্ষণ করিবে।

তাম্বূল-ভক্ষণ।

পর্ণের মূল, অগ্র, বোঁটা বা জীর্ণপর্ণ ভক্ষণ করিবে না। তাম্বূল ভক্ষণের পূর্ব্বে একবার আচমন করিয়া পরে তাম্বূল ভক্ষণ করিবে।

দ্রব্য-শুদ্ধি।

স্বর্ণ, রৌপ্য, কাংস্য, লৌহ, তাম্র, পিত্তল, সীসক, রঙ্গ, প্রস্তর, শঙ্খ, শুক্তি, ও রত্ননির্ম্মিত পাত্র অন্ন বা অন্য কোন উচ্ছিষ্ট দ্রব্যে লিপ্ত হইলে ক্ষার, অম্ল, ও জলদ্বারা বা কেবল জলদ্বারা ধৌত করিলে শুদ্ধ হয়। কোন দ্রব্য সূতিকা, রজস্বলা স্ত্রী, ও শব স্পৃষ্ট বা মলমূত্র দ্বারা স্পৃষ্ট হইলে অগ্নিতে তপ্ত করিলে শুদ্ধ হয়। কাংস্য-পাত্র পাদধৌতাবশিষ্টজল বা গণ্ডূষজলের দ্বারা স্পৃষ্ট বা গোজাতি কর্ত্তৃক আঘ্রাত হইলে দশদিন পর্য্যন্ত

ব্যবহার করিবে না। সুতরাং কাংস্য পাত্র দ্বারা পাদ ধৌত বা আচমন করা নিষিদ্ধ। মৃণ্ময়পাত্র দূষিত হইলে পরিত্যাগ করিবে, কিন্তু সামান্য দোষে দূষিত হইলে দগ্ধ করিয়া শুদ্ধ করিবে। যে কোন জাতির গোগৃহ, বালক, এবং পীড়িত ব্যক্তি অপবিত্র হয় না। সন্তত জলধারা, প্রস্রবণজল ও বাতোদ্ধৃত ধূলি অপবিত্র হয় না। আকর-জাত পদার্থ, কন্দুশালা (যে গৃহে কলাই মুড়ি প্রভৃতি ভাজা হয়) ইক্ষু ও তৈলযন্ত্র অপবিত্র হয় না।

কাঁচা মৎস্য, মাংস, মধু, ফলোৎপন্নস্নেহ, ও ঘৃত পাত্রান্তরিত হইলে পবিত্র হয়। ঘৃত ও তৈল অপবিত্র হইলে অগ্নিতাপে গলাইয়া লইলে পবিত্র হয়, এবং দুগ্ধ ওৎলাইয়া কিঞ্চিৎ পড়িলে পবিত্র হয়। কঠিন দুগ্ধ, (ছানা) ও দধি পবিত্র। পুষ্প ফল, পুস্তক ও সংহত পদার্থ, রাশীকৃত বস্ত্র, ধান্যাদি শস্য, প্রোক্ষণদ্বারা পবিত্র হয়। বস্ত্র ও ধান্যাদি অল্প হইলে ক্ষালন করিলে পবিত্র হয়।

ক্লীব, পতিত, অভিশপ্ত, সূতিকা, রজস্বলা স্ত্রী ও নাস্তিক ইহাদের কর্ত্তৃক দৃষ্ট অন্ন কিঞ্চিৎ ফেলিয়া প্রোক্ষণ করিলে পবিত্র হয়। বিড়াল, ইন্দুর প্রভৃতি কর্ত্তৃক উচ্ছিষ্ট হইলে অপবিত্র কিন্তু স্বর্ণসংস্পৃষ্ট জল দ্বারা প্রোক্ষণ করিলে পবিত্র হয়। ঘৃত চণ্ডাল ও কুক্কুর কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে যজ্ঞার্হ নহে। প্রভূত গুড়, লবণ, ও বায়ু অগ্নিতাপে পবিত্র হয়। গোরুর মুখ, ও বিড়াল অপবিত্র। ভূমি, অগ্নি, বায়ু, ছায়া, সূর্য্য রশ্মি, মক্ষিকা ও অশ্ব পবিত্র। সমস্ত দ্রব্যই ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক জলদ্বারা ক্ষালিত হইলে পবিত্র হয় এবং অপবিত্র দ্রব্যও ব্রাহ্মণ পবিত্র হউক এই কথা বলিলে পবিত্র হয়।

ষষ্ঠ ও সপ্তম যামার্দ্ধ-কৃত্য।

তাম্বূল ভক্ষণের পর ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া ইতিহাস ও পুরাণাদির আলোচনা করতঃ সদ্বিষয়ক প্রস্তাব করিবে।

অষ্টম যামার্দ্ধ-কৃত্য।

দিবসের অষ্টম ভাগে স্ব স্ব বর্ণোক্ত সদ্বৃত্তিদ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহের চেষ্টা করিবে।

রাত্রি-কৃত্য।

দিবস-কর্ত্তব্য সন্ধ্যাবন্দনাদি যদি কোন কারণ বশতঃ যথা সময়ে অনুষ্ঠিত না হইয়া থাকে, তবে রাত্রির প্রথম প্রহরে সেইগুলি সমাপ্ত করিয়া পরে সায়ং কার্য্য অনুষ্ঠান করিবে। যদি রাত্রিতে ভোজন করিতে হয় তবে এক প্রহরের পর চার দণ্ডের মধ্যে অর্থাৎ দেড়প্রহরের মধ্যে করিবে। রাত্রিতে ও অতিথি উপস্থিত হইলে অগ্রে তাঁহাকে ভোজনাদি করাইয়া পরে স্বয়ং ভোজন করিবে।

শয়ন-বিধান।

সূর্য্যাস্তের পরই শয্যা রচনা করিবে এবং সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে শয্যা তুলিবে। অন্য ব্যবহৃত শয্যা ব্যবহার করিবে না, কিন্তু শয্যা-স্বামীর অনুমতি পাইলে ব্যবহার করিতে পারে। মাঙ্গল্য জলপূর্ণ কুম্ভ মস্তকের নিকট স্থাপন করিয়া "ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, ওঁ নন্দিকেশ্বরায় নমঃ, ওঁ নর্ম্মদায়ৈ নমঃ, ওঁ প্রাতর্নর্ম্মদায়ৈ নমঃ," বলিয়া প্রণাম করিবে। পরে "ওঁ নমস্তে নর্ম্মদে নিত্যং ত্রাহি মাং বিষসর্পতঃ"। এই মন্ত্র পড়িয়া পবিত্রস্থানে শয়ন করিবে। নিজগৃহে পূর্ব্বশিরা অথবা দক্ষিণশিরা অর্থাৎ পূর্ব্ব বা

দক্ষিণদিকে মস্তক রাখিয়া, প্রবাসে পশ্চিমশিরা হইয়া শয়ন করিবে। গৃহে, বিদেশে কুত্রাপি উত্তর শিরা হইয়া শয়ন করিবে না। নির্জ্জনগৃহ, শ্মশান, শিবালয়, বালিময়স্থান বা লোষ্ট্রময়স্থান, গো, ব্রাহ্মণ, দেবতা, ও গুরুজনের উপরিস্থান ভগ্নশয্যা, অপবিত্রস্থান চতুষ্পথ এবং চৈত্যবৃক্ষতলে শয়ন করিবে না। অপবিত্র উলঙ্গ, ও আর্দ্রবস্ত্র হইয়া শয়ন করা নিষেধ।

দারাভিগমন।

ঋতুকাল ব্যতীত স্ত্রী অভিগমন নিষিদ্ধ। ষোলদিন ঋতুর কাল। তন্মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়দিন বর্জ্জন করিবে। তৎপর রজোনিবৃত্তি হইয়া থাকিলে চতুর্থ, ষষ্ঠ, অষ্টম, দশম, দ্বাদশ, চতুর্দ্দশ এবং ষোড়শ দিন স্ত্রী উপরতির প্রশস্ত কাল। এতদ্ব্যতীত অন্য দিন নিষিদ্ধ। প্রশস্ত ঋতুকালের মধ্যেও চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও অষ্টমীতিথি, রবিসংক্রান্তি, জেষ্ঠা, মূলা অশ্লেষা, মঘা, রেবতী, কৃত্তিকা, অশ্বিনী, পূর্ব্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ ও উত্তরফল্গুনীনক্ষত্র, ব্রতের পূর্ব্বদিন, ব্রতদিন, শ্রাদ্ধের পূর্ব্বদিন এবং শ্রাদ্ধের দিনে উপরত হইবে না।

বিবিধ-বিষয়।

কতিপয় আবশ্যকীয় বিষয় এস্থলে সন্নিবেশিত হইতেছে। ইহার মধ্যে অনেকগুলি নিত্যানুষ্ঠেয় না হইলেও অত্যাবশ্যকীয় বিধায় লিখিত হইতেছে।

রুদ্রাক্ষ-সংস্কার।

রুদ্রাক্ষ এক মুখ হইতে চতুর্দ্দশ মুখ পর্য্যন্ত আছে। ইহার সংস্কার মন্ত্র একপ্রকার, কিন্তু ধারণমন্ত্র মুখভেদে ভিন্ন ভিন্ন।

নিশ্ছিদ্র ও সুপক্ক রুদ্রাক্ষগুলি সুন্দররূপে গ্রথিত করিবে। কণ্ঠে ৩২, মস্তকে ২২, দক্ষিণকর্ণে ৬, বামকর্ণে ৬, করদ্বয়ে ১২ করিয়া, বাহুদ্বয়ে ১৬ করিয়া, শিখায় ১, এবং বক্ষঃস্থলে ১০৮টী রুদ্রাক্ষ ধারণ করিবে।

সংস্কার-মন্ত্র।

প্রথমে রুদ্রাক্ষগুলি পঞ্চগব্য (১৬৭ পৃঃ ২০ পংক্তি দেখ) ও পঞ্চামৃত (দুগ্ধ, চিনি, ঘৃত দধি, মধু) দ্বারা ধৌত করিয়া "নমঃ শিবায়" এবং "ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনং। উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ"। এই মন্ত্র পড়িবে। তৎপর ধারণ মন্ত্র পড়িবে।

ধারণ মন্ত্র,—"ওঁ হ্রীঁ (১) ওঁ শ্রীং (২) ওঁ ক্রং ক্রং (৩) ওঁ হ্রীং হুঃ (৪) ওঁ হ্রীং (৫) ওঁ ঐং হ্রীং (৬) ওঁ হ্রীং (৭) ওঁ কং রং (৮) ওঁ হ্রাং (৯) ওঁ হ্রীং (১০) ওঁ শ্রীং (১১) ওঁ হাং হ্রীং (১২) ওঁ ক্ষৌং নমঃ (১৩) ওঁ তমাং (১৪) এই ১৪টী মন্ত্র লিখিত হইল, রুদ্রাক্ষের মুখানুসারে যথোপযুক্ত মন্ত্র পড়িয়া মালা ধারণ করিতে হইবে।

ব্রাহ্মণ-পাদোদক-পানমন্ত্র—"বিপ্রপাদোদকং পীত্বা যাবৎ তিষ্ঠতি মেদিনী। তাবৎ পুষ্করপত্রেণ পিবন্তি পিতরোদকং"॥

বিষ্ণুর চরণামৃত পানমন্ত্র,—"অকালমৃত্যুহরণং সর্ব্বব্যাধি বিনাশনং। বিষ্ণুপাদোদকং পীত্বা শিরসা ধারয়াম্যহং"॥

কুলকুণ্ডলিনী-স্তব।

নমস্তে দেবদেবেশি যোগীশপ্রাণবল্লভে। সিদ্ধিদে বরদে মাতঃ স্বয়ম্ভুলিঙ্গবেষ্টিতে॥ প্রসুপ্তভুজগাকারে সর্ব্বদা কারণ-

প্রিয়ে। কামকলান্বিতে দেবি মমাভীষ্টং কুরুষ চ॥ অসারে ঘোরসংসারে ভবরোগাৎ কুলেশ্বরি। সর্ব্বদা রক্ষ মাং দেবি জন্মসংসারকূপকাৎ॥ ইতি কুণ্ডলিনীস্তোত্রং ধ্যাত্বা যঃ প্রপঠেৎ সুধীঃ। স মুক্তঃ সর্ব্বপাপেভ্যোজন্মসংসারসাগরাৎ॥ ইতি যোগসারে তৃতীয়পটলে কুণ্ডলিনীস্তোত্রং সমাপ্তং।

সামর্থ্য হইলে ১৩ পৃষ্ঠার কুলকুণ্ডলিনীপূজা সমাপ্ত করিয়া এই স্তব পাঠ করিবে।

তুলসীবৃক্ষ-স্নাপনমন্ত্র,—গোবিন্দবল্লভাং দেবীং ভক্তচৈতন্ত-রূপিণীং। স্নাপয়ামি জগদ্ধাত্রীং বিষ্ণুভক্তিপ্রদায়িনীং॥

তুলসীর প্রণামমন্ত্র,—বৃন্দায়ৈ তুলসীদেব্যৈ প্রিয়ায়ৈ কেশবস্ত চ। বিষ্ণুভক্তিপ্রদে দেবি সত্যবত্যৈ নমোনমঃ॥

অশ্বত্থবৃক্ষ স্নাপন,—"নমো নারায়ণায়" বলিয়া অশ্বত্থবৃক্ষে জল দিয়া প্রণাম করিবে।

অশ্বথ-প্রণাম-মন্ত্র, "চক্ষুঃস্পন্দং ভুজস্পন্দং তথা দুঃস্বপ্ন-দর্শনং। শত্রূণাঞ্চ সমুত্থানং অশ্বত্থ শময়াশু মে। অশ্বত্থরূপী ভগবান্ প্রীয়তাং মে জনার্দ্দনঃ"॥

যজ্ঞোপবীত-ধারণপ্রমাণ।

সামবেদীয়গণ গ্রীবার মধ্যদেশ হইতে দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত, যজুর্ব্বেদীয়গণ বাহুমূল হইতে দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ পর্য্যন্ত, ও ঋগ্বেদীয়গণ কণ্ঠ হইতে নাভিদেশ পর্য্যন্ত পরিমিত যজ্ঞসূত্র করিবেন। যজ্ঞসূত্রের গ্রন্থি-প্রণালী এইরূপ ভাবে লিখিয়া বুঝান যায় না, এই জন্ত লিখিত হইল না। উহা কাহারও নিকট দেখিয়া শিক্ষা করিয়া লইবেন।

যজ্ঞোপবীত গ্রন্থি ও ধারণ মন্ত্র,—"প্রথমে ১ বার গায়ত্রী ও

নিজ প্রবর উচ্চারণ পূর্ব্বক গ্রন্থি দিবে। তৎপর যজ্ঞোপবীত দক্ষিণহস্তে লইয়া ৫ বার গায়ত্রী জপ, পরে ১০০ বার প্রণব (ওঁ) জপ আবার ১বার গায়ত্রী পাঠ করতঃ "ওঁ যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং বৃহস্পতের্যৎ সহজং পুরস্তাৎ। আয়ুষ্যমগ্র্যং প্রতিমুঞ্চ শুভ্রং যজ্ঞোপবীতং বলমস্তু তেজঃ॥" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া বামস্কন্ধে ধারণ করিবে। অভুক্ত অবস্থায় যজ্ঞোপবীত গ্রন্থি ও ধারণ করিবে, অন্য কর্ত্তৃক ধৃত যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবে না। যথা নির্দ্দিষ্টসময় ব্যতীত যজ্ঞোপবীতকে স্থানভ্রষ্ট বা অন্য প্রকারে ধারণ করিবে না।

যজ্ঞোপবীত-মার্জ্জনদ্রব্য।—

বাম স্কন্ধ হইতে যজ্ঞোপবীতকে উত্তোলন করতঃ বামাঙ্গুষ্ঠে জড়াইবে। পরে দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, তণ্ডুল চূর্ণ, সার্ষপতৈল এবং বেলের আটা এই কএক দ্রব্যের একতমদ্বারা মার্জ্জন করিবে।

জপ-প্রণালী।

জপ তিন প্রকার,—মানসিক, উপাংশু ও বাচনিক। যে জপে মন্ত্র উচ্চারণ ধ্বনি নিজ কর্ণগোচর হয় না, অর্থাৎ মনে মনেই মন্ত্র উচ্চারণ হয়, তাহার নাম মানসিক জপ। যে জপে মন্ত্রোচ্চারণ ধ্বনি নিজ কর্ণগোচরমাত্র হয়, অন্যে শুনিতে পায় না, তাহার নাম উপাংশু আর যে জপে মন্ত্র স্পষ্টরূপে উচ্চারিত হয়, তাহার নাম বাচনিক জপ। এই তিন প্রকার জপের মধ্যে মানসিক জপই শ্রেষ্ঠ, তৎপর উপাংশু, তৎপর বাচনিক।

স্থিরচিত্ত হইয়া বিষয় হইতে মনকে প্রত্যাবৃত্ত করতঃ হৃদয়মধ্যে দেবতাকে ধ্যান করিতে করিতে মন্ত্র, দেবতা ও গুরুর ঐক্য জ্ঞান করিয়া মন্ত্রের বর্ণাবলী সম্মিলিত ও স্পষ্ট

ভাবে অনতিদ্রুত ও অনতিবিলম্বে উচ্চারণ করিবে। জপকালে মস্তক ও গ্রীবা স্পন্দন এবং দন্ত প্রকাশ করিবে না।

দক্ষিণহস্তের তর্জ্জনী অবধি কনিষ্ঠা এই চারটী অঙ্গুলি বিলক্ষণরূপে সম্মিলিত করিয়া কিঞ্চিৎ বক্র করিতে হইবে। ইহার নাম তির্য্যক্ অঙ্গুলি। এইরূপ তির্য্যক্ অঙ্গুলি করতঃ উভয়হস্ত বক্ষঃস্থলে রাখিয়া বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদন পূর্ব্বক জপ করিতে হইবে।

অঙ্গুলির রেখাদ্বয়ের মধ্যদেশকে পর্ব্ব বলে। দক্ষিণহস্তের অনামার মধ্যপর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া অনামার মূল, কনিষ্ঠার মূল মধ্য ও অগ্র, অনামার অগ্র, মধ্যমার অগ্র, মধ্য, মূল ও তর্জ্জনীর মূলপর্ব্ব এই দশপর্ব্বে অঙ্গুষ্ঠের অগ্রদ্বারা জপিবে। এইরূপ একবার করিলে দশবার হইল। একশত আটবার জপকালে এইরূপে এক শত জপ করিয়া অনামার মূল হইতে মধ্যমার মূল পর্য্যন্ত আটবার জপ করিবে। বামহস্তের অনামার মধ্যরেখা হইতে তর্জ্জনীর মূলরেখা পর্য্যন্ত দশরেখায় সংখ্যা রাখিবে। তর্জ্জনীর মধ্য ও অগ্ররেখা বাদ দিবে। দক্ষিণহস্তে দশবার জপ হইলে বামহস্তে একবার সংখ্যা রাখিবে, সুতরাং বামহস্তের দশরেখা পূর্ণ হইলেই ১০০ শত জপ হইল। শক্তিমন্ত্র বা শক্তিগায়ত্রীসম্বন্ধে এই নিয়ম।

বৈদিকগায়ত্রী, দেবগায়ত্রী বা দেবমন্ত্র জপ সম্বন্ধে অনামার মধ্যপর্ব্ব হইতে তর্জ্জনীর মূলপর্ব্ব পর্য্যন্ত জপ করিবে। মধ্যমার মধ্য ও মূলপর্ব্ব বাদ দিবে। বামহস্তেও অনামার মধ্যপর্ব্বরেখা হইতে তর্জ্জনীর মূলরেখা পর্য্যন্ত দশ রেখায় সংখ্যা রাখিবে। সকল প্রকার জপ কালেই যেন

অঙ্গুলির পর্ব্ব রেখায় অঙ্গুষ্ঠের অগ্র না পড়ে, পড়িলে পুনর্ব্বার জপ আরম্ভ করিতে হয়।

এক শতের অধিক জপ করিলে উপরোক্ত প্রকারে ১০০ শত পূর্ণ হইলে জপসংখ্যা দ্রব্যের দ্বারা সংখ্যা রাখিবে। জপসংখ্যার দ্রব্য,—লাক্ষা রক্তচন্দ, সিন্দূর, ও গোময় ইহার অন্যতম দ্রব্যদ্বারা গুটিকা নির্ম্মাণ করতঃ জপ সংখ্যা রাখিবে।

মন্ত্র জপের আদিতে অঙ্গন্যাস, (৭ পৃঃ দেখ) করন্যাস (৬পৃঃ দেখ) ঋষ্যাদি ন্যাস (তত্তৎ দেবতার ঋষ্যাদি ন্যাস) ও মূলমন্ত্রদ্বারা প্রাণায়াম (প্রণালী ৫৪ পৃঃ দেখ) ও গুরুপঙক্তি নমস্কার (৭ পৃঃ দেখ) করিবে এবং জপান্তে পুনবায় প্রাণায়াম করিয়া জপ বিসর্জ্জন দিবে। গায়ত্রী জপ সম্বন্ধে ইহার কিছুই করিতে হয় না, তাহাতে যাহা কিছু কর্ত্তব্য, তাহা যথা স্থানেই লিখিত হইয়াছে। জপপ্রণালী হইতে কেবলমাত্র অঙ্গুলি বিধান শিক্ষা করিতে হইবে। শক্তিমন্ত্র জপের আদিতে আরো কতগুলি অনুষ্ঠান করিতে হয়। যথা,—মুখশোধন, কুল্লুকা, সেতু, মহাসেতু, নির্ব্বাণ, যোনিমুদ্রা, প্রাণযোগ, দীপনী, অশৌচভঙ্গ, দৃষ্টিসেতু, মন্ত্রশিখা মন্ত্রচৈতন্য, মন্ত্রাঙ্গভাবনা, মন্ত্রার্থ ভাবনা এই সমস্ত করিয়া মন্ত্র জপ করিতে হয়। ইহা দেবতা ভেদে ভিন্ন এবং অতীব গোপ্যবিষয়, সুতরাং লিখিত হইল না। গুরুর নিকট শিক্ষা করিয়া লইবেন। (এই সমস্ত বিষয় শাক্তানন্দতরঙ্গিণীতে অতি বিশদভাবে লিখিত আছে)

পূর্ব্বে যত স্থানে মন্ত্র লিখিয়া তৎপর জপপ্রণালী অনুসারে জপ করিতে বলা হইয়াছে, সেই সকল স্থানেই এই জপ প্রণালী অনুসারে অঙ্গুলী বিধানাদি শিক্ষা করিয়া জপ করিতে হইবে।

ক্ষৌর।

পূর্ব্ব বা উত্তর মুখ হইয়া উপবেশন পূর্ব্বক শান্তচিত্তে সোম ও বুধবারে কেশাদিচ্ছেদন করাইবে, শিখা ছেদন করিতে নাই। জনন ও মরণাশৌচের অন্তদিনে সকল বারেই ক্ষৌরকার্য্য করিতে পারে। তাহাতে বারাদির নিয়ম নাই। পিতৃকার্য্য ও দেবকার্য্য শেষ করিয়া ক্ষৌর করা কর্ত্তব্য। সন্ধ্যা ও রাত্রিতে ক্ষৌর নিষেধ, এবং জন্মমাস, জন্মদিন, জন্মনক্ষত্র, ব্রত, উপবাস, ও শ্রাদ্ধদিন, কাম্যপূজা, সংক্রান্তি, ও সংযমদিনে ক্ষৌর করান নিষেধ এবং গমনোৎসুক, অলংকৃত, তৈলাক্ত ও ভুক্ত ব্যক্তির ক্ষৌর নিষিদ্ধ। নাপিতগৃহে বসিয়া ক্ষৌর করাইবে না। ক্ষৌরান্তে স্নান করিবে।

বৈষ্ণব-আচমন।

কেশবায়, নারায়ণায়, গোবিন্দায় (প্রত্যেক নামের আদিতে "ওঁ" ও অন্তে নমঃ বলিতে হইবে। স্ত্রী ও শূদ্র সর্ব্বত্র নমঃ বলিবেন) এই তিনটী মন্ত্র পড়িয়া তিনবার জল মুখে দিবে। পরে "মাধবায়, বিষ্ণবে" এই বলিয়া হস্তক্ষালন, "মধুসূদনায়, ত্রিবিক্রমায়" বলিয়া ওষ্ঠমার্জ্জন, "বামনায়, শ্রীধরায়" মুখমার্জ্জন, "হৃষীকেশায় হস্ত ক্ষালন, "পদ্মনাভায়" পদক্ষালন, "দামোদরায়" মস্তক মার্জ্জন করিয়া পরে "সঙ্কর্ষণায়" মুখ, "বাসুদেবায়" দক্ষিণনাসিকা, "প্রদ্যুম্নায়," বামনেত্র, "অধোক্ষজায়" দক্ষিণকর্ণ, "নৃসিংহায়" বাম কর্ণ, "অচ্যুতায়" নাভি, "জনার্দ্দনায়" বক্ষঃ, "উপেন্দ্রায়" মস্তক, এবং "হরয়ে" দুই স্কন্ধ স্পর্শ করিবে। বৈষ্ণবগণ এই বলিয়া আচমন করিবেন।

সমাপ্তোঽয়ং গ্রন্থঃ।

শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী কৃত প্রত্যেক শ্লোকের সরল ব্যাখ্যা তৎপর বঙ্গানুবাদ, প্রয়োজনীয় টীকা টিপ্পনী এবং শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি কৃত বঙ্গানুবাদ ও শ্রীমৎ সায়নাচার্য্য কৃত ঋগ্বেদের শ্রীদেবীসূক্ত আছে। ছাপা পরিষ্কার। শ্রীশ্রীচণ্ডী হিন্দুর পরম মঙ্গলময় গ্রন্থ। এই গ্রন্থ সুপাঠে সমস্ত বিপদ নাশ হয় এবং মঙ্গল উৎপন্ন হয়। এমন পবিত্র, এমন মঙ্গল বিধান গ্রন্থের মর্ম্ম কতক পরিমাণে একবার হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য হিন্দুমাত্রেরই চেষ্টা করা উচিত। এই জন্যই যে ভাবে এই গ্রন্থখানি প্রকটিত হইয়াছে, সেই ভাবে চণ্ডীর বহুল প্রচার হইতে দেখিলে আনন্দ হয়। চণ্ডী কিন্তু গোপ্য গ্রন্থ। অনধিকারীর হস্তে পড়িলে ও গ্রন্থের মর্য্যাদা রক্ষিত হয় না সেই জন্য অধিকারী ব্যক্তি এ গ্রন্থ পাঠ করেন ইহাই আমাদের ইচ্ছা। গ্রন্থ সঙ্কলন বিষয়ে শ্রীযুক্ত প্রসন্ন কুমার শাস্ত্রী মহাশয় বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন। এখন তাঁহার এ যত্ন চেষ্টা সার্থক হইলেই তাঁহার তৃপ্তি ও আমাদের পরিতোষ। (বঙ্গবাসী—১৫ই পৌষ। ১৩০১।

আর্য্যজীবন।

শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী কর্ত্তৃক সংগৃহীত।

ইহাতে এক ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত হইতে অপর ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত হিন্দুর যাহা কর্ত্তব্য তাহা যথাক্রমে নিবদ্ধ হইয়াছে। ইহা হিন্দুর পরমকল্যাণকর গ্রন্থ। মূল্য ॥• আনা। সোনালি বাঁধাই ॥৵• আনা। ডাক মাশুলাদি ৴• আনা। ভি, পি স্বতন্ত্র ৵• আনা।



শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি কৃত বঙ্গানুবাদ সহ বৃহৎ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

মূল, শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রি কৃত সরল ব্যাখ্যা, শাঙ্করভাষ্য, মধুসূদন সরস্বতী ও স্বামি কৃত টীকা ও বঙ্গানুবাদ সহ। মধুসূদন সরস্বতীর টীকায় কি আছে, একবার দেখুন,—ইহা যেমন প্রাঞ্জল, তেমনি ভাবের প্রকাশক। গীতার প্রত্যেক শ্লোকের গূঢ় রহস্য উদ্ভেদ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং প্রত্যেক শ্লোকের চ, বা, তু প্রভৃতির তাৎপর্য্যও দেখাইয়াছেন। স্থানে স্থানে ইহার লেখার প্রণালী দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। অতি সুন্দর ছাপা, কাগজ উৎকৃষ্ট। বাঁধাই অতি মনোরম, সোণার জলে পুস্তকের নাম লেখা আছে। মূল্য ৩।০ আনা, ডাকে লইলে মাশুলাদি।৵০ আনা, এবং ভি, পি খরচ স্বতন্ত্র ৵০ আনা, মোট ৩৸০ তিন টাকা বার আনা।

আমাদের প্রকাশিত এই গীতা খানি পাঠকের কিরূপ পাঠোপযোগী হইয়াছে, তাহা পাঠকগণ দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, সুতরাং বিজ্ঞাপনে বাচালতার প্রয়োজন নাই।

শাক্তানন্দতরঙ্গিণী।

(যন্ত্রস্থ)

এই পুস্তকখানি শ্রীমৎ পরিব্রাজকাচার্য্য পরমহংস তীর্থাবধূত ব্রহ্মানন্দ গিরি কর্ত্তৃক বিবিধ তন্ত্র ও অন্যান্য শাস্ত্র হইতে সংগৃহীত। ইহা অতি প্রাচীন গ্রন্থ। তন্ত্রসার-কার প্রভৃতি এই গ্রন্থ হইতে বিবিধ বিষয় উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহাকে একখানি গ্রন্থ রত্ন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গ্রন্থকার পুস্তকের নাম অনু-

সারেই পুস্তকখানি লিখিয়াছেন। ইহাতে কি কি বিষয় আছে, তাহা সঙ্ক্ষেপে বলিতেছি। পাঠক একবার পাঠ করুন।—শরীরের স্বরূপ ও উৎপত্তি প্রণালী, মুক্তির কারণ নির্দ্দেশ, দীক্ষা প্রণালী, দশ সংস্কার, গুরুবিষয় তত্ত্ব, উপাসনা প্রণালী, যোগ ব্যাখ্যা, ষট্‌চক্র বর্ণনা, দেহের কোথায় কোন শক্তি তাহার বর্ণনা, মানস পূজা, ভূতশুদ্ধি প্রণালী, জপমালা প্রতিষ্ঠা, জপ প্রণালী, মহাসেতু, মুখশোধন ইত্যাদি, পুরশ্চরণ প্রাণালী, যন্ত্র প্রতিষ্ঠা, উপচারাদি নির্ণয়, জপফল ইত্যাদ আরো বহুতর বিষয় ইহাতে বর্ণিত আছে, তাহা এখানে স্থানাভাব বশতঃ বলিতে পারিলাম না। ফল কথা তন্ত্রমার্গের অনুষ্ঠানে যাহা কিছু আবশ্যক তৎ সমস্তই ইহাতে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে। ১৩০২ সালের ১৫ই বৈশাখের পরে লিখিলেই পুস্তক পাইবেন মূল্য ৷৷৹ আনা, ডাক মাশুলাদি ৴৹ আনা, ভি, পি, স্বতন্ত্র ৵৹ আনা।

মণিরত্নমালা ও পরমার্থসার।

[illegible]খানি প্রকাশিত। মূল্য ৵৹ আনা, মাশুল ৴১৹ [illegible] দশ পয়সার [illegible] পাঠাইলেই পুস্তক পাইবেন।

[illegible] এই সমস্ত পুস্তক নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রকাশকের নিকট পাওয়া যায়। ঠিকানা,—শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী [illegible] ঘোষের লেন, কলিকাতা।